রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

কলিকাতা।

ভারতযন্ত্রে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮৮ সাল

বাল্মীকি রামায়ণ।

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাম সম্যক্ রূপে চিত্ত বশ করিয়াছিলেন এবং শত্রুগণ তাঁহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইত না। তিনি মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের আশ্রমমণ্ডল অবলোকন করিলেন। ঐ আশ্রমমণ্ডলের ইতস্ততঃ কুশ ও চীর সকল পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস-জনিত তেজের পরিপূর্ণতাবশতঃ, গগনমণ্ডলস্থ অতীব দুর্দ্দর্শ ও পরম-দীপ্তিবিশিষ্ট সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উহার প্রতিভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রাণিমাত্রেই বিপদাপন্ন হইলে, উহার আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারে। উহার প্রাঙ্গনভূমি সর্ব্বদাই সুমার্জ্জিত ও চতুর্দ্দিক নানাজাতীয় মৃগ ও বিহঙ্গমগণে পরিব্যাপ্ত। অপ্সরোগণ নিত্য উহার সমীপে নৃত্য ও উহার উপাসনা করিয়া থাকে। সুবিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ, অজিন, কুশ, সমিধ, জল-কলস, ফল-মূল, এই সকলে উহার শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। সুস্বাদু-ফল-বিশিষ্ট, পরম পবিত্র, নানাজাতীয় আরণ্য মহাবৃক্ষে উহার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। উহাতে প্রতিনিয়ত বেদ-পাঠ-শব্দ উত্থিত হইতেছে; পুষ্প সকল বিকশিত রহিয়াছে এবং বিচিত্র-পদ্ম-শালিনী পদ্মিনী বিরাজমান হইতেছে। সর্ব্বদা বলি ও হোম

হওয়াতে, ঐ আশ্রমমণ্ডল যেরূপ পবিত্র, সেইরূপ, লোকমাত্রেরই বহুমানাস্পদ। এবং ফল-মূলাহারী, দান্ত-স্বভাব, কৃষ্ণাজিনাম্বর, বল্কলধারী, সূর্য্যাগ্নি-সম তেজস্বী প্রাচীন মুনিগণ ও সংযতাহার পবিত্র [illegible]মর্ষিগণ সর্ব্বদাই বাস করাতে, উহার অতিশয় [illegible] হইয়াছে।

পরম তেজস্বী শ্রীমান্ রাম, সাক্ষাৎ ব্রহ্মলোকের ন্যায় মহা-[illegible] ও [illegible]ভাগ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণে অলঙ্কৃত উল্লিখিত [illegible] দর্শন করিয়া, স্বীয় সুবিশাল শরাসন জ্যামুক্ত করিয়া, তথায় প্রবেশ করিলেন। দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট মহর্ষিগণ রামকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর সেই দৃঢ়ব্রত মহর্ষিগণ, উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধর্ম্মপরায়ণ রাম, যশস্বিনী জানকী এবং লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগকে সন্দর্শন করিয়া, প্রীত চিত্তে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগপূর্ব্বক সভাজিত করিলেন। তৎ-কালে রামের রূপ, সুশ্লিষ্ট সন্ধি-বন্ধন, সৌকুমার্য্য, কান্তি ও সুন্দর বেশবিন্যাস দর্শন করিয়া, বনবাসিমাত্রেরই আকারে বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা রাম লক্ষ্মণ সীতা সক-লকেই, সাক্ষাৎ আশ্চর্য্যের ন্যায়, নিতান্ত অনিমিষ নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পরে সর্ব্বভূত-হিতৈষী, পাবক-প্রতিম-তেজস্বী, ধর্ম্মচারী, মহাভাগ ঋষিগণ রামকে পর্ণশালায় লইয়া গিয়া, যথাবিধানে সৎকার করিয়া, পূজার্থ সলিলাদি আহরণ করিলেন। এবং নিরতিশয়-প্রীতি-প্রকাশ-পুরঃসর আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া, ফল, মূল, পুষ্প ও সমুদায় আশ্রম নিবেদন করত, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রঘুনন্দন! রাজা, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ রূপে, প্রজালোকের রক্ষা, ধর্ম্মের পালন, লোক সকলের বিপদ্ নিরাকরণ এবং দুষ্টগণের নিগ্রহ করেন; এইজন্য সকলেরই পূজনীয়, মান্য, গুরু ও নমস্কৃত এবং এইজন্যই পরমোৎকৃষ্ট পরম মনোহর ভোগ্য পদার্থ সকল ভোগ করিয়া থাকেন।

আমরা আপনার অধিকারে বাস করি। অতএব আমাদের রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। নগরে বা বনে যেখানেই থাকুন, আপনিই আমাদের লোকপতি রাজা। রাজন্! আমরা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয় সকল জয় এবং ভূতগণে দ্রোহ ত্যাগ করিয়াছি। অতএব, জননী যেমন গর্ভস্থ জীবকে রক্ষা করেন; সেই রূপে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা ফল, মূল, পুষ্প ও নীবারাদি নানাপ্রকার অরণ্যজাত আহারীয় প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত রামের পূজা করিলেন। অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও সর্ব্বদা ধর্ম্মাচার-পরায়ণ অন্যান্য সিদ্ধ তাপসগণও ন্যায়ানুসারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর রামের তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

ঋষিগণ এই রূপে আতিথ্যবিধান করিলে, রাম সূর্য্যোদয়-সময়ে তাঁহাদের সকলের অনুমতি লইয়া, লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নানাজাতীয় মৃগ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া আছে; ঋক্ষ ও ব্যাঘ্রগণ ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিতেছে; বৃক্ষ লতা ও গুল্ম সকল বিনষ্ট এবং জলাশয় সকল দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে; পক্ষিগণের শব্দমাত্র নাই; ঝিল্লিকাগণই কেবল শব্দ করিতেছে। অনন্তর তিনি সীতার সহিত ঘোর-মৃগ-পরিপূর্ণ সেই অরণ্যমধ্যে গিরিশেখর-সদৃশ উন্নতাকৃতি এক রাক্ষস দর্শন করিলেন। তাহার স্বর অতি উচ্চ, লোচনযুগল কূপের ন্যায় গভীর, বদন অতি বিশাল, দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর এবং উদর বিকট-ভাবাপন্ন। তাহাকে দেখিলে, মনে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়। সেই বিষম, বিকট, দীর্ঘাকৃতি, বিকৃতাকার রাক্ষস বসা ও রুধির-রাশিতে অভিষিক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া, সর্ব্বভূত-ভয়াবহ ব্যাদিত-বদন কৃতান্তের ন্যায়,

লৌহময়ী শূলে তিন সিংহ, চারি ব্যাঘ্র, দুই বৃক, দশ চিত্রমৃগ এবং বসালিপ্ত সদন্ত বৃহৎ গজমস্তক বিদ্ধ করত উচ্চ স্বরে শব্দ করিতেছিল। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখিয়া, যুগান্তে কৃতান্ত যেমন নিতান্ত ক্রোধভরে প্রজাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ, সুগভীর-গর্জ্জন-সহকারে তাঁহাদের অভিমুখে দ্রুত পদে গমন করিল। পৃথিবী তাহার চরণ-চালনে যেন কম্পিত হইয়া উঠিলেন !

অনন্তর সে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়াই, জানকীকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক, তথা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া, কহিতে লাগিল, তোমরা অতি শীর্ণজীবী, জটাবল্কল ধারণ করিয়াছ। অথচ, স্ত্রীর সমভিব্যাহারে ধনুঃ, শর ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তপস্বী হইয়া তোমরা কি রূপে স্ত্রীর সহিত বাস করিতেছ ? বুঝিলাম, তোমরা অতি দুরাত্মা ও অধর্ম্মাচারী। সেইজন্য, বিরুদ্ধ বেশ-বিন্যাস-পূর্ব্বক মুনিকুলে কলঙ্ক আরোপ করিতেছ। তোমরা কে ? আমি রাক্ষস বিরাধ, প্রতিদিন ঋষিমাংসে উদর পূর্ণ করিয়া, সশস্ত্রে এই বনদুর্গে বিচরণ করিয়া থাকি। এক্ষণে, এই বরারোহা রমণী আমার ভার্য্যা হইবে। আর, তোমরা অতি দুরাত্মা। সংগ্রামে তোমাদের রক্ত পান করিব।

দুরাত্মা বিরাধ এইপ্রকার গর্ব্ব সহকারে দুরক্ষর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল ; শুনিয়া জনকদুহিতা সীতা সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, বাতাহতা কদলীর ন্যায়, উদ্বেগবশতঃ কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। নিরতিশয় মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে বিরাধের অঙ্কগামিনী দর্শন করিয়া, রামের মুখমণ্ডল নিতান্ত মলিন ভাবাপন্ন হইল। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌম্য ! যিনি রাজা জনকের নন্দিনী, আমার সহধর্ম্মিণী ও স্বভাবতঃ সদাচারশালিনী, তিনি বিরাধের অঙ্কগামিনী হইয়াছেন, দেখ। আহা, এই যশস্বিনী রাজনন্দিনী অত্যন্ত সুখে সংবর্দ্ধিতা হইয়া-

ছেন! কৈকেয়ী আমাদিগকে যে দুঃখ দিতে মানস করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য, যে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করেন, লক্ষ্মণ! অদ্যই তাহা সুসিদ্ধ হইল; কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না! মধ্যমমাতা কৈকেয়ী অতি দূরদর্শিনী। তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, আমি সর্ব্বভূতের পরম-প্রণয়াস্পদ। অতএব আমার বিনাশ না হইলে, ভরতের রাজপদ স্থায়ী হয় না। এইজন্য, তিনি ভরতের রাজ্যমাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া, আমাকে বনে পাঠাইলেন। অদ্য তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল, আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম! পিতার মরণে অথবা নিজের রাজ্যহরণে, আমার যত না দুঃখ হইয়াছে, জানকীর পরাঙ্গ-স্পর্শবশতঃ ততোধিক দুঃখে আমি অভিভূত হইলাম।

ককুৎস্থ-কুলোদ্ভব রাম এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ শোকে ও বাষ্পভারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, মন্ত্রবদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, আপনি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায়, সকল লোকের রক্ষাকর্ত্তা। বিশেষতঃ, আমি আপনার নিতান্ত বশংবদ ভৃত্য, সর্ব্বদা সমভিব্যাহারে রহিয়াছি। অতএব আপনি কিজন্য অনাথের ন্যায়, পরিতাপ করিতেছেন? অদ্য আমি ক্রোধভরে শরপ্রহারে বিরাধের প্রাণ সংহার করিয়া, পৃথিবীকে ইহার রুধির পান করাইব। পূর্ব্বে রাজপদ-প্রার্থী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, অদ্য আমি, অচলশিরে ইন্দ্রের বজ্র-নিক্ষেপের ন্যায়, সেই ক্রোধ বিরাধে মোচন করিব। অদ্য এই বিরাধের সুবিপুল হৃদয়ে সুবিপুল শর মদীয় বাহুবলবেগে বেগবান্ হইয়া, পতিত হউক এবং দেহ হইতে প্রাণ বিযোজিত করুক। বিরাধও দারুণ প্রহারে নিতান্ত ঘূর্ণায়মান হইয়া, পৃথিবীতলে নিপতিত হউক।

—

অনন্তর বিরাধ তার স্বরে সমুদায় অরণ্যানী প্রতিধ্বনিত করিয়া, পুনরায় কহিল, তোমরা দুই জনে কে, কোথায় যাইবে, বল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কথা বলিবার সময় তাহার মুখ-গহ্বর হইতে অগ্নির শিখা বহির্গত হইতে লাগিল। পরম তেজস্বী রাম তাহাকে কহিলেন, আমরা সদাচারসম্পন্ন ক্ষত্রিয়; ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মিয়াছি, এবং হেতু-বিশেষবশতঃ অরণ্যচারী হইয়াছি। এক্ষণে, তুমি কে, কিজন্য দণ্ডকবনে বিচরণ করিতেছ, জানিতে অভিলাষ করি। বিরাধ আক্ষেপ করিয়া, সত্যপরাক্রম রামকে কহিতে লাগিল, রাজন্ রঘুনন্দন! বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি জবের ঔরসে শতহ্রদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবীর যাবতীয় রাক্ষস আমাকে বিরাধ বলিয়া থাকে। আমি তপোবলে ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া, এই বর লাভ করিয়াছি, যে, জীবলোকে কেহই আমার ছেদ, ভেদ এবং কোনরূপ শস্ত্রাঘাতেও বধ করিতে পারিবে না। অতএব, তোমরা এই প্রমদার মমতা ত্যাগ করিয়া ও সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, যেখান হইতে আসিয়াছ, শীঘ্রই তথায় পলায়ন কর। তাহা হইলে, আমি তোমাদের প্রাণ সংহার করিব না।

রাম রোষভরে নয়নদ্বয় নিতান্ত রক্তবর্ণ করিয়া, বিকটমূর্ত্তি ও বিকৃতমতি বিরাধকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রে ক্ষুদ্র! তুমি পরদার-স্পর্শরূপ নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমারে ধিক্। বুঝিলাম, তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যু অন্বেষণ করিতেছ। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, সংগ্রামে সেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে। জীবিত থাকিতে, আমার হস্তে কোনমতেই নিস্তার পাইবে না। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া, সুশাণিত সায়কপরম্পরা সন্ধান পূর্ব্বক রাক্ষসকে প্রহার করিলেন। তৎকালে

তিনি জ্যারূপ-রজ্জু-সংযুক্ত শরাসন সহায়ে এক বারে সপ্ত শর মোচন করিলেন। ঐ সকল শর স্বর্ণময়-পুঙ্খ-বিশিষ্ট, বিশিষ্টরূপ-বেগ-সম্পন্ন, গরুড় ও পবনের ন্যায় গতিশীল, এবং ময়ূরপুচ্ছে মণ্ডিত ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ। তাহারা বিরাধের শরীর ভেদ করিয়া, রক্তলিপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বিরাধ তদ্দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, জানকীরে ত্যাগ ও শূল উদ্যত করিয়া, নিরতিশয় রোষভরে দ্রুতপদ সঞ্চারে রাম লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। তৎকালে সে, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমুন্নত শূল হস্তে, ঘোরগভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক ধাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন, কৃতান্ত বদন ব্যাদান করিয়া, মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা কালান্তক-যমোপম নিশাচর বিরাধের উপরি প্রদীপ্ত সায়ক সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতীব-প্রচণ্ড-স্বভাব বিরাধ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, জৃম্ভা ত্যাগ করিল। জৃম্ভা ত্যাগ করিবামাত্র, দ্রুতগামী শর সকল তাহার শরীর হইতে নিষ্পতিত হইল। শাণিত-সায়ক-স্পর্শে নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইলেও, ব্রহ্মার বরদান প্রযুক্ত তাহার প্রাণ বহির্গত হইল না। তদবস্থায় সে শূল সমুদ্যত করিয়া, রাম লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমান হইল। সাক্ষাৎ অশনি সদৃশ ঐ শূলের সমুজ্জ্বল শিখাভাগ গগনে সংলগ্ন হওয়াতে, বোধ হইল, যেন তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। শস্ত্রভৃদ্-বরিষ্ঠ রাম দুই শরে তাহা ছেদন করিলেন। মেরু পর্ব্বতের শিলাতল যেমন বজ্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া, পতিত হয়, বিরাধের শূলও তেমনি রাম-শরে ছিন্ন হইয়া, ধরাসাৎ হইল। তদ্দর্শনে, সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দংশনোদ্যত দুই কৃষ্ণ সর্পের ন্যায়, খড়্গদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যেমন নিক্ষেপ করিল, রাম লক্ষ্মণও তেমনি বলপূর্ব্বক সমকালেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এবং কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহাকে অতিমাত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সে নিরুপায়

ভাবিয়া, পুরুষপ্রবর রাম ও লক্ষ্মণকে ভুজযুগলে গ্রহণ করত প্রস্থানের উপক্রম করিল। রাম তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যে রূপে আমাদিগকে বহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সেই ভাবেই বহন করিয়া লইয়া যাউক। কেন না, এ, যে পথে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, আমাদিগকে ঐ পথেই গমন করিতে হইবে।

এই কথা বলিতে বলিতে, বলমদে সাতিশয় উদ্ধত নিশাচর বিরাধ স্বকীয় বলবীর্য্যে তাঁহাদিগকে, বালকের ন্যায়, অনায়াসেই ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া, স্কন্ধে স্থাপন করিল। এবং তাঁহাদের দুইজনকেই স্কন্ধে আরোপিত করিযা, ঘোর গর্জ্জন পূর্ব্বক অরণ্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ঐ অরণ্য প্রকাণ্ডাকৃতি পাদপপুঞ্জে পরিপূর্ণ, বিবিধজাতীয় বিহঙ্গম ব্যূহের আবাস বশতঃ বিচিত্র ভাবে পরিণত; হিংস্র মৃগ ও শিবাগণে আচ্ছন্ন এবং ঘোরতর ঘনঘটার ন্যায় সুনিবিড়-ভাব-সম্পন্ন। বিরাধ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

—•—

চতুর্থ সর্গ।

বিরাধ রঘূত্তম রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া, লইয়া যাইতে লাগিল, দেখিয়া, সীতা স্বীয় সুবিশাল ভুজযুগল সমুদ্যত করিয়া, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিলেন, এই রাম দশরথের ঔরসে জন্মিয়াছেন এবং সত্য, সুশীলতা ও শুদ্ধচারিত্র্য ইত্যাদি গুণে অলঙ্কৃত। ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস ইহাঁকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। শার্দ্দূল, দ্বীপী (চিতা-বাঘ), ও বৃক (নেকড়ে) গণ এখন একাকিনী পাইয়া আমায় ভক্ষণ করিবে। অতএব, হে রাক্ষসোত্তম! তোমায় নমস্কার করি, তুমি ইহাঁদিগকে ত্যাগ করিয়া, আমাকেই হরণ কর।

বীর রাম ও লক্ষ্মণ জানকীর এই কথা শুনিয়া, দুরাত্মা বিরাধের প্রাণসংহারে ত্বরাপর হইলেন। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ সেই ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসের বাম হস্ত এবং রাম বলপূর্ব্বক তাহার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিয়া দিলেন। বাহু ভগ্ন হইলে, মেঘবর্ণ বিরাধ নিতান্ত খিন্ন ও একান্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া, তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। বোধ হইল যেন, কোন পর্ব্বত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। সে পতিত হইলে, রাম লক্ষ্মণ বাহু, মুষ্টি ও পদাঘাতে তাহাকে প্রপীড়িত করিয়া, বারংবার উত্তোলন পূর্ব্বক স্থণ্ডিলে বিশেষরূপে পেষণ করিতে লাগিলেন। সে পূর্ব্বে সায়কসমূহে বিদ্ধ ও খড়্গের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার বারংবার ভূমিতে নিষ্পিষ্ট হইল; তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হইল না।

বিপন্নের শরণ শ্রীমান্ রাম পর্ব্বতের প্রায় প্রকাণ্ডাকৃতি বিরাধকে নিতান্তই অবধ্য দেখিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, পুরুষপ্রবর! রাক্ষসের তপোবল আছে; যুদ্ধ করিয়া শস্ত্রের সাহায্যে ইহাকে জয় করা সাধ্য হইবে না। অতএব ভূমিতে গর্ত্তমধ্যে নিপাতিত করিব। লক্ষ্মণ! তুমি এক্ষণে বনমধ্যে হস্তীর ন্যায়, প্রচণ্ড স্বভাব ও প্রচণ্ড প্রতাপ বিশিষ্ট এই রাক্ষসের পাতনোপযোগী অতি বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণকে এই রূপে গর্ত্তখননে আদেশ করিয়া, স্বয়ং পদ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন।

ঐ সময়ে নিশাচর বিরাধ পুরুষপ্রবর রামের প্রোক্তপূর্ব্ব প্রশ্রয়যুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিল, হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান-প্রযুক্ত তোমায় জানিতে পারি নাই। তাত! এক্ষণে অবগত হইলাম, তুমি কৌশল্যার গর্ভশোভা সাধন করিয়াছ। আর, এই পরম ভাগ্যশালিনী জানকী এবং পরম কীর্ত্তিশালী লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগকেও এখন প্রকৃত রূপে

বিদিত হইলাম। আমি পূর্ব্বে তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্ব ছিলাম। বিশ্রবার পুত্র কুবের আমায় শাপ প্রদান করেন। সেই শাপে আমার পাপীয়সী নিশাচর-যোনি সংঘটিত হইয়াছে। শাপদান-সময়ে আমি প্রসাদ ভিক্ষা করিলে, মহাযশা বৈশ্রবণ আমায় বলিলেন, দশরথপুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় বধ করিলে, পুনরায় স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তুমি স্বর্গে গমন করিবে। আমি তাঁহার সেবা করি নাই। এইজন্য, তিনি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া, রাক্ষস হও, বলিয়া, আমায় অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। রম্ভার প্রতি আসক্ত হওয়াতেই, আমায় রাজা বৈশ্রবণ ঐপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তোমার প্রসাদে সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে পরন্তপ! তুমি সুখে থাক। আমি স্বীয় লোকে গমন করিব। তাত! সূর্য্যসমতেজস্বী, প্রতাপশালী, পরম-ধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি শরভঙ্গ এখান হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। রাম! এক্ষণে আমায় গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, কুশলে গমন কর। গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়াই মৃত রাক্ষসগণের সনাতন ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা, তাহাদের অক্ষয় লোক সকল লাভ হইয়া থাকে। শর-পীড়িত মহাবল বিরাধ রামকে এই কথা বলিয়া, শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল।

রাম রাক্ষসের বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এই বনমধ্যে হস্তীর ন্যায়, প্রচণ্ড-স্বভাব ও প্রচণ্ড-মূর্ত্তি রাক্ষসের নিক্ষেপজন্য সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন কর। লক্ষ্মণকে গর্ত্তখননে আদেশ দিয়া, তিনি স্বয়ং পদ দ্বারা বিরাধের কণ্ঠ-দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ করিয়া, প্রকাণ্ডাকৃতি বিরাধের পার্শ্বে বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন, এবং তদ্দর্শনে রাম কণ্ঠদেশ মোচন করিলে, শঙ্কুর ন্যায় কঠিন কর্ণ ও সুগভীর স্বর বিশিষ্ট সেই রাক্ষসকে উৎক্ষেপ

করিয়া, তিনি ঐ গর্ত্তের নিম্নে নিপাতিত করিলেন। বিরাধ অতি ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত ও ক্ষিপ্রকারী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে হর্ষাবিষ্ট হইয়া, দারুণপ্রকৃতি ভীষণস্বভাব রাক্ষসকে সংগ্রামে পরাজয় ও স্ববাহুবীর্য্যে উৎ-ক্ষেপণ করিয়া, ঐরূপ অবস্থায় গর্ত্তমধ্যে নিহিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সকল বিষয়ে সাতিশয় সুনিপুণ এবং উভয়েই সকল লোকের শ্রেষ্ঠ, সুশাণিত শস্ত্রে মহাসুর বিরাধকে সংহার করা সাধ্য নহে, দেখিয়া, সবিশেষবিচারপূর্ব্বক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিলেন। রাম নিজ প্রয়োজনানুরূপে বিরাধকে যেমন হঠাৎ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিলেন; কাননচারী বিরাধও তেমনি, আপনার মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া, নিজেই তাঁহার গোচর করিল, যে, শস্ত্র দ্বারা আমায় বধ করিতে পারিবেন না। রাম এই কথা শুনিয়া তাহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর, নিক্ষেপসময়ে মহাবল বিরাধের ঘোর গভীর চীৎকারে সমুদায় বন ও গর্ত্ত এককালেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে, বিরাধকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই রূপ হর্ষভরে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং সমুদায় ভয় তিরোহিত হইল। তখন তাঁহারা সেই সুবিস্তৃত অরণ্যপ্রান্তরে, আকাশ-বিহারী চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন।

—০—

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম বনমধ্যে মহাবল রাক্ষস বিরাধকে সংহার করিয়া, সীতাকে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পরম তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, এই বন স্বভাবতঃ দুর্গম ও পীড়াজনক। ইতঃপূর্ব্বে কখনও এপ্রকার বন আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, তপোধন শরভঙ্গের আশ্রয়ে গমন করি, চল। এই বলিয়া তিনি শরভঙ্গের আশ্রম উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, তপোবলে শুদ্ধচিত্ত ও দেবতার ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট মহর্ষি শরভঙ্গের সমীপে এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শন করিলেন,—সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় শরীরপ্রভায় সমুদ্ভাসিত ও দেবগণে অনুগত হইয়া, শ্রেষ্ঠতম রথে আরোহণ পূর্ব্বক, ধরাতল স্পর্শ না করিয়াই, শূন্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আভরণ সকল অতিশয় উজ্জ্বল এবং পরিধেয় বস্ত্র নিরতিশয় নির্ম্মল। অন্যান্য অনেক মহাত্মা তদনুরূপ বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার পূজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তদীয় রথ শ্যামবর্ণ তুরঙ্গমগণে সংযোজিত হইয়া, অন্তরিক্ষে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহার ছত্র সাতিশয় নির্ম্মল ও বিচিত্র মাল্যপরম্পরায় অলঙ্কৃত এবং নবোদিত সূর্য্য, শুভ্রবর্ণ মেঘ ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, অতিশয় কান্তি ও দীপ্তিবিশিষ্ট। তাঁহার চামর ও ব্যজন স্বর্ণদণ্ডে মণ্ডিত, বহুমূল্য ও অতিশয় উৎকৃষ্টভাবাপন্ন। দুই জন বরবর্ণিনী রমণী ঐ ছত্র ও চামর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি মৃদু মন্দ আন্দোলিত করিতেছে। বহুসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দেবতা, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট-বচনপরম্পরা-প্রয়োগ-পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। রাম দূর হইতে এই সকল অবলোকন করিলেন।

তৎকালে দেবরাজ, মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার রথের দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগপূর্ব্বক ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আশ্চর্য্য প্রদর্শন করত বলিতে লাগিলেন, ভাই! অবলোকন কর, পরম দীপ্তিময় ও নিরতিশয় শোভানিলয় বিচিত্র রথ ঐ অন্তরিক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। বোধ হয় যেন, আদিত্য-মণ্ডল স্খলিত হইতেছে। পূর্ব্বে, শতক্রতু ইন্দ্রের যে সকল অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, ঐ অন্তরিক্ষ-চর দিব্য অশ্বগণ, নিশ্চয়ই সেই সকল অশ্ব হইবে। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে চতুর্দ্দিকে শত শত খড়্গপাণি ও কুণ্ডলমণ্ডিত যুবা পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁদের সকলেরই হৃদয়দেশ অতিশয় বিশাল, বাহু অর্গলের ন্যায় আয়ত ও পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ; সকলেরই হৃদয়ে প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম হার শোভা পাইতেছে এবং সকলেই পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয় পুরুষের রূপ ধারণ করিতেছেন। এই সকল পুরুষশ্রেষ্ঠকে যেপ্রকার প্রিয়দর্শন দেখা যাইতেছে, সচরাচর দেবগণেরই ঈদৃশ বয়োরূপাদি সম্ভব হইয়া থাকে। অতএব আমি যে পর্য্যন্ত না সুস্পষ্ট জানিয়া আসিতেছি, এই রথস্থ তেজস্বী পুরুষ কে, তাবৎ তুমি এইখানেই জানকীর সহিত অপেক্ষা কর।

এইরূপে ককুৎস্থনন্দন রাল লক্ষ্মণকে তথায় অপেক্ষা করিতে অনুমতি করিয়া, শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শচীপতি ইন্দ্র শরভঙ্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, অনুচর দেবগণকে কহিলেন, ঐ, রাম আমাদের নিকটেই আসিতেছেন। এক্ষণে, আমার সহিত আলাপ না করিতে করিতেই, তোমরা আমাকে লইয়া স্বর্গে গমন কর। ঈদৃশ বনচর অবস্থায়, আমার সহিত সাক্ষাৎ করা ইহাঁর বিধেয় হয় না। ইহাঁকে এখন অন্য লোকের নিতান্ত দুঃসাধ্য গুরুতর কার্য্যবিশেষ সম্পাদন করিতে হইবে। ইনি যখন রাক্ষস জয়

করিয়া, কৃতকার্য্য হইবেন, সেই সময়েই ইহাঁকে দেখা দিব। অনন্তর বজ্রধর ইন্দ্র মহর্ষি শরভঙ্গের আমন্ত্রণ ও সবিশেষ পূজা বিধান পূর্ব্বক অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন।

সহস্রাক্ষ প্রস্থান করিলে, রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত শরভঙ্গের সমীপস্থ হইলেন। তৎকালে ঋষি নিত্য-হোমক্রিয়ায় দীক্ষিত ছিলেন। রাম লক্ষ্মণ সীতা সকলেই তাঁহার চরণবন্দনাপূর্ব্বক তদীয় অনুমতি গ্রহণান্তে উপবেশন করিলেন। এবং মহর্ষি তাঁহাদিগকে বাসস্থান প্রদান ও ভোজনাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর, রঘুনন্দন রাম ইন্দ্রের আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁহার গোচর করিয়া, কহিলেন, কঠোর তপস্যা প্রভাবে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভগবানের উপাসনায় পরাঙ্মুখ হইলে, যাহা লাভ করা দুঃসাধ্য, তাদৃশ ব্রহ্মলোকে আমাকে এই বরদ ইন্দ্র লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু, হে পুরুষপ্রবর! তুমি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছ, যোগবলে জানিতে পারিয়া, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, তথায় গমন করিলাম না। হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মহাত্মা। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্বর্গে বা অন্যত্র গমন করিব, ইহাই আমার অভিলাষ। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতি পরম পবিত্র অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছি। এক্ষণে আমার অধিকৃত তৎসমস্ত লোকই তোমায় প্রদান করিতেছি, প্রতিগ্রহ কর।

মহর্ষি শরভঙ্গ এইপ্রকার কহিলে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুরুষপ্রবর রাম তাঁহাকে বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি নিজেই তৎসমস্ত লোক আহরণ করিব। তবে, এই অরণ্যে আপনি আমাদের থাকিবার উপযুক্ত কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, ইহাই প্রার্থনা করি।

সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম রঘুনন্দন রাম এইপ্রকার কহিলে, পরমপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ পুনরায় কহিলেন, রাম! এই অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে পরম তেজস্বী, ধার্ম্মিক ও নিয়মপরতন্ত্র কোন মহর্ষি বাস করেন। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করিবেন। এই যে কুসুম-কূলশোভিনী তরঙ্গিণী মন্দাকিনী পূর্ব্বাভিমুখ-প্রবাহিনী হইয়াছেন, পশ্চিমাভিমুখে ইহার অনুগমন করিলেই, তুমি মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিতে পারিবে। হে নরোত্তম! তথায় যাইবার ঐ পথ দেখা যাইতেছে। তাত! সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক মোচন করে, সেইরূপ, আমি অধুনা এই জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিব। অতএব তুমি মুহূর্ত্তমাত্র কৃপাকটাক্ষে আমায় নিরীক্ষণ কর। এই বলিয়া পরম তেজস্বী শরভঙ্গ অগ্নিপ্রজ্বালন-পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি দান করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ পাবক ক্ষণমধ্যেই সেই মহাত্মার সমুদায় রোম, কেশ, অস্থি, মাংস, শোণিত ও জীর্ণ ত্বক্ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর-মূর্ত্তি কুমার রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সেই অগ্নিরাশি হইতে উত্থান পূর্ব্বক পরম শোভা বিস্তার করিলেন; তাঁহার পূর্ব্বরূপ তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি আহিতাগ্নি মহাত্মা ঋষিগণের ও দেবগণের লোক সমুদায় অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। তথায় গিয়া পুণ্যকর্ম্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ অনুচর-বেষ্টিত পিতামহকে সন্দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সুখে আসিয়াছ?

ষষ্ঠ সর্গ।

শরভঙ্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, দণ্ডক-বনবাসী মুনিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, পরম প্রদীপ্ত-তেজা রামের শরণাপন্ন হইলেন। ঐ সকল ঋষির মধ্যে কেহ প্রজাপতির মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত ও কেহ তাঁহার লোম হইতে উৎপন্ন; কেহ ভগবানের পাদপ্রক্ষালন হইতে উদ্ভূত; কেহ সূর্য্য চন্দ্রাদির কিরণমাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করেন; কেহ অপক্ক কুট্টিত অন্ন ভক্ষণ করেন; কেহ পত্রমাত্র আহার করেন; কেহ দন্ত দ্বারাই উলূখলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; কেহ কণ্ঠপর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকিয়া তপস্যা করেন; কেহ বিনা আস্তরণেই শয়ন করেন; কেহ একবারেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; কেহ এক পাদেই দিবা রাত্র অবস্থিতি করেন; কেহ জলমাত্র আহার ও কেহ বায়ুমাত্র ভক্ষণ করেন; কেহ অনাবৃত প্রদেশে অবস্থান ও কেহ স্থণ্ডিলে শয়ন করেন; কেহ পর্ব্বতশিখর প্রভৃতি অত্যুচ্চ স্থান সকলে নিত্য বাস করেন; কেহ সর্ব্বদাই আর্দ্র বস্ত্র পরিধান ও কেহ সর্ব্বদাই জপ করেন; কেহ প্রতিনিয়ত বেদপাঠ ও কেহ বা পঞ্চতপা করেন এবং সকলেই ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠানজন্য অসামান্য-তেজঃপ্রভাব-সম্পন্ন ও সর্ব্বদাই একাগ্র হৃদয়ে অবিচলিত যোগচর্য্যায় প্রবৃত্ত। তাঁহারা শরভঙ্গের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলেন।

এই রূপে ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সকলে সংমিলিত হইয়া, ধর্ম্মভৃদ্‌বরিষ্ঠ রামের অভিগমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রথিগণের শ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকুকুলের ও পৃথিবীর মধ্যে প্রধান এবং ইন্দ্র যেমন দেবতাগণের, তুমিও তেমনি সকল লোকের, রক্ষাকর্ত্তা। যশে ও বিক্রমে তিন লোকেই তোমার পরম প্রতিষ্ঠা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অকৃত্রিম পিতৃবাৎসল্য, সত্য বাক্য এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে অবগত আছ ও সর্ব্বান্তঃকরণে তদনুষ্ঠানে

তৎপর হইয়া থাক। তোমার আত্মাও সাতিশয় সমুন্নত। অতএব, নাথ! আমরা তোমার শরণার্থী হইয়া, যাহা বলিব, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, অর্থী ভাবিয়া আমাদিগকে সে বিষয়ে তোমায় ক্ষমা করিতে হইবে। হে লোকপতে! যে রাজা কররূপে প্রজাগণের আয়ের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়াও, তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন না করেন, তাঁহার অতিশয় অধর্ম্ম হইয়া থাকে। আর, যে রাজা সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইয়া, স্বাধিকারবাসী প্রজাদিগকে, স্বকীয় প্রাণের ন্যায়, অথবা প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রীতিভাজন পুত্রের ন্যায়, সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করেন, তিনি বহু-বর্ষব্যাপিনী শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক তথায় সবিশেষ সম্মানিত হয়েন। ঋষিগণ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজা-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, নরপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। সেই এই বহুসংখ্য বানপ্রস্থ ঋষি সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। এবং তুমিই ইহাঁদের রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু রাক্ষসগণ নিতান্ত অনাথের ন্যায়, ইহাঁদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আসিয়া দেখ, ঘোরস্বভাব রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া নিদিধ্যাসন-নিষ্ঠ বহুসংখ্য ঋষির শরীর সমস্ত বন মধ্যে নানাস্থানে পতিত রহিয়াছে। রাক্ষসেরা পম্পা-সরোবর ও তন্নিঃসৃত-নদী-তীরবাসী, মন্দাকিনী-সন্নিহিত-নিবাসী এবং চিত্রকূটবাসী বহুসংখ্যক ঋষির প্রাণসংহার করিতেছে। বন মধ্যে রাক্ষসগণের হস্তে তপস্বিদিগের যে এতাদৃশ দুঃখ সাধিত হইতেছে, আমরা ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না; এইজন্য আমরা শরণ্য তোমার শরণলাভার্থ উপস্থিত হইলাম। রাম! আমাদিগকে রক্ষা কর, রাক্ষসেরা আমাদিগকে বধ করিতেছে। বীর! তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আশ্রয় পৃথিবীতে আর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। হে রাজনন্দন! রাক্ষসগণের হস্ত হইতে আমাদিগের সকলকে রক্ষা কর।

ধর্ম্মাত্মা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র তপোবলযুক্ত ঋষিদিগের উক্ত-প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলকে কহিলেন, আমাকে এতদূর বলা আপনাদিগের উচিত হয় না; আমি তপস্বীদিগের আজ্ঞা-পাত্র। আমি নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন জন্যই বনে প্রবেশ করিয়াছি। রাক্ষসেরা আপনাদিগকে যে দুঃখ দান করিতেছে; এই দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশেই আমি পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, এই মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি। আপনাদিগের কার্য্যসাধন করিবার জন্যই আমি ঘটনাক্রমে আগমন করিয়াছি; আমার এই বনবাসের অতি মহৎ ফল উৎপন্ন হইবে। আমি বনে তপস্বিদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে অভিপ্রায় করি-য়াছি; তপোবল ঋষিগণ আমার ও আমার ভ্রাতার বীর্য্য প্রত্যক্ষ করুন।

ধর্ম্মনিষ্ঠ বীর রামচন্দ্র তপোধনদিগকে উক্তরূপ বর দান করত তাঁহাদিগের পূজা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

—০—

সপ্তম সর্গ।

শত্রু-তাপন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সীতা এবং দ্বিজগণ সমভি-ব্যাহারে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিলেন। বহুদূর গমন করত বিবিধ-সলিলশালিনী বিবিধ নদী পার হইয়া, মহামেরুর ন্যায় সমুন্নত এক বিমল শৈল দর্শন করিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রধান দুই রঘুনন্দন সীতা-সমভিব্যাহারে বিবিধ পাদপে সমাকীর্ণ ঐ পর্ব্বতস্থ কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু-পুষ্প ও ফলশালি-বৃক্ষ-ভূষিত ঘোর বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চীর-মালা-বিভূষিত সুতীক্ষ্ণ সর্ব্বপাপশান্তির নিমিত্ত হৃদয়ে ঐশ্বর যোগ ধারণা করিয়া আশ্রম-মধ্যে এক নিভৃতস্থানে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, ভগ-

বন্! আমার নাম রাম, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে অক্ষত-তপঃ-প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষে! আমার সহিত বাক্যালাপ করুন।

তখন গম্ভীরস্বভাব সেই ঋষি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাম! এস, এস। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! হে ধার্ম্মিকবর! তুমি পদার্পণ করাতে আজ এই আশ্রম সফল হইল! হে মহাযশ! হে বীর! আমি তোমার অপেক্ষাতেই এতদিন পৃথিবীতে দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই। আমি শুনিয়াছি, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়াছ। হে কাকুৎস্থ! শতক্রতু দেবরাজ এবং সুরেশ্বর মহাদেব এই আশ্রমে আগমন করিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত লোক উপার্জ্জন করিয়াছি। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দান করিতেছি, তুমি আমার তপস্যা দ্বারা লব্ধ সেই সকল দেবর্ষিসেবিত লোকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আনন্দে কালযাপন কর।

পুরন্দর যেমন ব্রহ্মাকে, মনস্বী রামচন্দ্র তেমনি কঠোর তপ-তেজে প্রদীপ্ত সত্যবাদী মহর্ষিকে কহিলেন, হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল উপার্জ্জন করিব; এক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, আপনি এই কানন মধ্যে দাসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ বলিয়াছেন, আপনি সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞ; এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে রত।

লোকবিখ্যাত মহর্ষি রামের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, রাম! এই আশ্রমই সর্ব্বাংশে বাসের উপযুক্ত; ইহাতে অনেকানেক ঋষিগণ বাস করিয়া থাকেন; ফল এবং মূলও এই আশ্রমে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে অতি বৃহৎ বৃহৎ বিবিধপ্রকার পশু পালে পালে এই আশ্রমে আগমন করিয়া থাকে, কিন্তু কাহাকেও প্রাণে

সংহার করে না; স্ব স্ব দেহ-বৈচিত্র্যাদি দ্বারা প্রলোভিত করিয়া প্রস্থান করে। অতএব জানিও, এক পশুগণ হইতেই যাহা কিছু ভয়, তদ্ভিন্ন এস্থানে অন্য কোন ভয়ই নাই।

লক্ষ্মণাগ্রজ বীর রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করত সশর ধনুর্দ্ধারণ করিয়া কহিলেন, হে সুমহাভাগ! আমি সেই সমস্ত সমাগত পশুদিগকে আনতপর্ব্ব শাণিতধার শর দ্বারা সংহার করিব। কিন্তু তাহাতে আপনার মনে পীড়া দেওয়া হইবে, অতএব আমার ইচ্ছা নহে যে, বহুদিন এই আশ্রমে বাস করি।

রাম সেই ঋষিকে উক্তরূপ যাথার্থ্য নিবেদন করিয়া, সন্ধ্যা করিবার জন্য গমন করিলেন এবং সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণের ঐ মনোরম আশ্রমে বাস করিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া, রজনী আগত হইল, দেখিয়া মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ স্বয়ং তাপস জনোচিত বিশুদ্ধ অন্ন সুপাক করিয়া, দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

রাম সুতীক্ষ্ণের আতিথ্যগ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে ঐ আশ্রমে যামিনী যাপন করিয়া, প্রাতঃকালে জাগরিত হইলেন। এবং গাত্রোত্থান করিয়া যথাকালে সীতা সমভিব্যাহারে উৎপল-গন্ধি সুশীতল বারি দ্বারা স্নান করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণ ও বৈদেহী তপস্বিজনাশ্রিত বনমধ্যে অগ্নি ও দেবতাদিগের কালোচিত বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া, উদয়-প্রবৃত্ত-দিনকর-দর্শনে বিগত পাপ হইয়া, সুতীক্ষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! পূজনীয় আপনার নিকট আতিথ্য লাভ করিয়া, আমরা সুখে যামিনী যাপন করিয়াছি, এক্ষণে বিদায়

প্রার্থনা করি, আমরা প্রস্থান করিব; মুনিগণ আমাদিগকে সত্বর হইতে কহিতেছেন। দণ্ডকারণ্যবাসী পুণ্যশীল ঋষিদিগের সমস্ত আশ্রমমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছি। ইচ্ছা করি, আপনি অনুমতি করুন, আমরা এই সকল নির্ধূম-পাবক-কল্প সত্যনিষ্ঠ তপোদান্ত মুনিশ্রেষ্ঠদিগের সহিত গমন করি। নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তি অন্যায়পথে আগতা লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া যেমন অসহ্য হইয়া উঠে, সূর্য্যের উত্তাপ তেমনি অসহ্য না হইতে হইতেই আমরা গমন করিতে ইচ্ছা করি।

রাম এই কথা কহিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে মুনির চরণ বন্দনা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ চরণস্পর্শকারী তাঁহাদিগের দুই জনকে উত্থাপন করিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, রাম! সৌমিত্রি এবং ছায়ার ন্যায় অনুগতা এই সীতার সহিত নিরুপদ্রবে পথে গমন কর। বীর! যোগনিবিষ্টচেতা দণ্ডকারণ্যবাসী এই সকল ঋষির আশ্রম দর্শন কর। যথায় বিবিধ ফলমূল অতি সুলভ, ও যথায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মৃগযূথ ও পক্ষি সকল শান্তভাবে বিচরণ করিতেছে এতাদৃশ বিবিধ বন, প্রফুল্ল-পঙ্কজ শোভিত প্রসন্ন সলিল, তটে কারণ্ডবকুল সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এতাদৃশ সরোবর, দৃষ্টিমনোহর গিরিপ্রস্রবণ এবং ময়ূরনাদিত অরণ্যানী সকল দেখিতে পাইবে। বৎস সৌমিত্রে! গমন কর, রাম! তুমিও গমন কর; দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার এইস্থানে প্রত্যাগমন করিবে।

কাকুৎস্থ যে আজ্ঞা বলিয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা দুই ভ্রাতাকে শুভতর দুই তূণ ও ধনু এবং দুই নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ দুইজনে দুই শুভ তূণীর ও দুই সশব্দ শরাসন বন্ধন করিয়া যাইবার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন

রূপবান্ দুই রঘুনন্দন মহর্ষির অনুজ্ঞা পাইয়া, ধনু শর ধারণ পূর্ব্বক সীতা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

—•—

নবম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলে, সীতা স্নেহপূর্ণ মনোজ্ঞ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যদিও অতিশয় মহাত্মা, কিন্তু পরম সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিয়া দেখিলে, আপনার অধর্ম্ম সঞ্চিত হইতেছে। এক্ষণে, কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইলেই, ঐ অধর্ম্মে পরিহার পাইতে পারেন। কামজ ব্যসন তিনপ্রকার, মিথ্যাবাক্য, পরদারাভিগমন এবং শত্রুতা ব্যতিরেকে রৌদ্রভাবাবলম্বন। শেষোক্ত দুইটী, প্রথমোক্ত অপেক্ষাও গুরুতর। হে রঘুনন্দন! আপনি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই এবং করিবেনও না। পরস্ত্রী অভিলাষ করিলে ধর্ম্ম নাশ হয়। হে মনুজেন্দ্র! আমি জানি, তুমি কোন কারণ বশতঃ মনোমধ্যেও কখন পরদার অভিলাষ কর নাই। এখনও তোমার মনে সে অভিলাষ নাই; অতএব পরেও কখন হইবে না। হে রাজনন্দন! তুমি নিয়ত স্বদার-নিরত, ধর্ম্মিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতেছ। ধর্ম্ম এবং সর্ব্ব সত্য তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। হে মহাবাহো! যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই ঐ সমস্ত পালন করিতে পারেন। হে শুভদর্শন! প্রাণিগণের মধ্যে তোমার জিতেন্দ্রিয়তা প্রসিদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ বিনাপরাধে প্রাণিহিংসারূপ সে তৃতীয় ব্যসন, এক্ষণে তোমার সেই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিবে। এইজন্যই তুমি ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দণ্ডক নামে বিখ্যাত বনে যাত্রা করিয়াছ। অতএব তোমাকে প্রস্থান করিতে দর্শন

করিয়া, তোমার পারলৌকিক ও ঐহিক সুখ বিষয়ে আমার মন চিন্তায় আকুল হইতেছে। বীর! দণ্ডকারণ্য গমনে আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ধনুঃশর হস্তে ভ্রাতার সমভিব্যাহারে বনে গমন করিবে; অতএব রাক্ষসদিগকে দেখিতে পাইলে কোন না কোন স্থলে অবশ্যই শরত্যাগ করিবে। নিকটস্থিত ইন্ধন যেমন অগ্নির তেজ সাতিশয় বৃদ্ধি করে, তেমনি ক্ষত্রিয়দিগের এই ধনু যাহার নিকটে থাকে, তাহার তেজ ও বল নিরতিশয় বর্দ্ধিত করে। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে কোন মৃগপক্ষিসেবিত পুণ্য বন মধ্যে এক জন সত্যশীল পবিত্রাচারী তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ঐ তপস্বীর তপোবিঘ্ন করিবার জন্য যোদ্ধার বেশে খড়্গহস্তে আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবং ঐ পবিত্র আশ্রমে ঐ তপোনিষ্ঠ মুনির নিকট ন্যাসস্বরূপে ঐ খড়্গ রক্ষা করিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি ঐ অস্ত্র, নিক্ষেপ স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া, উহার রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন, এবং বিশ্বাসঘাতক না হইতে হয়, এইজন্য ঐ অস্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া বন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যস্ত বস্তু রক্ষায় বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছিলেন, অতএব ফল মূল আহরণের জন্য যে কোন স্থানে যাইতেন, ঐ খড়্গ না লইয়া যাইতেন না। নিয়ত খড়্গ বহন করাতে ক্রমে ক্রমে মুনির তপোনিষ্ঠা দূর হইয়া স্বভাব উগ্র হইয়া উঠিল। তদনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মে রত ও প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ধর্ম্মও সুতরাং ক্ষয় হইয়া আসিল। এইরূপে ঐ শস্ত্রের সহবাস হেতু মুনি নরকে গমন করিলেন।

শস্ত্র-সাহচর্য্য হেতু পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটিয়াছিল। অগ্নিসংযোগ যেমন কাষ্ঠকে বিকৃত করে, শস্ত্রসংযোগ তেমনি শস্ত্রধারীকে প্রমত্ত করিয়া তুলে। আমি তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি, এইজন্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম; এবং আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে, এইজন্য তোমাকে শিক্ষাও দিতেছি,

যে তুমি ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বিনাপরাধে দণ্ডকবাসী রাক্ষসদিগকে সংহার করিবে মনেও কখন এরূপ কল্পনা করিও না। হে বীর! অপরাধ বিনা কাহাকেও বধ করা আপনার উচিত হয় না। বনবাসী তপস্বিগণ বিপদে পতিত হইলে তাহাদিগকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয় বীরদিগের ধনুর্দ্ধারণের প্রয়োজন। বনবাসীর কি শস্ত্রধারণ উচিত হয় তপস্বীর কি ক্ষত্রিয় স্বভাব শোভা পায়? সুতরাং আমাদিগের পক্ষে এই উভয় প্রকার ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; অতএব এক্ষণে যেস্থানে রহিয়াছেন, সেইস্থানের ধর্ম্মই প্রতিপালন করুন। শস্ত্র ব্যবহার করিলে বুদ্ধি কদর্য্য ও কলুষিত হইয়া উঠে। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার ক্ষত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন করিও। যদি তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মনিরত ঋষি হইতে, তাহা হইলে, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর উভয়েরই অক্ষয় প্রীতি জন্মিত। ধর্ম্ম হইতে অর্থ লাভ হয়; ধর্ম্ম হইতে সুখোৎপত্তি হয়, ধর্ম্ম হইতে সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সংসারে ধর্ম্মই একমাত্র সার বস্তু। তত্তৎ নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্টরূপ নিয়মানুসারে সবিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আত্মাকে কর্ষিত করিলে, সুখের মূল সাধন স্বরূপ ধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে; ভোগবিলাসাদি সুখোপায়ে কখন ধর্ম্ম লাভ সম্ভব নহে। অয়ি প্রিয়দর্শন! তুমি সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত হইয়া, তপোবন আশ্রয় করত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। ত্রিভুবনের সমস্ত বিষয়ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তোমার বিদিত আছে। অতএব কোন্ ব্যক্তি তোমায় ধর্ম্মবিষয়ে অনুশাসন করিতে পারে? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতা বশতই এইপ্রকার কহিলাম। এক্ষণে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া, যাহা অভিরুচি হয়, বিলম্ব না করিয়া, তাহার অনুষ্ঠান কর।

পতির প্রতি সাতিশয় ভক্তিমতী মৈথিলী এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে দেবি জানকি! তুমি আমার প্রতি সাতিশয়-স্নেহ-সম্পন্ন। ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যাহা বলিলে, তাহা সর্ব্বাংশেই অনুরূপ ও হিতজনক। কিন্তু দেবি! কেহ আর্ত্তনাদ না করে, এইজন্যই ক্ষত্রিয়গণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া থাকেন; এইপ্রকার উল্লেখ করিয়া তুমি নিজেই আপনার কথার উত্তর করিয়াছ। অতএব আমি আর কি উত্তর করিব? ফলতঃ, দণ্ডকারণ্যবাসী দৃঢ়ব্রত ঋষিগণ আর্ত্ত হইয়া, স্বয়ং আগমন করিয়া, শরণাগতপ্রতিপালক জ্ঞানে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অয়ি ভীরু! তাঁহারা নিত্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, অরণ্য মধ্যে বাস করেন; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের উৎপাতে সুখী হইতে পারিতেছেন না। ভীমস্বভাব রাক্ষসগণ মনুষ্য-মাংসে জীবন ধারণ করে। তাহারা ঐ সকল ঋষিকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য, তাঁহারা আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করায়, আমি সেই দ্বিজসত্তমগণের মুখবিনিঃসৃত উল্লিখিত প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার যার পর নাই লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু, আপনারাই স্বভাবতঃ আমাদের উপাস্য। কিন্তু এক্ষণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনন্তর আমি তাঁহাদের সমক্ষে কহিলাম, আমায় কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন সকলেই একত্র মিলিত হইয়া কহিলেন, রাম! দণ্ডকারণ্যে বহুসংখ্য কামরূপ নিশাচর সমবেত হইয়া, অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে; তুমি তাহাদের হস্তে আমাদিগকে

রক্ষা কর। হে অনঘ! হোমসময় এবং পর্ব্বসময় উপস্থিত হইলে, সেই মাংসাশী রাক্ষসগণ আমাদিগকে অভিভূত করে। তাহাদিগকে পরাভব করা দুঃসাধ্য। তপোনিরত ঋষিগণ এই রূপে রাক্ষসহস্তে অভিভূত হইয়া, পরিত্রাণলাভবাসনায় তোমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তুমিই আমাদের পরম গতি। আমাদের যে তপোবল আছে, তদ্দ্বারা আমরা স্বয়ং রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারি। কিন্তু বহু যত্নে অর্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করিতে আমাদের অভিলাষ নাই। হে রঘুনন্দন! তপস্যা যেমন অনেক কষ্টে সঞ্চিত হয়, সেইরূপ, সঞ্চয়সময়ে অনেক বিঘ্নও ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য, রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিলেও, তাহাদিগকে শাপ দান করি না। এক্ষণে তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমাদিগকে দণ্ডকবনবাসী নিশাচরগণের উৎপীড়ন হইতে মোচন কর। কেননা, তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।

অয়ি জানকি! আমি দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বিগণের এই কথা শুনিয়া, সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। প্রাণ থাকিতে, এই অঙ্গীকার পালনে কোন মতেই পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না। বিশেষতঃ, ঋষিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবং সর্ব্বদা সত্যই আমার পরম অভীষ্ট বিষয়। হে সীতে! তোমাকে, লক্ষ্মণকে এবং নিজের প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে পারি; প্রতিজ্ঞা করিয়া, বিশেষে, ব্রাহ্মণের সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহা কখন ত্যাগ করিতে পারি না। ফলতঃ, ঋষিগণ না বলিলেও, যখন সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া, কিরূপে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? যাহা হউক, সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দবশতঃ যাহা বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। যাহার প্রতি যাহার প্রীতি নাই, সে কখন তাহাকে উপদেশ করে না। বিশেষতঃ, তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এবং তজ্জন্য, আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রণয়পাত্রী।

অয়ি শোভনে! আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে এবং যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ, তোমার কথা সকল, সেই স্নেহের ও সেই বংশেরই সমুচিত।

পরমধর্ম্মী মহানুভাব রাম জনকদুহিতা দয়িতা সীতাকে এই-প্রকার বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত পরম মনোহর তপোবন সকলে প্রস্থান করিলেন।

—•—

একাদশ সর্গ।

রাম অগ্রে, সুশোভনা সীতা মধ্যভাগে এবং লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সীতার সহিত গমনসময়ে বিবিধ শৈলপ্রস্থ, অরণ্য, রমণীয় নদী, নদী তীর-বিহারী সারস ও চক্রবাক, জলচর-বিহঙ্গমপূর্ণ পদ্ম-সমলঙ্কৃত সরোবর, যূথবদ্ধ চিত্রমৃগ, সুবিশাল-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মদোন্মত্ত মহিষ, বরাহ ও দ্রুম-বৈরী হস্তী সকল সন্দর্শন করিলেন। এই রূপে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক, সায়াহ্ন সময়ে যোজন-বিস্তৃত এক তড়াগ দেখিতে পাইলেন। ঐ তড়াগ হস্তিযূথে অলঙ্কৃত, রাশি রাশি রক্তোৎপল ও শ্বেতোৎপলে পরিপূর্ণ, জলজাত সারস ও কাদম্বসমূহে পরিব্যাপ্ত, এবং উহার জল অতিশয় স্বচ্ছ। তাঁহারা ঐ রমণীয় সরোবরে গীত ও বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কৌতূহল-বশংবদ হইয়া, ধর্ম্মভৃৎ-নামধেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! ঈদৃশ অত্যাশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়া, আমাদের সকলেরই সাতিশয় কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করুন।

রাম এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা ঋষি তৎক্ষণাৎ ঐ সরোবরের প্রভাব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কহিলেন, রাম!

তড়াগের নাম পঞ্চাপ্সর। কোন কালেই কোন রূপে ইহার ক্ষয় নাই। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণি তপোবলে ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি দশ সহস্র বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, জলাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্নি-প্রভৃতি দেবগণ তদীয় তপস্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, এই ঋষি আমাদেরই মধ্যে কাহারও পদপ্রার্থনায় তপস্যা করিতেছেন। এইপ্রকার অবধারণ পূর্ব্বক দেবগণের অন্তঃকরণ একান্ত উৎকলিকাকুল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া, তদীয় তপোবিঘ্নের অভিলাষে, চঞ্চল-চপলা-রূপিণী পাঁচ জন প্রধান অপ্সরাকে নিযোজিত করিলেন। অপ্সরাগণও দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের সবিশেষ মর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি মাণ্ডকর্ণিকে মদনমদে অভিভূত করিল। ঋষি তাহাদের পাঁচ জনকেই পত্নীরূপে পরিগ্রহ পূর্ব্বক, তাহাদের জন্য এই সরোবরে অন্তর্হিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পাঁচ জন অপ্সরা যথাসুখে ঐ গৃহে বাস করিয়া, ঋষির চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। ঋষিও তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য তপোবলে যুবা ভাব আশ্রয় করিলেন। মুনির সহিত ক্রীড়াপরায়ণ সেই অপ্সরা-গণেরই এই সুমধুর বাদ্যশব্দ এবং বলয়াদি-ভূষণধ্বনি-মিশ্রিত এই মনোহর সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইতেছে। পরমযশস্বী রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষির এই কথা প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং বলিলেন, ইহা অতিশয় বিস্ময়াবহ।

এইপ্রকার বলিতে বলিতে, চতুর্দ্দিকে কুশ ও বল্কলে পরি-ব্যাপ্ত এবং ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস-জনিত দিব্য শ্রীতে সমাচ্ছন্ন আশ্রমমণ্ডল তাঁহার দর্শনগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত সেই শ্রীমান্ আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ পূর্ব্বক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, পরম সুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদায় ঋষিরই আশ্রমে পদার্পণ

করিলেন। সেই মহাস্ত্রবিৎ রাম পূর্ব্বে যাঁহাদের আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহাদেরও আশ্রমে পুনরায় গমন করিলেন। তিনি কোন আশ্রমে পূর্ণ দশ মাস, কোথাও সম্পূর্ণ এক বৎসর, কোথাও চারি মাস, কোথাও পাঁচ মাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও এক বৎসরের অধিক, কোথাও মাসার্দ্ধের অধিক; কোথাও তিন মাস এবং কোথাও বা আট মাস অবস্থিতি করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার সুখে অতিবাহন হইল। তত্তৎ আশ্রম-বাসকালে সাহায্য দান দ্বারা তত্রত্য ঋষিগণের চিত্ত-বিনোদন করত তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

এইরূপে ধর্ম্মজ্ঞ রাম সীতার সহিত সমুদায়-পুণ্যাশ্রম-পর্য্যটন-পূর্ব্বক পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমপদে পদার্পণ করিলেন! তথায় সমাগত হইলে, ঋষিগণ বিশেষরূপে তাঁহার পূজা করি-লেন। তিনিও কিঞ্চিৎকাল তথায় বাস করিলেন। অনন্তর ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে করিতে, কোন সময়ে মহর্ষি সুতী-ক্ষ্ণের সমীপস্থ হইয়া, বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি লোকের মুখে নিত্যই শুনিতে পাই, মুনিসত্তম অগস্ত্য এই অরণ্যেই অবস্থিতি করেন। তাহারা কথোপকথন সময়ে এই-প্রকার বলিয়া থাকে। কিন্তু এই অরণ্য অতিশয় বৃহৎ বলিয়া, তাঁহার আশ্রম আমার জানা নাই। অতএব, ধীমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমপদ কোথায়, বলিয়া দিন। আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া, তদীয় অনুগ্রহ লাভ ও অভিবাদনার্থ গমন করিব। এবং তথায় গিয়া, স্বয়ং মুনিবরের শুশ্রূষা করিব; এইপ্রকার মহান্ মনোরথ মদীয় হৃদয়ে পদ গ্রহণ করিয়াছে।

মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ পরমধার্ম্মিক দশরথাত্মজ রামের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রঘুনন্দন! এক্ষণে তুমি সীতার সহিত ভগবান্ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হও, এই কথা আমিও তোমায় ও লক্ষ্মণকে বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। ভাগ্য-

বশতঃ তুমি নিজমুখেই এই কথা ব্যক্ত করিলে। রাম! মহর্ষি অগস্ত্য যেখানে অবস্থিতি করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাত! এই আশ্রম হইতে দক্ষিণ মুখে যোজন-চতুষ্টয় গমন কর; অগস্ত্য ভ্রাতা ইধ্মবাহের পরমসৌন্দর্য্যসম্পন্ন মহান্ আশ্রম দেখিতে পাইবে। যাহার অধিকাংশই স্থল এবং যেখানে পিপ্পলী বৃক্ষের বন শোভা পাইতেছে ও নানাজাতীয় বিহঙ্গম শব্দ করিতেছে, তাদৃশ পরম মনোহর ও পুষ্প-ফল-ভূয়িষ্ঠ বন-বিভাগে ঐ আশ্রমপদ প্রতিষ্ঠিত। তথায় স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন বিবিধ পুষ্করিণী হংস ও কারণ্ডবগণে পরিপূর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে বিরাজমান রহিয়াছে। রাম! সেই আশ্রমে তুমি এক রাত্রি বাস করিয়া, প্রভাতে দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করত বনখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া গমন করিবে। এক-যোজন পথ গমন করিলেই, পাদপরাজি-বিরাজিত রমণীয় বনবিভাগে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ দেখিতে পাইবে। ঐ বনোদ্দেশ বহু বৃক্ষে অলঙ্কৃত এবং অতিশয় মনোহর। সীতা ও লক্ষ্মণ তোমার সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন। অয়ি মহামতে! মহর্ষি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে যদি বুদ্ধি করিয়া থাক, তাহা হইলে, অদ্যই গমনে কৃতসংকল্প হও।

রাম ঋষির এই কথা শুনিয়া, তাঁহার অভিবাদন পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অগস্ত্যের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে যাইবার সময় বহুসংখ্য বিচিত্র বন, মেঘসন্নিভ ভূধর, এবং সরিৎ ও সরোবর সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই রূপে তিনি সুতীক্ষ্ণের উপদিষ্ট পথে যথাসুখে গমন করিয়া, পরে পরম পুলকিত হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, নিশ্চয়ই পুণ্য-কর্ম্মা মহাত্মা অগস্ত্য ঋষির ভ্রাতার ঐ আশ্রমপদ দেখা যাই-তেছে। কেননা, যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই রূপেই পথিমধ্যে এই অরণ্যের ফলপুষ্পভারে অবনত সহস্র সহস্র পাদপ আমার জ্ঞান-বিষয়ীভূত হইতেছে। ঐ দেখ, পক্ব পিপ্পলী সকলের

কটুরস-সম্পৃক্ত গন্ধ এই বন হইতে বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, ঘ্রাণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। কাষ্ঠ সকল স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এবং বৈদূর্য্যমণি-বর্ণ দর্ভ সকলও ছিন্ন রহিয়াছে, লক্ষিত হইতেছে। আশ্রমস্থ পাবকের ঐ সেই ধূমশিখা, নীলাম্বুদ চুম্বিত শিখরের ন্যায়, বনমধ্যে দেখা যাইতেছে। এবং ঐ দ্বিজাতিগণ সুনির্ম্মল তীর্থসলিলে স্নান করিয়া, স্বয়ং অর্জ্জিত কুসুমসমূহে দেবপূজার্থ পুষ্পের উপহার বিধান করিতেছেন। হে সৌম্য! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে, এই সকল দর্শন করিয়া, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাই, অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রম। মহর্ষি অগস্ত্য লোক সকলের হিতকামনা-বশংবদ হইয়া, বলপূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যু সম দৈত্যকে নিগৃহীত করিয়া, এই দক্ষিণ দিক্ বাসযোগ্য করিয়াছেন।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, পূর্ব্বে কোন সময়ে মহাসুর বাতাপি ও ইল্বল দুই ভ্রাতা ব্রাহ্মণ হত্যা করত, একত্রে এই অরণ্যে বাস করিয়া ছিল। উহাদের মধ্যে নির্ঘৃণ ইল্বল শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত এবং তাঁহারা উপস্থিত হইলে, স্বীয় ভ্রাতা মেষরূপী বাতাপিকে শ্রাদ্ধবিহিত অনুষ্ঠানানুসারে উত্তমরূপে পাক করিয়া, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত। অনন্তর, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিলে, ইল্বল তার স্বরে, বাতাপি! নির্গত হও, এই কথা বলিত। বাতাপি ভ্রাতার কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া, মেষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে বহির্গত হইত। তাহারা ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত এবং সর্ব্বদা মাংস আহার করিত। এই রূপে প্রতিদিন পরস্পর মিলিত হইয়া, সহস্র সহস্র প্রাণিহত্যা করিয়াছিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া, শ্রাদ্ধব্যাপার অনুভব করত, মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

তিনি ভক্ষণ করিলে, ইল্বল, শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল, এইপ্রকার কহিয়া, তাঁহাকে হস্তপ্রক্ষালনার্থ জলদান পূর্ব্বক, বহির্গত হও, বলিয়া, ভ্রাতাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিসত্তম ধীমান্ অগস্ত্য হাস্য করিয়া, ব্রাহ্মণহত্যাকারী ইল্বলকে কহিলেন, আমি তোমার মেষরূপী ভ্রাতা বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি; সে যম-ভবনে গমন করিয়াছে; তাহার আর বাহির হইবার শক্তি কোথায়?

নিশাচর ইল্বল ভ্রাতৃবধ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্যকে বিশেষরূপে পরাভব করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর সে আক্রমণ করিবামাত্র, পরম তেজস্বী মহর্ষির প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম দৃষ্টিপাতে এক বারেই দগ্ধ হইয়া, প্রাণত্যাগ করিল। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা-বশংবদ হইয়া, এইপ্রকার দুষ্কর অনুষ্ঠান করেন, সেই অগস্ত্যের ভ্রাতৃদেবেরই এই তড়াগ-বন-সমলঙ্কৃত আশ্রম।

রাম লক্ষ্মণের সহিত এইপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে, ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন ও সন্ধ্যা আগমন করিল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধানে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রমে প্রবেশ ও তাঁহার অভিবাদন করিলেন। এবং ঋষি কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে সভাজিত হইয়া, ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর রজনীর অবসানে সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, রাম বিদায় প্রার্থনাপূর্ব্বক ঋষিকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনার অভিবাদন করি, আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; ভবদীয় অগ্রজ গুরুদেব অগস্ত্যের দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে। এই বলিয়া ঋষির অনুজ্ঞা লইয়া, তদীয় আশ্রম-কানন সন্দর্শন করত, যথোদ্দিষ্ট পথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় কান্তারমধ্যে শত শত নীবার, পনস, সাল, বঞ্জুল, তিনিশ, চিরিবিল্ব, মধূক, বিল্ব ও তিন্দুক ইত্যাদি

পাদপ-পরম্পরা তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সকল বৃক্ষে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; নানাজাতীয় বিহঙ্গম মত্ত হইয়া প্রতিধ্বনি করিতেছে; কুসুমিত-শিখর লতা ও বানরগণের সান্নিধ্যবশতঃ অতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং হস্তিগণের শুণ্ডাদণ্ডের আঘাতে তাহাদের শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

তদ্দর্শনে রাজীবলোচন রাম আপনার পশ্চাদ্‌গামী সমীপস্থ লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই পাদপপুঞ্জের পত্র সকল যেরূপ স্নিগ্ধবর্ণ এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল যেপ্রকার শান্তস্বভাব-সম্পন্ন, তাহাতে, পরমপবিত্রচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমপদ অধিকদূরবর্ত্তী নহে, বোধ হইতেছে। যিনি স্বকীয় কর্ম্মবলে সংসারে অগস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই মহর্ষির ঐ আশ্রম লক্ষিত হইতেছে। এই আশ্রমে প্রবেশ করিলে, নিতান্ত শ্রান্ত জনেরও সমুদায় শ্রম দূর হইয়া থাকে। তত্রত্য বনস্থলী প্রচুর ধূমভারে আচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিক্ বল্কলমালায় অলঙ্কৃত, এবং মৃগগণ অতি শান্তভাবে তথায় বিচরণ ও বিবিধজাতীয় বিহঙ্গম কলরব করিতেছে। যিনি ভুবন-হিত-কামনা-বশংবদ হইয়া, যমস্বরূপ দৈত্যকে বলপূর্ব্বক সংহার করিয়া, দক্ষিণ দিক্ বাসের উপযুক্ত করিয়াছেন, এবং যাঁহার প্রভাবে রাক্ষসগণ এই দক্ষিণ দিক্ দর্শনমাত্র করে, ভয়ে বাস করিতে পারে না সেই অগস্ত্যের এই আশ্রমপদ বিরাজমান হইতেছে। পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য যে অবধি এই দিক্ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই অবধি রাক্ষসগণ প্রাণিগণে শত্রুতা ত্যাগ ও নিতান্ত শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। ভগবান্ অগস্ত্যের নামেই এই দক্ষিণ দিক্ অগস্ত্য-দিক্ বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার সান্নিধ্য-যোগবশতঃ লোকমাত্রেরই পরম অনুকূল হইয়াছে; ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ সহজে ইহাকে পরাভব করিতে পারে না। অচল-রাজ বিন্ধ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, সূর্য্যের পথরোধে প্রবৃত্ত

হইয়াছিল; পরে অগস্ত্যের আদেশবশবর্ত্তী হইয়া, নিবৃত্ত হইয়াছে। সর্ব্বলোক-বিখ্যাতকীর্ত্তি দীর্ঘজীবী সেই অগস্ত্যের এই শ্রীমান্ আশ্রম। ইহাতে মৃগ সকল সর্ব্বদা শান্তভাবে বিচরণ করে। এই অগস্ত্য সর্ব্বলোকের পুজিত, সাধু ও সাধুগণের হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই তৎপর। তদীয় আশ্রমে গমন পুর্ব্বক শরণাপন্ন হইলে, আমাদের তিনি মঙ্গলবিধান করিবেন। হে পরম প্রিয়দর্শন! হে সর্ব্বকার্য্য-সুদক্ষ! আমি এই আশ্রমে থাকিয়া, মহর্ষি অগস্ত্যের শুশ্রূষায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় যাপন করিব। এই আশ্রমে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ আহারসংযমসহকারে সতত অগস্ত্যদেবের বিশিষ্টরূপ উপাসনা করেণ। ভগবান্ অগস্ত্য কাহারই দুরাচারিত্ব সহিতে পারেন না। সুতরাং, এখানে মিথ্যাবাদী, শঠ, ক্রূরস্বভাব, নির্দ্দয় অথবা পাপাচার লোক কোন মতেই জীবিত থাকিতে পারে না। দেবগণ, যক্ষগণ, নাগগণ ও পতগগণ আহারসংযমপুর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয়কামনায় সর্ব্বদা এই আশ্রমপদে অবস্থিতি করেন। মহানুভাব পরমর্ষিগণ এই আশ্রমে সিদ্ধিলাভপুর্ব্বক কলেবর বিসর্জ্জন করিয়া, সুর্য্যসমদ্যুতি বিমানপরম্পরায় আরোহণানন্তর স্বর্গে গমন করিয়াছেন। পবিত্রকর্ম্মা প্রাণিগণ এইস্থানে দেবগণের আরাধনা করিয়া, তাঁহাদের প্রসাদে দেবত্ব, যক্ষত্ব এবং বিবিধ রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে লক্ষ্মণ! আমরা এখন ঐ আশ্রমে আগমন করিয়াছি। তুমি অগ্রে প্রবেশ কর এবং সীতার সহিত মদীয় আগমনবৃত্তান্ত ঋষির গোচর কর।

দ্বাদশ সর্গ।

রামানুজ লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, অগস্ত্যের শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, দশরথ নামে রাজা; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাবল রাম মহর্ষির চরণদর্শনার্থ ভার্য্যার সহিত আগমন করিয়াছেন। আর, আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি তাঁহার হিতানুষ্ঠান-তৎপর ও পরম অনুরাগবান্ অনুকূলবর্ত্তী অনুজ ভ্রাতা। বোধ হয়, আমার কথা আপনার শ্রুতিপথে উপস্থিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, আমরা পিতার আজ্ঞায় অতীব ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ভগবান্ অগস্ত্যকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি; আপনি এ বিষয় তাঁহার গোচর করুন।

ঋষি লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিয়া, এবিষয় নিবেদন করিবার জন্য অগ্নি-গৃহে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবেশ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, তৎক্ষণমাত্রে তপোবলে দুষ্প্রধৃষ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের নিকট রামের আগমনসংবাদ নিবেদন করিলেন। অগস্ত্য তাঁহাকে অতিশয় বহুমান করেন। লক্ষ্মণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কহিতে লাগিলেন, দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ সীতার সহিত আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়াছেন। অরিন্দম রাম লক্ষ্মণ আপনার দর্শন ও শুশ্রূষা জন্য আগমন করিয়াছেন। এক্ষণে এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

শিষ্যের প্রমুখাৎ রাম লক্ষ্মণ ও মহাভাগা জানকীর আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, অনেক দিনের পর রাম আমার দর্শনার্থ অদ্য আগমন করিয়াছেন, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। আমিও অন্তরের সহিত ইঁহার সমাগম আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছিলাম। অতএব গমন করিয়া, সৎকার-বিধান পুর্ব্বক, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামকে প্রবেশ করাও; কিজন্য ইঁহাকে আশ্রমে প্রবেশ করাও নাই?

মহানুভাব ধর্ম্মজ্ঞ অগস্ত্য এইপ্রকার কহিলে, শিষ্য কৃতাঞ্জলি করে যে আজ্ঞা বলিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সসম্ভ্রমে লক্ষ্মণকে কহিলেন, আপনাদের মধ্যে রাম কে? তিনি ভগবান্ অগস্ত্যের দর্শনার্থ আগমন ও স্বয়ংই প্রবেশ করুন, এবিষয়ে শিষ্যের মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

তখন লক্ষ্মণ শিষ্যের সহিত আশ্রমপদে গমন করিয়া, রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে দেখাইয়া দিলেন। শিষ্য সবিনয় বাক্যে, অগস্ত্য যেপ্রকার কহিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া, যথা-বিধানে বিশিষ্টরূপ সৎকারান্তে সৎকারযোগ্য রামকে প্রবেশ করাইলেন। রামও সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার সময় অবলোকন করিলেন, পরম শান্তস্বভাব হরিণগণ চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ভগ, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী, বসু, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিকেয় ও ধর্ম্ম, ইহাঁদের পূজার্থ পৃথক্ পৃথক্ স্থান সকল কল্পিত রহিয়াছে। তিনি তৎসমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য শিষ্য-মণ্ডলী-মণ্ডিত হইয়া, বহির্গত হইতেছিলেন। বীর রাম তাঁহাকে পরম তেজস্বী তপস্বিগণের অগ্রভাবে অবস্থিত, দর্শন করিয়া, লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বাহিরে আসিতেছেন। অভ্যুন্নত-তেজোবিশেষ-দর্শনে আমি এই তপোনিধিকে চিনিতে পারিয়াছি। এই বলিয়া মহাবাহু রাম আশ্রম হইতে বহির্দ্দেশে সমাগত সূর্য্য সম-তেজস্বী মহর্ষির চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চরণবন্দনান্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি তাঁহাকে সবিশেষ সভাজন এবং আসন ও উদক দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করত বসিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নিতে

আহুতি দিয়া, সেই সমাগত অতিথিদিগকে অর্ঘ্যদান ও প্রতি-পূজা করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে আহারীয় প্রদান করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি স্বয়ং প্রথমে উপবেশন করিয়া, পশ্চাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ধর্ম্মকোবিদ রামকে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ! তপস্বী অতিথিসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া স্বীয়-ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, কূট-সাক্ষীর ন্যায়, পরলোকে আপনার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, তুমি সকল লোকের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রথিপ্রধান রাজা, পরম প্রীতিভাজন অতিথিরূপে আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ; অতএব তোমার পূজা ও সম্মান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মহর্ষি ফল, মূল, পুষ্প ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা যথাভিলষিতরূপে রামের পূজা করিয়া, পরে বলিতে লাগিলেন, হে পুরুষপ্রবর! স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা এই স্বর্ণ ও হীরকভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং স্বয়ং ব্রহ্মা এই সূর্য্যসমদ্যুতি অব্যর্থ শরপ্রধান প্রদান করিয়াছেন। আর, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র এই অক্ষয় সায়কদ্বয়, প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম সুশাণিত সায়কপরম্পরায় পরমপূর্ণ এই তূণীরযুগল এবং এই স্বর্ণময়-কোষবদ্ধ সুবর্ণালঙ্কৃত অসি দান করিয়াছেন। রাম! পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু এই বৈষ্ণব ধনু সহায়ে যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত অসুরদিগকে সংহার করিয়া, দেবগণের সুবিপুল সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। অয়ি মানদ! বজ্রধর যেমন বজ্র ধারণ করেন, তুমিও তেমনি বিজয়লাভনিমিত্ত সেই এই ধনু, শর, খড়্গ ও দুই তূণীর প্রতিগ্রহ কর। পরমতেজস্বী ভগবান্ অগস্ত্য এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগপুরঃসর রামকে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট বৈষ্ণব আয়ুধ প্রদান করিয়া, পুনরায় কহিলেন।

—•:•—

রাম! তুমি যে সীতা সমভিব্যাহারে আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছ, তাহাতে, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক। লক্ষ্মণ! তোমার উপরেও সন্তুষ্ট হইয়াছি। পথশ্রম জন্য তোমাদিগের সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জনকনন্দিনী মৈথিলী বিশ্রামজন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ইনি অতি কোমলাঙ্গী; পূর্ব্বে কখনও দুঃখপীড়া সহ্য করেন নাই; স্বামিস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়াই বহুকষ্টপ্রদ বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! বনে সীতার মন যাহাতে তুষ্ট থাকে, তাহা করিবে। তোমার সহিত বনে আগমন করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে দেখা যায়, নারীর স্বভাবই এইরূপ, যে, সমৃদ্ধ ব্যক্তিতে অনুরক্ত হয়; আর দুরবস্থাপন্নকে ত্যাগ করে। স্ত্রীজাতি বিদ্যুতের চপলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং গরুড় ও অনিলের শীঘ্রতা অনুকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার এই ভার্য্যার সে সকল দোষের কোন দোষই নাই। দেবগণমধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় ইনি প্রশংসনীয়া ও পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা। হে শত্রুদমন! তুমি সুমিত্রানন্দন ও সীতার সহিত যেস্থানে বাস কর, সেইস্থানই অলঙ্কৃত হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন ঋষির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রদীপ্তপাবকতুল্য ঋষিকে কহিলেন, আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ ও গুরু, আমার এবং আমার ভার্য্যার ও ভ্রাতার গুণে যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আরও কিছু প্রার্থনীয় আছে; আজ্ঞা করুন, এরূপ কোন স্থান আছে, যেস্থানে কানন অনেক এবং জল অনায়াসে পাওয়া যায়; আমরা সেইস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া মনঃসুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিব।

ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ রামের বাক্য শ্রবণ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পরে হিতসাধক বাক্যে কহিলেন, বৎস! এইস্থানের দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত এক অতি সুন্দর স্থান আছে; ঐ স্থানে ফল মূল ও জল যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং নানাবিধ মৃগ ঐস্থানে বাস করে। লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, যথাসুখে পিতৃসত্য পালন করিতে থাক। হে অনঘ! আমি স্নেহবশতঃ তপোবলে তোমার এবং দশরথের বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়াছি। আমার নিকট এই বনে বাস করিবে, তুমি পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, আবার আমাকে বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতেই তোমার মনোগত অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেইজন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, পঞ্চবটীতে গমন কর; সেই বন অতি রমণীয়, তথায় সীতার মনস্তুষ্টি জন্মিবে। পঞ্চবটী রমণীয় বটে, অথচ অতি দূরবর্ত্তীও নহে, এই গোদাবরীর নিকটে, মৈথিলী তথায় প্রীতি অনুভব করিবেন। হে মহাবাহো! উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল মূল তথায় প্রচুর; বিবিধ পক্ষী তথায় বাস করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐস্থান অতি নির্জ্জন, পবিত্র ও মনোহর। তুমিও শুদ্ধাচারী এবং রক্ষা কার্য্যে সমর্থ; ঐস্থানে বাস করিয়া তপস্বিজনকে পরিপালন করিতে পারিবে। বীর! এই মধূক বৃক্ষের মহাবন দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার উত্তর দিয়া যাইতে যাইতে ন্যগ্রোধ আশ্রম প্রাপ্ত হইবে; তদনন্তর স্থলবিশেষে উপস্থিত হইয়া এক পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্ব্বতের অবিদূরেই বিখ্যাত পঞ্চবটী বন; উহা নিয়তই পুষ্পিত হইয়া আছে।

অগস্ত্যের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে সত্যবাদী ঋষিকে প্রণামাদি করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ঋষি অনুমতি করিলে পর, দুইজনে তাঁহার পাদ-বন্দনা করিয়া সীতাসমভিব্যাহারে পঞ্চবটী আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সমরে অকাতর দুই নৃপনন্দন ধনুর্দ্ধারণ এবং তূণীর বন্ধন করিয়া মহর্ষি যে পথ বলিয়া দিলেন, অতি সাবধানে সেই পথে পঞ্চবটী প্রস্থান করিলেন।

—০—

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর রাম পঞ্চবটী গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক ভীম-পরাক্রমশালী মহাকায় গৃধ্রকে দেখিতে পাইলেন। মহাভাগ রাম লক্ষ্মণ বনমধ্যে ঐ গৃধ্রকে দর্শন করত রাক্ষস জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? গৃধ্র মধুর কোমল বাক্যে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, বৎস! জানিবে, আমি তোমার পিতার বয়স্য। তিনি পিতার সখা জানিতে পারিয়া পূজা করত অতি ধীরভাবে তাঁহার বংশ ও নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃধ্র সর্ব্বজীবের উৎপত্তি-বর্ণনা ক্রমে নিজের কুল ও নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, হে মহাবাহো! হে রাঘব! পূর্ব্বকালে যে সকল প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদিগের সকলের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্দ্দম তাঁহাদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ তাঁহার পর বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যবান্ বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, মহাবল ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়। মহাতেজা কশ্যপ তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। রাম! দক্ষপ্রজাপতির যশস্বিনী লোক-বিশ্রুতা ষষ্টি কন্যা জন্মে। কশ্যপ তাঁহাদিগের মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আট সুমধ্যমার পাণিগ্রহণ করেন। পাণিগ্রহণের পর কশ্যপ তুষ্ট হইয়া ঐ সকল দক্ষকন্যাকে কহিলেন, তোমরা আমার সদৃশ পুত্র সকল প্রসব করিবে। ঐ সকল পুত্র

ত্রিলোকের ত্রাতা হইবে। রাম! অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা ইহাঁরা তৎসদৃশ পুত্র লাভের অভিলাষিণী হইলেন, আর কয় জন গ্রাহ্য করিলেন না। হে অরিন্দম! অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও অশ্বিনীকুমারযুগল, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা উৎপন্ন হইলেন। বৎস! দিতি যশস্বী দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে এই সসাগরা বনকাননপূর্ণা বসুন্ধরা তাহাদিগেরই ছিল। দনু অশ্বগ্রীব এবং কালকা নরক ও কালক নামে পুত্র প্রসব করিলেন। তাম্রার লোকবিখ্যাত পাঁচ কন্যা জন্মিল, ক্রৌঞ্চী ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। ক্রৌঞ্চী উলূক, ভাসী ভাস, শ্যেনী মহাতেজা শ্যেন ও গৃধ্র এবং ধৃতরাষ্ট্রী যাবদীয় হংস ও কলহংসদিগকে প্রসব করেন। চক্রবাকদিগকেও সেই ভামিনীই প্রসব করিয়াছিলেন। শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্যা বিনতা। ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সুরভি, সুরসা ও কদ্রু এই দশ কন্যা প্রসব করেন। হে নরবরোত্তম! সমস্ত মৃগ মৃগীর সন্তান। আর কৃষ্ণ ও শ্বেত ভল্লূক সকল মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমদা ইরাবতী নামে কন্যা প্রসব করেন, তাঁহার পুত্র লোকনাথ মহাগজ ঐরাবত। সিংহ, জড়বুদ্ধি বানর এবং হনুমানগণ হরীর সন্তান। শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে প্রসব করেন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! মাতঙ্গ সকল মাতঙ্গীর পুত্র। শ্বেতা দিগগজদিগকে প্রসব করেন। সুরভি দুই কন্যা প্রসব করেন, যশস্বিনী রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী। রোহিণী গো এবং গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। রাম! সুরসার গর্ভে নাগ ও কদ্রুর গর্ভে পন্নগ সকল উৎপন্ন হয়। মহাত্মা কশ্যপের অন্যতর পত্নী মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সকল মনুষ্য প্রসব করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রগণের জন্ম হইয়াছে। অনলা পরমপ্রশস্তফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন।

বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী। তন্মধ্যে কদ্রু সহস্র নাগ পুত্র প্রসব করেন। ইহারাই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। আর, বিনতার দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ। আমি এই অরুণের ঔরসে জন্মিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমার নাম জটায়ু এবং আমি শ্যেনীর পুত্র, জানিবে। হে অরিন্দম! যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, আমি তোমার অরণ্যবাসের সহায় হইব এবং তুমি লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়া জন্য প্রস্থান করিলে, সীতার রক্ষা করিব।

রাম সহর্ষে জটায়ুর পূজা ও আলিঙ্গন করিয়া, মস্তক অবনত করিলেন এবং পিতার সহিত যে তাঁহার সখিতা ছিল, তাহা তাঁহার মুখে বারংবার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি মহাবল জটায়ুর হস্তে সীতার রক্ষাভার ন্যস্ত করিয়া, তাঁহার এবং লক্ষ্মণের সহিত শত্রুকুল নির্ম্মূল ও অরণ্যের রক্ষণার্থ সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবটীতে গমন করিলেন।

—•—

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর তিনি নানাজাতীয়-শ্বাপদসংকুল পঞ্চবটীতে গমন করিয়া, পরমতেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! মহর্ষি যাহার কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সেই যথোদ্দিষ্ট প্রদেশে সমাগত হইয়াছি। যাহার বনভূমি বিকসিত কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত, এই স্থানই সেই পঞ্চবটী। আশ্রমের উপযুক্ত-স্থান-নির্ণয়ে তোমার সবিশেষ দক্ষতা আছে। অতএব এই অরণ্যের চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি সঞ্চালন কর, কোন্ স্থানে আমাদের মনোমত আশ্রম হইতে পারে। লক্ষ্মণ! যেস্থানে আশ্রমবন্ধন করিলে, তুমি, আমি, বৈদেহী সকলেরই বিশেষ প্রীতি জন্মিতে পারে, এবং যাহার নিকটেই জলাশয়, তাদৃশ স্থান দর্শন কর। ফলতঃ, যে প্রদেশে

বন ও জল উভয়ই রমণীয় এবং সমিধ, পুষ্প, কুশ ও সলিল অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ স্থানই মনোনীত কর।

রাম এইপ্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া, সীতার সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, কাকুৎস্থ! আপনি বিদ্যমানে, কোন কালেই স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া, কার্য্য করিবার আমার ক্ষমতা নাই। অতএব আপনি নিজেই মনোমত স্থান নির্ণয় করিয়া, আমাকে তথায় আশ্রম স্থাপন করিতে আজ্ঞা করুন। পরম তেজস্বী রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে নিরতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া, সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান আশ্রমিক ব্যাপারে সর্ব্বাংশেই মনোমত। তথায় তিনি পদার্পণ করিয়া, স্বহস্তে লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, এই স্থান পরম সুন্দর ও সম-তলে সন্নিবিষ্ট এবং কুসুমিত পাদপ-পরম্পরায় পরিবৃত অতএব তুমি এই স্থানে যথাবিধানে রমণীয় আশ্রমপদ নির্ম্মাণ করিতে পার। ইহার অদূরে ঐ পুষ্করিণী লক্ষিত হইতেছে। সূর্য্য-সমদ্যুতি সুরভি-গন্ধি পদ্মসমূহের সন্নিধানপ্রযুক্ত উহার অতিশয় শোভা ও রমণীয়তা হইয়াছে। পরমপবিত্রচিত্ত অগস্ত্য ঋষি যে-প্রকার কহিয়াছিলেন, তদনুসারে দূরেও নয়, নিকটেও নয়, ঐ রমণীয় গোদাবরী লক্ষিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিক্ কুসুমিত পাদপপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত; হংস ও কারণ্ডবগণে আচ্ছন্ন, ও চক্রবাক পক্ষিগণে অলঙ্কৃত। এবং মৃগগণ দলে দলে জলপানার্থ আগমন করাতে, উহা একপ্রকার অবকাশশূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কুসুমিত-পাদপ-বেষ্টিত, পরম মনোহর, দিব্যদর্শন, অত্যুন্নত, গিরি সকলও ঐ দেখা যাইতেছে। তথায় ময়ূরগণ শব্দ করিতেছে, ভূরি ভূরি কন্দর বিরাজমান হইতেছে এবং গজ সকল স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে। উহাদের শরীরে স্বর্ণ, রজত ও তাম্রের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট পরমবিচিত্র রচনা; তদ্দ্বারা উহারা যেন স্বর্ণ-রজতাদি-খচিত গবাক্ষ-পরম্পরায় অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর পনস,

নীবার, তিনিশ, পুন্নাগ, চূত, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, পাটল এবং অন্যান্য পুষ্প, গুল্ম ও লতাযুক্ত পাদপ পরম্পরা উল্লিখিত পর্ব্বত সমস্ত আবৃত ও অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। হে সৌমিত্রে! এই স্থল অতিশয় প্রশস্ত, অতিশয় মনোহর এবং নানাবিধ মৃগ ও বিহঙ্গমে পরিপূর্ণ; জটায়ুর সহিত এই স্থলেই আমরা বাস করিব।

পর-বীর-নিসূদন, অতিশয় মহাবল লক্ষ্মণ ভ্রাতার এইপ্রকার-নিয়োগ-বশবর্ত্তী হইয়া, অচিরকালমধ্যেই তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শমীবৃক্ষের শাখাসমূহে আস্তরণ, দৃঢ়বন্ধনে বন্ধন, কুশ কাশ শর ও পত্র দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন এবং তলভূমি সমান করিয়া, যে মনোহর পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন, উহা অতিশয় বিস্তৃত ও নিরতিশয় শোভা বিশিষ্ট। এবং উহার মৃত্তিকা অতিশয় সংহত ও স্তম্ভ সকল পরম সুন্দর। তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ দ্বারা উহার বংশকার্য্য বিধান করিলেন। এই রূপে তিনি রামের জন্য, দেখিতে অতি সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট নিবাস রচনা করিলেন। অনন্তর তিনি গোদাবরীনদীতে গমন ও স্নান করিয়া, পদ্ম সকল চয়ন এবং পথমধ্যস্থ বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ পূর্ব্বক পুনরায় সমাগত হইলেন। পরে স্বহস্তে পুষ্পোপহার প্রদান ও যথাবিধানে বাস্তুশান্তি বিধান করিয়া, রামকে সেই আশ্রমপদ প্রদর্শন করিলেন। রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত লক্ষ্মণের নির্ম্মিত উল্লিখিত দিব্যরূপ আশ্রমপদ নিরীক্ষণ করিয়া, পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বাহুযুগলে লক্ষ্মণকে অতি স্নেহভরে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, হে কার্য্যদক্ষ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। তুমি অতি গুরুতর কার্য্য করিয়াছ। এ বিষয়ে তোমার পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য, এই আলিঙ্গন করিলাম। হে লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায় ভাবজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র বিদ্যমানে,

ধর্ম্মাত্মা পিতা দশরথের মৃত্যু কোথায়? তিনি নিঃসন্দেহই জীবিত আছেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, পরম সুখভোগে সেই প্রচুরফলসম্পন্ন প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দেবতা যেমন, সেই ধর্ম্মাত্মা রামও তেমনি তথায় কিছুকাল বাস করিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ সর্ব্বথা তাঁহার অনুগত হইয়া রহিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

মহানুভাব রাম তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শরৎ ঋতুর পর্য্যবসানে সকল-লোক-বাঞ্ছিত হেমন্তকাল প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি একদা রাত্রিপ্রভাতে স্নান করিবার জন্য রমণীয় গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার সহিত জলকলস হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত, নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয়ম্বদ! আপনি যাহায় বিশেষ অনুরক্ত, সেই হেমন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। হেমন্তের সমাগমে চতুর্দ্দিকে শস্যাদি সুপক্ক হওয়াতে, এই শুভ সংবৎসর যেন অলঙ্কার ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে। শিশিরের প্রাদুর্ভাব বশতঃ লোকমাত্রেরই শরীর পরুষভাবাপন্ন এবং পৃথিবী শস্যমালায় অলঙ্কৃতা হইয়াছেন। জল আর কাহাকেও ভাল লাগে না; অগ্নিই লোকের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সাধুগণ নবান্ন উপলক্ষে পূজাবিধানপুর্ব্বক দেবগণ ও পিতৃগণের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া, নবান্নসমাপনান্তে নিষ্পাপ হইয়াছেন। জনপদ সকলে অর্থ-সমৃদ্ধির সীমা নাই এবং দধি দুগ্ধ ও ক্ষীরাদিও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজীগিষু ভূপালগণ যাত্রার জন্য তত্তৎ জনপদে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্য দক্ষিণ দিকে গাঢ়তর আসক্ত হওয়াতে, উত্তর দিক, তিলকহীন স্ত্রীর ন্যায়, শোভাশূন্য হইয়াছে। ভাস্করদেব উত্তর দিক হইতে দূরবর্ত্তী হওয়াতে, ঘনীভূত

হিমজালে স্বভাবতঃ আচ্ছন্ন হিমালয় সংপ্রতি সুস্পষ্টই হিমালয় এই যথার্থ নাম ধারণ করিয়াছেন। দিবসে মধ্যাহ্নসময়ে বিচরণ করিলে, সুখবোধ হয়। তৎকালে আতপস্পর্শেও সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। এইজন্য, সূর্য্য সকলেরই সুখসেব্য হইয়াছেন, এবং ছায়া ও জল এক বারেই অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যের আর সে তেজ নাই এবং কুজ্ঝটিকা ও শীতের প্রাদুর্ভাবে দিবসের জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। বৃক্ষের পত্র গলিত হওয়াতে, অরণ্য সকলও শূন্যপ্রায় এবং পদ্ম সকল হিমের আবির্ভাবে এক বারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি শীতের সম্পর্কে রাত্রি অতিশয় বর্দ্ধিত ও হিমে আচ্ছন্ন হওয়াতে, ধূসরবর্ণ হইয়াছে। রাত্রিতে পুষ্যানক্ষত্র উদিত হইয়া, কিরণ বিকিরণ দ্বারা আলোক বিতরণ করে এবং আর কেহই অনাবৃত স্থানে শয়ন করে না। নিশ্বাসমলিন দর্পণ যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, সুখসেব্যতাদি সমুদায় সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত ও মণ্ডল-প্রদেশ তুষারসম্পর্কে ধূসরবর্ণ হওয়াতে, চন্দ্রেরও আর সে দীপ্তি নাই। হিমের আবির্ভাবে মলিন হওয়াতে, জ্যোৎস্না আর পৌর্ণমাসী নিশীথিনীতেও স্ফূর্ত্তিমতী হয় না, এবং আতপপ্রভাবে নিতান্ত বিবর্ণা সীতার ন্যায়, সত্ত্বামাত্রে পরিণত হইয়াছে; আর ইহার সে শোভা নাই। স্বভাবতঃ শীতলস্পর্শ পাশ্চাত্য সমীরণ সম্প্রতি হিমে আচ্ছন্ন ও তৎপ্রযুক্ত দ্বিগুণ শীতল হইয়া, প্রবাহিত হইতেছে। অরণ্য সকল যব ও গোধূমে পূর্ণ হইয়াছে, সূর্য্য উদিত হইলে, বাষ্পভারে সমাচ্ছন্ন এবং শব্দায়মান সারস ও ক্রৌঞ্চসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া, শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ফলভারে ঈষৎ নম্র স্বর্ণবর্ণ শালিসমূহ, খর্জ্জূরপুষ্পের ন্যায়, আকারসম্পন্ন তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকপরম্পরায় নিরতিশয় বিরাজমান হইতেছে। ইতস্ততঃ সুবিস্তৃত ময়ূখমালা হিম ও নীহারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, সর্ব্বাবয়বে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলও চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হইয়া থাকে। রৌদ্রের তেজ পূর্ব্বাহ্নে প্রায়ই থাকে না, মধ্যাহ্নে স্পর্শ করিলে সুখবোধ হয়।

এবং বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু হওয়াতে, পৃথিবীতে সংসক্ত হইয়া, উহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শিশিরবিন্দুর নিপতনে হরিদ্বর্ণ তৃণস্থলী ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে, তরুণাতপ প্রতি-ফলিত হওয়াতে, বনভূমির শোভার সীমা নাই। অরণ্যচর হস্তী নিতান্ত পিপাসিত হইয়া, সুবিপুল শীতল সলিল স্পর্শমাত্র তৎ-ক্ষণাৎ শুণ্ড সংকোচ করিয়া থাকে। ভীরুস্বভাব পুরুষ যেমন রণস্থলে প্রবেশ করে না, সেইরূপ, ঐ জলচর বিহঙ্গমসমূহ জলসমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, কোন মতেই সলিলে অবগাহন করিতেছে না। বনরাজি একে ত পুষ্পশূন্য, তাহাতে আবার, রাত্রিতে শিশির ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং প্রভাতে কুজ্-ঝটিকাতিমিরে গাঢ়-বিদ্ধ হওয়াতে, যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে, বোধ হয়। সমুদায় সলিল বাষ্পভারে আচ্ছন্ন, পুলিনদেশের বালুকারাশি হিমে আর্দ্রভাবাপন্ন এবং যে সকল সারস বিচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে কেবল শব্দ দ্বারাই জানিতে পারা যায়, এইপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হওয়াতে, নদী সকলের শোভাবিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুষাররাশি নিপতিত ও সূর্য্যের তেজ মন্দী-ভূত হওয়াতে, শৈত্যবশতঃ পর্ব্বতের শিখরভাগস্থ জলও প্রায় সুরস হইয়া উঠিয়াছে। জরাবশতঃ পত্র সকল নির্গলিত, কেশর ও কর্ণিকা সকল বিশীর্ণ; এবং হিমের আবির্ভাবে ক্ষয়দশা উপ-স্থিত হওয়াতে, কমল সকল নালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়া, আর কোন মতেই শোভা পাইতেছে না।

হে পুরুষব্যাঘ্র! এই দারুণ হেমন্তকালে ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ, নগরে থাকিয়াও, দুঃখভারবহনপুর্ব্বক তপ-শ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং রাজ্য, মান ও বহুবিধ রাজভোগ ত্যাগ করিয়া, আহারসংযমপুর্ব্বক তপস্বী হইয়া, সুশীতল মহী-তলে শয়ন করিয়া থাকেন। তিনিও নিশ্চয় প্রতিদিন এই সময়ে নিরালস্য ও প্রকৃতিগণে বেষ্টিত হইয়া, সরযূনদীতে স্নান করিতে গমন করেন। তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার ও পরম সুখে সংবর্দ্ধিত

হইয়াছেন। কিরূপে শীতে অভিভূত হইয়া, শেষরাত্রে সরযূ সলিলে অবগাহন করেন! তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, বর্ণ শ্যাম, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, উদর নাতিস্থূল, আকার প্রকার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক, স্বভাব মধুর এবং তাঁহার বাহু আজানু-লম্বিত। তিনি ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন, ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন, সত্য কথা বলিয়া থাকেন, সকলকেই প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করেন, অরাতিদিগকে দমন করিয়াছেন এবং লজ্জাবশতঃ কোনরূপ গর্হিত-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। তিনি সমুদায় ভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এই রূপে ভবদীয় ভ্রাতা মহাত্মা ভরত তাপসধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, বনবাসী হইলেও আপনার আনুগত্য করিয়া, স্বর্গ জয় করিয়াছেন। মনুষ্য পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হয় না, মাতৃস্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করে, এই যে লোকপ্রবাদ প্রচলিত আছে, ভরত তাহার অন্যথা করিলেন। কিন্তু রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী এবং সাধুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কি রূপে ক্রূরবুদ্ধি হইলেন।

ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ভ্রাতৃস্নেহবশংবদ হইয়া, এইপ্রকার বাক্য-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, রাম, জননী কৈকেয়ীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, কহিতে লাগিলেন, তাত! মধ্যমা মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করা কোন রূপেই তোমার উচিত হয় না। তুমি কেবল ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতেরই গুণের কথা সকল কীর্ত্তন কর। যদিও আমার বুদ্ধি একমাত্র বনবাসেই নিশ্চিত ও দৃঢ়ব্রত হইয়াছে, তথাপি ভরতের স্নেহে সন্তপ্ত হইয়া, চঞ্চল হইয়া থাকে। ভরতের প্রিয়, মধুর, হৃদয়ের অমৃত স্বরূপ ও মনের আহ্লাদজনক কথা সকল আমার মনে পড়িতেছে। না জানি, কতদিনে আবার মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব!

কাকুৎস্থ রাম এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত গোদাবরীতে গমন পূর্ব্বক স্নান করিলেন। অনন্তর

সকলে গোদাবরীসলিলে পিতৃদেবগণের তর্পণ করিয়া, সমুদিত সূর্য্যমণ্ডল ও দেবগণের স্তব সমাধা করিলেন। ভগবান্ ভবদেব ভগবতী পার্ব্বতী ও নন্দির সহিত স্নানান্তে যেপ্রকার বিরাজমান হন, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া রামও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে স্নান করিয়া, গোদাবরী-তীর হইতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। রাম আশ্রমে আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে সীতার সহিত পর্ণশালায় আসীন হওয়াতে, মহাবাহু রাম, চিত্রাসমেত চন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাপ্রকার কথোপ-কথন আরম্ভ করিলেন। এই রূপে তিনি উপবেশনপূর্ব্বক এক মনে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে কোন রাক্ষসী যদৃচ্ছা-ক্রমে তথায় সমাগত হইল। ঐ রাক্ষসী রাবণের ভগিনী, নাম শূর্প-নখা। সে আসিয়া সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, রামকে দর্শন করিল। দেখিল, তাঁহার মুখমণ্ডল অতিশয় উল্লসিত, বাহু আজানুলম্বিত, লোচনযুগল কমলদলের ন্যায় আয়ত, গতি মদমত্ত মাতঙ্গবৎ মৃদুমন্দ, মস্তক জটামণ্ডলে মণ্ডিত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় কোমল, বল বিক্রম অসীম, শরীর রাজলক্ষণে লক্ষিত, বর্ণ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম ও প্রভা কন্দর্পের সদৃশ। সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় রামকে দর্শন করিয়া, রাক্ষসী কামে মোহিত হইল। রামের মুখমণ্ডল পরম সুন্দর, রাক্ষসীর মুখ অতি কদাকার; রামের মধ্যদেশ গোলাকার, রাক্ষসীর উদর অতি বৃহৎ; রামের লোচনযুগল বিশাল, রাক্ষ-সীর নয়ন অতি কুৎসিত; রামের আচার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত,

রাক্ষসীর অতি জঘন্য; রামের কেশকলাপ সুচিক্কণ, রাক্ষসীর কেশ তাম্রবর্ণ; রামের রূপ দেখিতে অতি মনোহর, রাক্ষসীর রূপ নিতান্ত কদর্য্য; রামের স্বর অতি মিষ্ট, রাক্ষসীর নিতান্ত কঠোর ও ভয়ঙ্কর; রামের প্রকৃতি অতি কোমল, রাক্ষসীর প্রকৃতি অতি কঠিন; রাম যুবা, রাক্ষসী বৃদ্ধা; রাম অতি মিষ্টভাষী, রাক্ষসী নিতান্ত কর্কশভাষিণী, এবং রাম দেখিতে যেমন সুন্দর, রাক্ষসী দেখিতে তেমনি কুৎসিত। সে নিতান্ত কামাতুর হইয়া, রামকে কহিল, এই স্থানে রাক্ষসেরা বাস করে। তুমি শর ও শরাসন ধারণ পুর্ব্বক জটাধর তাপসবেশে স্ত্রীর সহিত কি জন্য এখানে আসিয়াছ? তোমার উদ্দেশ্য কি, যথার্থ করিয়া বল।

পরন্তপ রাম স্বভাবতঃ সরলবুদ্ধি। রাক্ষসী শূর্পণখার এই কথা শুনিয়া, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, সমুদায় ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় বিক্রমবিশিষ্ট দশরথ নামে রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার নাম লোকবিখ্যাত রাম। আর, ইহাঁর নাম লক্ষ্মণ। ইনি আমার পরম অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এবং এই বিদেহনন্দিনী আমার ভার্য্যা। ইনি সীতা নামে বিখ্যাতা। পিতা ও মাতার নিয়োগ পরতন্ত্র হইয়া, ধর্ম্মলাভপ্রত্যাশায় ধর্ম্মরক্ষানুরোধে বনে বাস করিবার জন্য আমি এই প্রদেশে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি কে, কাহার পুত্রী, এবং কাহারই বা পরিগ্রহ? হে মনোজ্ঞাঙ্গি! আমার ত তোমায় রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমিই বা কিনিমিত্ত এখানে আসিলে, সত্য করিয়া বল।

শূর্পণখা কামে অভিভূত হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, রাম! আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। আমি সত্য বলিতেছি। আমি শূর্পণখানাম্নী কামরূপিণী রাক্ষসী। সকলের ভয়োৎপাদনপূর্ব্বক একাকিনী এই অরণ্যানীতে বিচরণ করিয়া

থাকি। আমার ভ্রাতার নাম রাবণ। বোধ হয়, তুমি তাঁহার কথা শুনিয়া থাকিবে। আমার অপর দুই ভ্রাতার নাম কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। কুম্ভকর্ণ অতিশয় বলশালী এবং সর্ব্বদাই দীর্ঘনিদ্রায় যাপন করেন। আর, বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার ব্যবহার রাক্ষসের মত নহে। খর ও দূষণ এই দুইজনও আমার ভ্রাতা। ইহাদের যুদ্ধবিক্রম সবিশেষ বিখ্যাত। রাম! তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। তোমায় প্রথম দেখিয়া অবধিই আমি তাহাদের সকলকেই অতিক্রম করিয়া, মনে মনে তোমাকে স্বামিরূপে আশ্রয় করিয়াছি। আমার অতিশয় প্রভুতা আছে এবং ইচ্ছা ও বলপূর্ব্বক আমি সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকি। অতএব তুমি চিরকালের জন্য আমার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া আর কি করিবে? ইহার রূপ ও স্বভাবাদি সমুদায়ই অতি কুৎসিত। কোন মতেই তোমার যোগ্য নহে। আমিই তোমার রূপবতী সদৃশী ভার্য্যা। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই সীতার রূপ নাই, সতীত্ব নাই, উদর গর্ত্তপ্রায় এবং আকার প্রকারও নিতান্ত ভয়াবহ। আমি তোমার এই ভ্রাতার সহিত এই মানুষী সীতাকে ভক্ষণ করিব। তুমি কামপরবশ হইয়া, আমার সহিত বিবিধ বন ও পর্ব্বতশৃঙ্গ দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে।

বাগ্‌বিন্যাস-বিশারদ ককুৎস্থনন্দন রাম এই কথা শুনিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, মদিরলোচনা শূর্পণখাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

—০—

অষ্টাদশ সর্গ।

শূর্পনখা কামপাশে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছিল। রাম পরিহাসবাসনায় স্মিতপূর্ব্ব সুমধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! আমি দারপরিগ্রহ করিয়াছি। এই সীতা আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তোমার ন্যায় রমণীগণের সপত্নী থাকা নিতান্ত দুঃখের

বিষয়। ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। ইনি সচ্চরিত্র, শ্রীমান্, প্রিয়দর্শন ও বীর্য্যবান্। ইহাঁর দারপরিগ্রহ নাই এবং পূর্ব্বেও কখন ভার্য্যাসুখসম্ভোগ হয় নাই। এইজন্য ইনি ভার্য্যার্থী হইয়াছেন। বিশেষতঃ, ইনি যুবা, অতএব, তোমার এই রূপের অনুরূপ পতি হইবেন। হে বিশালাক্ষি! সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুর সহচরী হয়, তুমিও তেমনি আমার এই ভ্রাতাকে স্বামিরূপে সেবা কর। অয়ি বরারোহে! ইহাঁর পত্নী হইলে, সম্প্রতি তোমার সপত্নীর আশঙ্কা থাকিবে না।

রাক্ষসী কামে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। রামের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে গিয়া বলিতে লাগিল, আমি সুন্দরী রমণীকুলের রত্নস্বরূপা, অতএব, তোমার এই রূপের অনুরূপ ভার্য্যা। তুমি আমার সহিত সুখে সমুদায় দণ্ডক-কানন বিচরণ করিবে।

সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ সাতিশয় বাগ্‌বিন্যাস-বিশারদ। তিনি রাক্ষসীর এই কথায় মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে তাহাকে কহিলেন, আমি দাস। অতএব, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া, কিরূপে দাসী হইতে অভিলাষিণী হইয়াছ? অয়ি অমলবর্ণিনি! আমি এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের দাসত্বে নিযুক্ত আছি। হে বিশালাক্ষি! এই রাম সকল লোকের পূজনীয় এবং সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধকাম। অতএব হে অমল-বর্ণিনি! তুমি ইহাঁরই কনিষ্ঠা সহ-ধর্ম্মিণী হও। তাহা হইলে, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি ও নিরতিশয় প্রীতি অনুভূত হইবে। ইহাঁর এই ভার্য্যা বৃদ্ধা হইয়াছেন। ইহাঁর রূপ নাই, সতীত্ব নাই, উদর অত্যন্ত নিম্ন এবং স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। অতএব ইনি এই ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকেই ভজনা করিবেন। অয়ি বরবর্ণিনি! অয়ি বরারোহে! কোন্ ব্যক্তি সবিশেষ জানিয়া শুনিয়াও, তোমার এই শ্রেষ্ঠ রূপে অনাদর পূর্ব্বক মানুষীতে আসক্ত হইতে পারে?

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, অত্যন্ত নিম্নোদরী সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্করী

নিশাচরী শূর্পণখা, পরিহাসবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত, তাঁহার কথা সত্য বলিয়া বোধ করিল। অনন্তর সে কামে মোহিত হইয়া, পর্ণশালায় সীতার সহিত উপবিষ্ট শত্রুদমন দুর্দ্ধর্ষ রামকে কহিতে লাগিল, তুমি এই বৃদ্ধা, বিরূপা, নিম্নোদরী, ভয়ঙ্করী, অসতী স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়া, আমাকে বহুমান করিতেছ না। অতএব তোমার সমক্ষেই এই মুহূর্ত্তে আমি এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং শত্রুহীন হইয়া, যথাসুখে তোমার সহিত বিচরণ করিব। এই বলিয়া, প্রজ্বলিত-অঙ্গার-সদৃশ-লোচনশালিনী নিশাচরী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মৃগ-শাবক-লোচনা সীতার অভিমুখে ধাবমান হইল; বোধ হইল, মহোল্কা যেন রোহিণীর সম্মুখে গমন করিতেছে। মহাবল রাম সাক্ষাৎ যমপাশের ন্যায়, তাহাকে আসিতে দেখিয়া রোষভরে নিগৃহীত করত, লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! ক্রূর-স্বভাব অনার্য্যগণের সহিত পরিহাস করাও কোনরূপে কর্ত্তব্য হয় না। দেখ, এই পরিহাস প্রযুক্তই জানকীর জীবনসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! এক্ষণে তুমি এই অতিমত্তা মহোদরী বিরূপা রাক্ষসীকে আরও বিরূপ করিয়া দাও। মহাবল লক্ষ্মণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, খড়্গ উত্তোলন করিয়া, রামের সমক্ষেই রাক্ষসীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে, ঘোরস্বভাবা রাক্ষসী কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেই অরণ্যাভিমুখে দ্রুতপদে ধাবমান হইল। তাহার সর্ব্বশরীর শোণিতে অভিষিক্ত এবং নাসাকর্ণ অভাবে বিরূপ হওয়াতে, তাহার মূর্ত্তি আরও ঘোরতর হইয়াছিল। সেই অবস্থায় সে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায়, বিবিধ নাদে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সে বাহু উদ্যত করিয়া, বেগভরে রুধির-রাশি বর্ষণ ও গর্জ্জন করিতে করিতে, মহাবনে প্রবেশ করিল। তথায় প্রবেশ করিয়া, সেই বিরূপিত বেশে, রাক্ষসগণে পরি-বেষ্টিত জনস্থানবাসী অতিমাত্র তেজস্বী ভ্রাতা খরের সমীপস্থ হইয়া, আকাশভ্রষ্ট বজ্রের ন্যায়, ভূমিতে পতিত হইল। ভয়ে

ও মোহে তাহার জ্ঞানচৈতন্য রহিত হইয়াছিল। সে রক্তাক্ত-দেহে ভূমিতে পতিত থাকিয়া, খরের নিকটে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামের অরণ্যে আগমন এবং আপনার নাসাকর্ণ ছেদন ঘটনা সমুদায় বর্ণন করিল।

ঊনবিংশ সর্গ।

ভগিনী বিরূপ বেশে, শোণিতাক্ত কলেবরে, উক্ত প্রকারে আসিয়া পতিত হইল দেখিয়া খর ক্রোধে উগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিল। কহিল, গাত্রোত্থান কর, বৃত্তান্ত বল; মূর্চ্ছা ও চিত্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর; স্পষ্ট করিয়া বল, কে তোমাকে এরূপে বিরূপ করিয়াছে। কোন্ ব্যক্তি সম্মুখস্থিত বঙ্কমণ্ডল নিরপরাধী দস্ত-বিষ কৃষ্ণসর্পকে ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিতেছে। আজ তোমাকে পাইয়া যে ভীষণ বিষ পান করিয়াছে; সে অজ্ঞানবশতঃ বুঝিতে পারে নাই, যে সে কণ্ঠে কাল-পাশই বন্ধন করিয়াছে। বলবিক্রমশালিনী, কামগামিনী, কাম-রূপিণী অন্তকসমা তুমি কাহার নিকটে গমন করিয়াছিলে, যে তোমার এই দশা করিয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির এত অধিক বীর্য্য, যে তোমাকে বিরূপ করিয়াছে। দেবগণ মধ্যে পাকশাসন সহস্রলোচন মহেন্দ্র ভিন্ন, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখি না যে আমার অনিষ্ট করে। হংস যেমন সলিল হইতে মিশ্রিত দুগ্ধ আকর্ষণ করে, আজ আমি তেমনি জীবিতনাশক সায়কসমূহ দ্বারা তাহার প্রাণ হরণ করিব। যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত বাণ দ্বারা ছিন্নমর্ম্ম কোন্ ব্যক্তির সফেন রুধির পৃথিবী পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? পক্ষী সকল একত্রিত হইয়া রণে মৎকর্ত্তৃক নিহত কোন্ ব্যক্তির মাংস আনন্দে ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে? আমি যুদ্ধে যাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিব, সেই হতভাগ্যকে কি দেবতা, কি

গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তুমি অল্পে অল্পে চেতনা লাভ করিয়া আমাকে বল, কোন্ অহঙ্কৃত ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ করিয়া, তোমাকে পরাজয় করিয়াছে।

ভ্রাতার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং সে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া, শূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই ভ্রাতা। তাহারা দুইজনেই যুবা, রূপবান্, কোমলদেহ এবং মহাবলসম্পন্ন। তাহাদিগের লোচন-পদ্মের ন্যায় আয়ত, পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন। তাহারা ফল মূল আহার করত জিতেন্দ্রিয় তাপসবেশে ধর্ম্মাচরণ করিতেছে। কিন্তু দেখিলে দুইজনকে গন্ধর্ব্বরাজের তুল্য বোধ হয়; রাজচিহ্ন দুইজনেই লক্ষিত হইতেছে। তাহারা দুইজনে দেব কি দানব, স্থির করিতে পারি না। আমি দেখিয়াছি, ঐস্থানে তাহাদিগের দুই জনের সমভিব্যাহারে এক রূপবতী সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, ক্ষীণমধ্যা তরুণী রমণী আছে। ঐ নারীর অনুরোধে একের আজ্ঞায় আর একজন অনাথা কুলটার ন্যায় আমার এই অবস্থা করিয়াছে। আমি খলস্বভাবা সেই নারীর এবং অল্লায়ু সেই দুইজনের সফেন রুধির রণস্থলে পান করিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রথম ইচ্ছা এই; তোমাকে এই ইচ্ছা সফল করিতে হইবে; আমি রণস্থলে সেই নারীর ও সেই দুই জনের রুধির পান করিব।

শূর্পণখা এই কথা কহিলে পর, খর ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তকোপম চতুর্দ্দশ মহাবল রাক্ষসকে আজ্ঞা করিল, শস্ত্রধারী চীর ও কৃষ্ণাজিনবাসা দুইজন মানুষ প্রমদা সমভিব্যাহারে ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদিগের দুইজনকে সংহার করিয়া সেই প্রমদাকে আনয়ন করিবে; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রুধির পান করিবে। হে রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করত নিজ তেজে সেই দুইজনকে সংহার করিয়া, আমার

ভগিনীর এই অভীষ্ট মনোবাসনা পূর্ণ কর। তোমরা তাহা-দিগের দুই ভ্রাতাকে সমরে সংহার করিয়াছ, দেখিলে, এই ভগিনী অতিশয় হৃষ্ট ও তুষ্ট হইয়া যুদ্ধস্থলে রুধির পান করিবে।

এইপ্রকার আজ্ঞা পাইয়া, ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস, পবনচালিত মেঘের ন্যায়, শূর্পণখাসমভিব্যাহারে ঐস্থানে যাত্রা করিল।

—•—

বিংশ সর্গ।

অনন্তর ঘোরা শূর্পণখা রাঘবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসদিগকে সীতাসমভিব্যাহারী দুই ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিল। তাহারা দেখিল, মহাবল রাম পর্ণশালা মধ্যে উপবেশন করিয়া আছেন। সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন।

এদিকে শ্রীমান্ রঘুনন্দন ঐ সকল রাক্ষসদিগকে উপস্থিত দেখিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! মুহূর্ত্ত-কাল সীতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই সকল রাক্ষস ইহাঁ-রই লোভে আমাদিগকে বধ করিতে আসিয়াছে, আমি ইহা-দিগকে সংহার করিব।

তখন লক্ষ্মণ জিতেন্দ্রিয় রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া, বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও সুবর্ণবিভূষিত মহাধনুতে জ্যা রোপণ করিলেন এবং ঐ সকল রাক্ষসকে কহিলেন, আমরা দুই ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণ দশ-রথের পুত্র; সীতা সমভিব্যাহারে দুশ্চর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি; ফলমূল আহার করিয়া জিতেন্দ্রিয় তাপসরূপে ধর্ম্মাচরণ করত দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকি, তোমরা আমা-দিগের হিংসা কর কেন? তোমরা পাপপ্রকৃতি, মহাবনে ঋষি-দিগের অপকার করিয়া থাক। আমি ঋষিদিগের নিয়োগক্রমে তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য ধনুর্হস্তে আগমন করিয়াছি। সন্তুষ্ট হইয়া ঐস্থানেই অবস্থিতি কর; আর অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহস

করিও না। নিশাচরগণ! যদি প্রাণে তোমাদিগের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে ফিরিয়া যাও।

ব্রহ্মঘাতী শূলপাণি সংরক্তলোচন পরুষভাষী ভীষণ ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং তখনও রামের পরাক্রম দর্শন করে নাই, এইজন্য হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া সংরক্তলোচন মধুরভাষী রামকে কহিল, তুমি আমাদিগের অধিপতি সুমহাত্মা খরের ক্রোধোৎপাদন করিয়াছ; অতএব এখনই যুদ্ধে আমাদিগের দ্বারা নিহত হইয়া তোমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তুমি একাকী আর আমরা বহু; অতএব রণস্থলে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, রণে আমাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেই বা তোমার কি শক্তি আছে? আমাদিগের এই সমস্ত বাহুনির্ম্মুক্ত পরিঘ, শূল ও পট্টিশ দ্বারা আহত হইয়া তোমাকে প্রাণ, বীর্য্য ও করধৃত ধনু ত্যাগ করিতে হইবে।

ঐ চতুর্দ্দশ রাক্ষস এই কথা কহিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শূল ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া রামের প্রতি ধাবিত হইল। এবং ঐ সকল দুর্জ্জয় শূল রামের উপর নিক্ষেপ করিল। রাম ঐ চতুর্দ্দশ শূলই চতুর্দ্দশসংখ্যক কাঞ্চনভূষিত শর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর মহাতেজা, সূর্য্যসন্নিভ রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুরানয়ন পূর্ব্বক শিলাশাণিত বাণ সকল যোজনা করত ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনি লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সকল বাণ বেগে রাক্ষসগণের বক্ষ বিদারণ করত রুধিরে আপ্লুত হইয়া বল্মীকমধ্য হইতে সর্পগণের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। রাক্ষসগণও ঐ সকল বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ, শোণিতে স্নাত, বিরক্ত ও বিগতপ্রাণ হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষ সকলের ন্যায়, ধরণীতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া খরের নিকটে গমন করিয়া পুনরায় কাতরভাবে পতিত হইল; তখন তাহার গাত্রে রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়াছিল;

অতএব সে সনির্য্যাস লতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল। রাক্ষসী ভ্রাতার সমীপে শোকে কাতর হইয়া ঘোর চীৎকার করিল, এবং বিবর্ণ মুখে সস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

খরের ভগিনী শূর্পণখা রাক্ষসদিগকে নিপতিত দর্শন করত বেগে দৌড়িয়া আসিয়া নিবেদন করিল, রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে।

একবিংশ সর্গ।

শূর্পণখা বংশের মূর্ত্তিমান্ অনর্থরূপে পুনরায় আসিয়া পতিত হইল, দেখিয়া, খর ক্রোধভরে পুনর্ব্বার স্পষ্টাভিধানে বলিতে লাগিল, আমি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠাননিমিত্ত মাংসাশী বীর রাক্ষসদিগকে সম্প্রতি নিযোজিত করিয়াছি; তবে তুমি কিজন্য আবার রোদন করিতেছ? ঐ সকল রাক্ষস আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও সর্ব্বদাই হিতকারী, হন্যমান হইয়াও কোন মতে নিহত হয় না এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। অতএব, যেজন্য তুমি পুনরায়, হা নাথ, বলিয়া চীৎকার করত, সর্পের ন্যায়, ক্ষিতিতলে লুণ্ঠিত হইতেছ, সেই কারণ কি, শুনিতে অভিলাষ করি। আমি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে, তুমি কিজন্য অনাথের ন্যায়, বিলাপ করিতেছ? গাত্রোত্থান কর, গাত্রোত্থান কর এবং শোকব্যাকুলতা পরিহার কর।

খর এইপ্রকার কহিয়া, বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিলে, দুর্দ্ধর্ষা শূর্পণখা নেত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক তাহাকে কহিতে লাগিল, আমার নাসাকর্ণ উভয়ই গিয়াছে। এবং সর্ব্বশরীর শোণিতভারে নিতান্ত আর্দ্র হইয়াছে। এই অবস্থায় আমি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় তোমার সমীপস্থা হইলাম। তুমিও আমাকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিলে। কিন্তু তুমি আমার প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায়, লক্ষ্মণের সহিত ঘোরস্বভাব রামকে বধ করিবার জন্য, যে চৌদ্দজন শৌর্য্যশালী রাক্ষস

প্রেরণ করিয়াছিলে, রাম, মর্ম্মভেদী সায়কপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক শূল-পট্টিশ-পাণি অমর্ষপরায়ণ সেই রাক্ষসদিগের সকলকেই যুদ্ধে নিহত করিয়াছে। নিরতিশয় বেগবান্ রাক্ষসগণ ক্ষণমধ্যেই ধরা-শায়ী হইল এবং রাম মহৎ কার্য্য সাধন করিল, দেখিয়া, অত্যন্ত ত্রাস উপস্থিত হওয়াতে, আমি ভীত, উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া, সর্ব্বতঃ ভয় দর্শন পূর্ব্বক, পুনরায় তোমার শরণার্থিনী হইয়াছি। তুমি কিজন্য আমার উদ্ধার করিতেছ না? দেখ, আমি বিষাদরূপ নক্র ও মহাভয়রূপ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ সুবিপুল শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। যে সকল মাংসাশী রাক্ষস আমার পদবীর অনুসরণ করিয়াছিল, রাম সুশাণিত-সায়ক-প্রহারে তাহাদের সকলকেই ধরাসাৎ করিয়াছে। যদি আমার প্রতি এবং সেই সকল রাক্ষস সন্তানের প্রতি তোমার অনুকম্পা থাকে, অথবা, রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার যদি তেজ ও ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, রাক্ষসকুলের কণ্টকস্বরূপ দণ্ডকবাসী রামকে সংহার কর। আর, যদি অরাতি-নিপাতন রামকে আজি সংহার না কর, তাহা হইলে, তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব। নাসাকর্ণ ছিন্ন হওয়াতে, আমার আর কিছুমাত্র লজ্জা নাই। আমি নিজের বুদ্ধি দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, যে, তুমি চতুরঙ্গ বল লইয়াও যুদ্ধে রামের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি মহাযুদ্ধে আপনা আপনি শূর বলিয়া অভিমান কর; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার শৌর্য্য নাই। তোমার বিক্রমও মিথ্যা আরোপিত মাত্র। হে মূঢ়! হে কুলপাংসন! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সবান্ধবে জনস্থান হইতে দূর হও। নতুবা, রাম ও লক্ষ্মণকে সংগ্রামে সংহার কর। রাম লক্ষ্মণ মানুষ; তাহাদিগকে যদি বধ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে, সত্ত্বহীন ও বীর্য্যহীন হইয়া, তুমি আর কিরূপে এখানে থাকিতে পারিবে? রামের তেজে অভিভূত হইয়া, অচিরকালমধ্যেই তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। দশরথনন্দন রাম স্বভাবতই অতিশয়

তেজস্বী এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণও অতিশয় বীর। ঐ লক্ষ্মণই আমাকে বিরূপ করিয়াছে। অত্যন্ত-নিম্নোদরী নিশাচরী শূর্পণখা শোকে অভিভূত হইয়া, ভ্রাতার সমীপে এইরূপ বহুরূপ বিলাপ করিয়া, জ্ঞানচৈতন্যরহিত হইয়া পড়িল, এবং অত্যন্ত দুঃখভরে উদরে করদ্বয়ের আঘাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিল।

—•:•—

দ্বাবিংশ সর্গ।

শূর্পণখা রোষভরে উক্ত প্রকারে অবমাননা করিলে, তীক্ষ্ণস্বভাব শৌর্য্যশালী খর রাক্ষসসভামধ্যে তীক্ষ্ণতর বাক্যে বলিতে লাগিল, ভগিনি! তোমার অপমানে আমার যে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ক্ষতমধ্যে নিক্ষিপ্ত অত্যুৎকট ক্ষার-সলিলের ন্যায়, ঐ ক্রোধ ধারণ করিতে আমার শক্তি হইতেছে না। যাহা হউক, রাম ক্ষীণজীবী মানুষ; আমার যে পরাক্রম আছে, তাহাতে, রামকে গণনাই হয় না। সে যে কুকর্ম্ম করিয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্যই নিহত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিবে। অতএব, তুমি ক্রন্দন সংবরণ ও ভয় ত্যাগ কর; আমি রামকে লক্ষ্মণের সহিত যমালয়ে নীত করিব। অয়ি রাক্ষসি! অদ্য ক্ষীণপ্রাণ রাম মদীয় পরশ্বধে হত হইয়া, পতিত হইলে, তুমি তাহার অতিশয় লোহিতবর্ণ উষ্ণ শোণিত পান করিবে।

শূর্পণখা খরের বদনবিগলিত এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, অজ্ঞানপ্রযুক্ত নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, পুনরায় সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহোদরের প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচরী এই রূপে প্রথমে পরুষবাক্যপ্রয়োগপূর্ব্বক পশ্চাৎ প্রশংসা করিলে, খর, দূষণনামক সেনাপতিকে তৎক্ষণাৎ কহিল, সৌম্য! যাহারা সর্ব্বতোভাবে আমার মনোমত অনুষ্ঠান করে, যাহারা সমরে কখন পরাঙ্মুখ হয় না, যাহারা লোকের হিংসা করিয়া, সর্ব্বদা ক্রীড়া

করিয়া থাকে, যাহাদের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং যাহাদের বর্ণ নীলমেঘসদৃশ, তাদৃশ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে সর্ব্ব প্রকারে সুসজ্জিত করিয়া, তুমি আমার নিকট আনয়ন কর। তদ্ভিন্ন, দ্রুতগামী রথ, ধনু ও বিচিত্র শরসমূহ, সুশাণিত বিবিধ শক্তি ও খড়্গ সকলও উপস্থিত কর। অয়ি রণপণ্ডিত! আমি দুর্ব্বিনীত রামের সংহারার্থ মহানুভব রাক্ষসগণের অগ্রে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করি। খর এই কথা বলিতে বলিতেই, দূষণ বিচিত্রবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে সংযোজিত করিয়া, সূর্য্যসমবর্ণ এক মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক তাহার গোচরে নিবেদন করিল। ঐ রথের আকার মেরু-শিখরের ন্যায়, ভূষণ সকল তপ্তকাঞ্চনময়, চক্র সকল স্বর্ণময় এবং যুগন্ধর-যুগল বৈদূর্য্যমণিময়। মৎস্য, পুষ্প, দ্রুম, শৈল, চন্দ্রকান্তমণি, অলঙ্কারার্থ কাঞ্চন, পক্ষিসমূহ ও তারকাস্তবক, এই সকলে ঐ রথ সমাচ্ছন্ন, এবং ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা-শব্দে অলঙ্কৃত। খর ক্রোধভরে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই ধ্বজ ও নিস্ত্রিংশসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট-তুরঙ্গম-চালিত উল্লিখিত রথে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে দূষণ রথ চর্ম্ম আয়ুধ ও ধ্বজশালী সুবিপুল সৈন্যকে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিতে আদেশ করিল। সে, সমুদায় রাক্ষসকে ঐপ্রকার কহিলে, ভয়ঙ্কর চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন সেই রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে ও মহাশব্দে জনস্থান হইতে নির্গত হইল। এই রূপে, খরের ছন্দানুবর্ত্তী অতিমাত্র ভীষণস্বরূপ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মুদ্গার, পট্টিশ, সুতীক্ষ্ণ শূল, পরশ্বধ, খড়্গ, চক্র, পরম বিরাজমান বাণ, তোমর, শক্তি, পরিঘ, অতিমাত্র ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক, গদা, অসি, মুষল ও ভীমদর্শন বজ্র ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, জনস্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলে, খরের রথ তদ্দর্শনে অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রস্থান করিল। সারথি খরের অভিপ্রায় জানিয়া, বিচিত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত অশ্বদিগকে কষাঘাত করিল। তখন রিপুঘাতী খরের রথ সঞ্চালিতহইয়া, স্বীয় শব্দে তৎক্ষণাৎ দিক্ বিদিক সমুদায়

পরিপূরিত করিয়া তুলিল খরের স্বর অতি কঠোর। তৎকালে তাহার ক্রোধও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, শত্রুসংহারবাসনায় সবিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া, শিলাবর্ষী মহামেঘের ন্যায়, পুনরায় ঘোরগম্ভীর গর্জ্জন সহকারে সারথিকে উত্তেজিত করিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

এই রূপে ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলে, গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ অতীব ভীষণ জলধর সমুদিত হইয়া, তুমুল শব্দে শোণিতমিশ্রিত অশিব সলিল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার রথে যে সকল বেগবান্ অশ্ব যোজিত ছিল, তাহারা রাজমার্গে গমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে পুষ্পযুক্ত সমতল ভূমিতেও পতিত হইতে লাগিল। দিবাকরমণ্ডল সর্ব্বতোভাবে শ্যামবর্ণ পরিবেশে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। ঐ পরিবেশের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এবং আকার, অলাতচক্রের ন্যায়, বর্ত্তুল-ভাবাপন্ন। প্রকাণ্ডাকৃতি ভীষণপ্রকৃতি গৃধ্র হেমদণ্ড-মণ্ডিত অত্যুন্নত রথধ্বজের নিকটস্থ হইয়া, বিশিষ্টরূপে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিল। কঠোরকণ্ঠ মাংসাশী মৃগ ও পক্ষিগণ জনস্থানসমীপে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, বিবিধ কঠোর শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ঘোরস্বভাব শিবা সকল পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়া, রাক্ষসকুলের অমঙ্গলস্বরূপ ভয়ঙ্কর স্বরে তুমুল শব্দ আরম্ভ করিল। মত্ত-মাতঙ্গ-সমাকৃতি ভীমমূর্ত্তি মেঘমণ্ডলী জলের ন্যায় রাশি রাশি শোণিত বর্ষণ করিয়া, সমুদায় আকাশ একবারেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; ঈদৃশ অতিনিবিড় ভয়ঙ্কর তিমিরের আবির্ভাবে দিক্ বিদিক সমুদায় এককালেই প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর অণুমাত্রও প্রকাশিত হইল না। সন্ধ্যা, রুধিরার্দ্র বস্ত্রাদির সমান বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক

অকালেই প্রাদুর্ভূত হইল। ভীষণপ্রকৃতি মৃগ ও পক্ষিগণ পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে কঠোর স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। কঙ্ক, গোমায়ু ও গৃধ্রগণ ভয়সূচনা পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। এবং যুদ্ধে নিত্য অশুভশংসী শিবা সকল বিভীষিকা প্রদর্শন সহকারে সৈন্যগণের অভিমুখে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে তাহাদের মুখগহ্বর হইতে অগ্নিশিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। ভাস্করের সমীপদেশে আয়ুধ-সদৃশাকৃতি কবন্ধ দেখা যাইতে লাগিল। মহাগ্রহ রাহু পর্ব্ব-ব্যতিরিক্ত সময়েও সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিল। সমীরণ প্রচণ্ড ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন। খদ্যোত-সবর্ণা তারকাসমূহ, রাত্রি না হইলেও, উৎপতিত হইতে লাগিল। পুষ্করিণী সকলে পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল এবং মীন ও বিহঙ্গম সমুদায় অন্তর্হিত হইল। বৃক্ষ সকল সেই ক্ষণে ফল-পুষ্প-বিহীন হইয়া উঠিল। জলধরের ন্যায় ধূসরবর্ণ ধূলিরাশি, বায়ু না বহিলেও, উত্থিত হইল। তৎকালে সারিকা সকল শিক্ষিত শব্দ ত্যাগ করিয়া, চীচী কূচি ইত্যাদি অব্যক্ত ধ্বনি করিতে লাগিল। ঘোরদর্শন উল্কা সকল সশব্দে পতিত হইতে লাগিল। এবং বন, কানন ও পর্ব্বত সহিত সমগ্র মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিলেন। ধীমান্ খর রথে থাকিয়া, গর্জ্জন করিতেছিল। তাহার বাম বাহু নিতান্ত কম্পমান ও স্বর রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ঐ অবস্থায় ইতস্ততঃ দর্শন করিতে করিতে, তাহার দৃষ্টি অশ্রুসলিলে পূর্ণ, ললাট রুগ্নভাবাপন্ন এবং বারংবার মোহের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কোন মতেই তাহার নিবৃত্তি হইল না।

এই সকল রোমাঞ্চকর মহোৎপাত উপস্থিত দেখিয়া, খর হাস্য করিয়া, সমুদায় রাক্ষসকে কহিল, বলবান্ যেমন দুর্ব্বলদিগকে গণনা করে না, আমিও সেইরূপ বীর্য্যবশতঃ এই উপস্থিত ঘোরদর্শন উৎপাত সকল মনোমধ্যে স্থান দিতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সুতীক্ষ্ণ সায়কপ্রহারে নভস্তল হইতে তারাও পাতিত

করিতে পারি; এবং মৃত্যুরও মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকি। বল-মদমত্ত রামকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত, সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সংহার না করিয়া, নিবৃত্ত হইতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। যে শূর্পণখার জন্য রাম ও লক্ষ্মণের বুদ্ধি-বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, সেই ভগিনী শূর্পণখা ভ্রাতার সহিত রামের রক্ত পান করিয়া, সিদ্ধ-কামা হউন। আমি ইতিপূর্ব্বে কখন যুদ্ধে পরাজয় প্রাপ্ত হই নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব আমি মিথ্যা বলিতেছি না; আমি ক্রুদ্ধ হইলে, মত্ত ঐরাবতে অধিরূঢ় বজ্র-হস্ত ইন্দ্রকেও যুদ্ধে বধ করিতে পারি; রাম লক্ষ্মণ মানুষ, তাহা-দের কথা আর কি কহিব? মহাবল রাক্ষস-বল মৃত্যু-পাশে নিতান্তই বদ্ধ হইয়াছিল। খরের এই গর্জ্জন কর্ণগোচর করিয়া, অতুল হর্ষ লাভ করিল।

এদিকে যুদ্ধদর্শনবাসনায় মহাত্মা ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ সমবেত হইলেন। সেই পুণ্যকর্ম্মা সকল সমবেত হইয়া, পরস্পর এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, গো ও ব্রাহ্মণ সকল সুখে থাকুন; তদ্ভিন্ন, আর যাঁহারা লোকগণের মাননীয়, তাঁহারাও সুখে থাকুন। চক্রহস্ত বিষ্ণু যেমন সমুদায় অসুর-প্রধানকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচরদিগকে জয় করুন। পরমর্ষিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। দেবগণ কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, বিমানে আরো-হণ পূর্ব্বক গতায়ু রাক্ষসগণের সুবিপুল সৈন্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে খর রথারোহণে বেগভরে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বিনির্গত হইলে, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশক্র, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পুরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, মহামালী, সর্পাস্য, ও রুধিরাশন এই বার জন মহাবীর তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথি ও ত্রিশিরা,

এই চার জন, সেনার অগ্রে দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। গ্রহশ্রেণী যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যের সন্নিধানবর্ত্তী হয়, সেইরূপ, মহাবল রাক্ষসবল সমরাভিলাষে সহসা রাজপুত্র রাম লক্ষ্মণের সকাশে সমুপস্থিত হইল। তাহাদের বেগ অতিশয় ভয়াবহ এবং স্বভাব নিরতিশয় ক্রূর।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

খর-পরাক্রম খর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, রাম ভ্রাতার সহিত উল্লিখিত উৎপাতপরম্পরা অবলোকন করিলেন। তিনি প্রজাগণের অমঙ্গলকর অতীব ভয়ঙ্কর ঐ সকল উৎপাত দর্শনে নিতান্ত অস্বস্থ চিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, অয়ি মহাবাহো! সর্ব্বভূতের প্রাণান্তকর এই মহোৎপাত সকল রাক্ষসকুলের সংহার-সূচনার্থ সমুপস্থিত হইয়াছে, অবলোকন কর। গর্দ্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ অত্যুৎকট মেঘমণ্ডলী ঐ আকাশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, কঠোর শব্দে রুধিররাশি বর্ষণ করিতেছে। আমার শর সকল ধূমোদ্গারসহকারে যুদ্ধানন্দপ্রদর্শনপূর্ব্বক তূণীরমধ্যে বিচলিত হইতেছে এবং স্বর্ণপৃষ্ঠ শরাসনসমূহও প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। বনচারী পক্ষিগণ যেরূপ শব্দ করিতেছে, তাহাতে, আমাদের ভয় ও প্রাণসংশয় নিতান্ত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে; অবিলম্বেই তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বীর! আমার এই দক্ষিণবাহু বারংবার স্পন্দিত হইয়া, সূচনা করিতেছে, যে, আমাদের জয় ও শত্রুপক্ষের পরাজয় হইবার বিলম্ব নাই। তোমার মুখমণ্ডলও সুপ্রসন্ন ও সুপ্রভ, লক্ষিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত যে সকল ব্যক্তির মুখ নিষ্প্রভ হয়, তাহাদের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। রাক্ষসগণের ঘোর গভীর গর্জ্জননির্ঘোষ ঐ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। সেই ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরগণের ভেরীধ্বনিও ঐ শ্রুতিগোচর হইতেছে। কল্যা-

র্থার্থী বিচক্ষণ পুরুষ বিপদ আশঙ্কায় ভাবী অনিষ্টের প্রতিবিধান করিবেন। অতএব তুমি শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া পাদপপ্রচ্ছাদিত দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় কর। তুমি আমার এই কথার অবাধ্য হইবে, এরূপ ইচ্ছা করি না। বৎস! আমার চরণের দিব্য, তুমি অবিলম্বেই সীতাকে লইয়া গমন কর। তুমি শূর ও বলবান্, নিশ্চয়ই এই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পার, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি নিজেই ইহাদের সকলকে সংহার করিতে ইচ্ছা করি।

রাম এইপ্রকার কহিলে, লক্ষ্মণ শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতাকে লইয়া, দুর্গম গিরিগুহা আশ্রয় করিলেন। তিনি সীতার সহিত পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইলে, রাম তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর কবচ পরিধান করিলেন। অগ্নিবর্ণ কবচে বিভূষিত হওয়াতে তিনি, অন্ধকারমধ্যে প্রাদুর্ভূত মহাগ্নির ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি শরাসন সমুদ্যত ও শর সকল সংগ্রহ করিয়া, জ্যাশব্দে সমস্ত দিক প্রতিধ্বনিত করত তথায় সম্যক প্রকারে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ঐ সময়ে মহাত্মা দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ যুদ্ধদর্শনকামনায় তথায় সমাগত হইলেন। ত্রিভুবনে ব্রহ্মর্ষি-সত্তম বলিয়া যাঁহাদের বিখ্যাতি আছে, সেই সকল মহানুভাব ঋষিও আগমন করিলেন। ঐ সকল পুণ্যকর্ম্মা সমবেত হইয়া, পরস্পর এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, গো ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। চক্রহস্ত বিষ্ণু যেমন অসুরপ্রধানদিগকে জয় করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন রাম তেমনি যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশীয় নিশাচরদিগকে জয় করুন। এইপ্রকার বাক্যবিন্যাস পূর্ব্বক তাঁহারা পুনরায় পরস্পর অব-লোকন করত কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসেরা চৌদ্দহাজার এবং ইহাদের কার্য্যও অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু রাম একাকী এবং পরম ধার্ম্মিক। কিরূপে যুদ্ধ হইবে, বলা যায় না। এইপ্রকার কৌতু-

হলপরতন্ত্র হইয়া রাজর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরাদি সমুদায় দেবযোনিগণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ রামচন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ তেজে আবিষ্ট হইয়া, সংগ্রাম-শির আশ্রয় করিলেন, দেখিয়া, প্রাণিমাত্রেই ভয় বশতঃ ব্যথিত হইয়া উঠিল। মহাত্মা রুদ্র ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার রূপ যেরূপ অতুলনীয় হইয়া থাকে, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের রূপও সেইরূপ অপ্রতিম হইয়া উঠিল। সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ এই বিষয় লইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসসৈন্য ভয়ঙ্কর চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ গ্রহণ করিয়া, গভীর নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। তাহারা পরস্পর অভিমুখে গমন পূর্ব্বক বীরবাক্যে সম্ভাষণ, শরাসন সকল বিস্ফারণ, বারংবার জৃম্ভাত্যাগ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার এবং দুন্দুভি সকলে আঘাত করাতে, সুবিপুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া, সমস্ত কাননপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। বনচারিগণ সেই শব্দে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া, পশ্চাদ্দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেখানে ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, তথায় পলায়ন করিল।

এদিকে, রাক্ষস সৈন্য বিবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্ব্বক সাগর-সদৃশ গম্ভীর ভাবে মহাবেগে রামের অনুবর্ত্তী হইল। রণপণ্ডিত রাম চতুর্দ্দিকে চক্ষু চালনা করত খরসৈন্য দর্শন করিলেন। এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভিমুখীন হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনুর্বিস্ফারণ ও তূণ হইতে সায়কসমূহ সমুদ্ধরণ পূর্ব্বক রাক্ষসকুলের সংহার বাসনায় যারপর নাই রোষাবিষ্ট হইলেন। ক্রোধাবির্ভাব প্রযুক্ত, প্রলয়কালপ্রাদুর্ভূত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তদীয় রূপ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। বনদেবতাগণ তাঁহাকে তেজোময় দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন দক্ষযজ্ঞবিনাশোদ্যত পিনাকীর ন্যায়, রামের রূপ রোষাবেশবশে নিতান্ত ভয়ঙ্করস্বরূপ ধারণকরিয়াছে। নীলবর্ণ নীরদনিচয় যেরূপ

সূর্য্যোদয়ে সুশোভিত হয়, রাক্ষস সৈন্যও অগ্নিসমবর্ণ কবচ, রথ, আভরণ ও কার্ম্মুকপরম্পরার সান্নিধ্যবশতঃ সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।

—০:০—

পঞ্চবিংশ সর্গ।

খর পরিচরবর্গের সহিত আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক অবলোকন করিল, রিপুঘাতী রাম ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে সে কঠোরনিস্বন জ্যারোপিত ধনু ধারণ করিয়া, সারথিকে রামের অভিমুখে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিল। সারথি তদীয় আজ্ঞানুসারে, মহাবাহু রাম ধনুর্ব্বিস্ফারণপূর্ব্বক একাকী যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় অশ্বদিগকে চালনা করিল।

এদিকে, খর সেনামুখ হইতে নির্গত হইল, দেখিয়া তদীয় অমাত্যপক্ষীয় নিশাচরগণ ঘোরতর গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে তাহাকে পরিবেষ্টিত করিল। রথারোহী খর রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া, তারাগণমধ্যবিহারী উদ্ধত মঙ্গলগ্রহের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শরসহস্রে অপরিসীমতেজস্বী রামকে নিপীড়িত করিয়া, গভীর গর্জ্জন পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে সমুদায় নিশাচর ক্রুদ্ধ হইয়া, ভয়ঙ্কর-ধনুর্দ্ধর দুষ্পরাজেয় রামকে লক্ষ্য করিয়া, বিবিধ শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা রোষপরায়ণ হইয়া, ভূরি ভূরি লৌহময় মুদ্গর, শূল, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। মহাবল মহাকায় মেঘাকৃতি ঐ নিশাচরগণ অশ্ব, রথ ও গিরিশৃঙ্গাকৃতি হস্তিসমূহে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে বধ করিবার বাসনায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং মহামেঘ যেমন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ, তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। রাম

ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, ভূতগণসমূহে পারিষদ্‌-পরিবেষ্টিত মহাদেবের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। এবং সাগর যেমন নদী সকলকে প্রতিগ্রহ করেন, সেইরূপ তিনি শরপ্রয়োগ সহকারে রাক্ষসগণের পরিত্যক্ত শস্ত্র সকল প্রতিহত করিলেন। তাহাদের ভয়ঙ্কর প্রহরণসমূহে গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইলেও তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বহুসংখ্য প্রদীপ্ত বজ্রাঘাতে মহাচলও এইরূপ ব্যথিত হয় না। সর্ব্বশরীর শরবিদ্ধ হওয়াতে, শোণিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাতে, সন্ধ্যামেঘসমাবৃত দিনমণির ন্যায়, রঘুনন্দন রামের শোভা হইল। তৎকালে, একাকী রাম সহস্র সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর রাম নিরতিশয় রোষাবেশবশে কার্ম্মুক মণ্ডলীকৃত করিয়া, শত শত ও সহস্র সহস্র সুশাণিত শর মোচন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল বাণ সহজে নিবারণ করা বা সহ্য করা সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং দেখিতে কৃতান্তের পাশাস্ত্রসদৃশ। তিনি অবলীলাক্রমে কাঞ্চনভূষিত কঙ্কপত্রালঙ্কৃত ভৎসমস্ত শর শত্রু-সৈন্যমধ্যে মোচন করিলে, তাহারা, কালপ্রক্ষিপ্ত পাশসমূহের ন্যায় রাক্ষসগণের প্রাণহরণ ও দেহভেদ পূর্ব্বক তাহাদের শোণিতে আপ্লুত হইয়া, অন্তরীক্ষে গমন করত প্রজ্বলিত পাবক-সম তেজে বিরাজ করিতে লাগিল। এইরূপে রামের ধনুর্ম্মণ্ডল হইতে, রাক্ষসগণের প্রাণসংহর খরতর অসংখ্যেয় শর বিনি-পাতিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের সাহায্যে রাক্ষসগণের শত শত ও সহস্র সহস্র শরাসন, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, হস্তাভরণ সহিত বাহু এবং করিকরসদৃশ ঊরু সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার শর সকল গুণচ্যুত হইয়া, সারথিসহিত কাঞ্চন-কবচ-লাঞ্ছিত রথযুক্ত অশ্ব, গজারোহিসহিত গজ এবং অশ্ব সহিত অশ্বারোহিদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি পদাতি-

দিগকে সমরে সংহার করিয়া, শমনসদনে সমানীত করিলেন। রাক্ষসগণ তীক্ষ্ণধার নালীক, নারাচ ও বিকর্ণিসমূহে ছিদ্যমান হইয়া, ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। শুষ্ক অরণ্যানী যেমন অগ্নিসংযোগে সাতিশয় অস্বস্থ হইয়া উঠে, রাক্ষসসৈন্যও সেইরূপ রামের মর্ম্মভেদী শরসমূহে অর্দ্দিত হইয়া, সুখলাভে সমর্থ হইল না তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভীমবল শৌর্য্যশালী রাক্ষস নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, রামের প্রতি প্রাস, পরশ্বধ ও শূল সকল নিক্ষেপ করিল। মহাবাহু বীর্য্যবান্ রাম শরপরম্পরাপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের শস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া, তাহাদের প্রাণ হরণ ও শিরোধর সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে পরিক্ষিপ্ত হইয়া, পাদপপুঞ্জ যেরূপ পৃথিবীতলে পতিত হয়, সেইরূপ, রাক্ষসগণ ছিন্নমস্তকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল; তাহাদের ধনু ও চর্ম্মও ছিন্ন হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ রামশরে আহত হইয়া, নিতান্ত মলিনভাবে আত্মরক্ষাবাসনায় খরের অভিমুখে ধাবমান হইল। দূষণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরাসনগ্রহণপূর্ব্বক, তাহাদের সকলকে আশ্বাস দিয়া, কুপিত কৃতান্তের ন্যায়, ক্রোধান্বিত রামের সম্মুখে বেগভরে গমন করিল। তখন রণপরাঙ্মুখ নিশাচরগণ দূষণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া, সাল, তাল ও শিলা সকল আয়ুধস্বরূপ ধারণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা সকলেই মহাবল এবং সকলেরই হস্তে পাশ, মুদ্গর ও শূল। তাহারা শরবৃষ্টি, শস্ত্রবৃষ্টি, বৃক্ষবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তখন, রাম ও রাক্ষসগণে পুনরায় অতীব ভয়াবহ ও বিস্ময়াবহ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া, সকলেরই শরীর রোমাঞ্চিত করিল। রাক্ষসগণ রোষাবিষ্ট হইয়া, পুনর্ব্বার চারি দিক্ হইতেই তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সমুদায় দিক্ ও বিদিক এবং নিজেও শরবর্ষী নিশাচরগণে সমাচ্ছন্ন হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া, রাক্ষসগণের

উদ্দেশে পরমদীপ্তিমান গান্ধর্ব্বাস্ত্র যোজনা করিলেন। তখন ধনুর্ম্মণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল। সেই সমাগত শরসমূহে সমুদায় দিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। রাক্ষসেরা তদীয় শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তিনি যে ভয়ঙ্কর উৎকৃষ্ট শর সকল গ্রহণ ও মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা তাহারা দেখিতে পাইল না; কেবল তাঁহাকে ধনু আকর্ষণ করিতেই দেখিল। তাঁহার শরে শরে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইয়া, দিবাকরসহিত আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাম অনবরত রাশি রাশি শর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা ভূরি ভূরি রাক্ষস, কেহ হত ও কেহ পতিত হইল এবং কেহ বা পতিত হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার এককালেই সম্পন্ন হইল। পৃথিবী হত, পতিত ও পতনপ্রবৃত্ত রাক্ষসগণে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। রণভূমির সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র হত, পতিত, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদারিত ও কণ্ঠগতপ্রাণ নিশাচর লক্ষিত হইতে লাগিল। উষ্ণীষসহিত মস্তক, অঙ্গদসহিত বাহু, শুদ্ধ বাহু, ঊরু, বিবিধ আভরণ, প্রধান প্রধান হস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, ধ্বজ, শূল ও পট্টিশ, এই সকল রাশি রাশি, রামের বাণাঘাতে ছিন্ন হইয়া, চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিলে, পৃথিবী ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে পতিত দেখিয়া, হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, পরপুরবিজয়ী রামের সম্মুখে গমন করিতে আর সমর্থ হইল না।

—•:•—

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্য নিহত হইতেছে, দেখিয়া, সহজে পরাজিত ও কখন সমরে পরাঙ্মুখ হয় না, তাদৃশ ভয়ঙ্করবেগ-শালী পঞ্চসহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপরি অনবরত রাশি রাশি শূল, পট্টিশ

খড়্গ, শিলা, বৃক্ষ ও শর বর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রাম সুশাণিত সায়কসমূহে সেই প্রাণান্তকর সুবিপুল বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন। এবং বৃষ যেমন নিমীলিতলোচনে বর্ষধারা প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপে তাহা সহ্য করিয়া, সমুদায় রাক্ষসের সংহার নিমিত্ত নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ক্রোধ-ভরে ও তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, শরজালে দূষণের সহিত যাবতীয় নিশাচরসৈন্য সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে শত্রু-দূষণ সেনাপতি দূষণ ক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রসদৃশ শরসমূহে রামকে এক বারেই প্রচ্ছাদিত করিল। তখন রাম নিরতিশয় রোষভরে ক্ষুরাস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক দূষণের প্রকাণ্ড কোদণ্ড ছেদন করিয়া, চারি শরে চারি অশ্ব বধ করিলেন। অশ্বদিগকে তীক্ষ্ণ শরে বধ করিয়া, অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন এবং তিন শরে রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দূষণ হতধনু, হত-রথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া, গিরিশৃঙ্গসদৃশ এক পরিঘ গ্রহণ করিল। ঐ পরিঘ দেখিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। উহা কাঞ্চন-পট্টে বেষ্টিত, দেবসৈন্যবিনাশন, লৌহনির্ম্মিত শাণিতধার শঙ্কু-পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, শত্রুগণের বসায় অভিষিক্ত, বজ্র ও অশনির ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট এবং অনায়াসেই বিপক্ষের পুরদ্বার বিদীর্ণ করিয়া থাকে। ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ মহোরগসদৃশ ঐ পরিঘ ধারণ করিয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। রাম সেই ধাবমান অবস্থায় দুই শরে দূষণের হস্তাভরণসম্বলিত দুই বাহু ছেদন করিলেন। হস্ত ছিন্ন হওয়াতে, তাহার সেই প্রকাণ্ডা-কৃতি পরিঘ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, রণাগ্রে পতিত হইল। ছিন্নহস্ত দূষণও ধরাতল আশ্রয় করিল। বোধ হইল, দশনদ্বয় বিগলিত হওয়াতে, যেন কোন মনস্বী মহাগজ পতিত হইয়াছে। দূষণ যুদ্ধে নিহত ও ধরাশায়ী হইল দেখিয়া, প্রাণি-মাত্রেই সাধু সাধু, বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই অবসরে সৈন্যের অগ্রভাগবর্ত্তী তিন জন নিশাচর পর-

স্পর মিলিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া, ক্রোধভরে রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। ইহাদের নাম মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও মহাবল প্রমাথী। তন্মধ্যে মহাকপাল সুবিপুল শূল উদ্যত, স্থূলাক্ষ পট্টিশ গ্রহণ এবং প্রমাথী পরশ্বধ ধারণ করিয়া, ধাবমান হইল। রাম তীক্ষ্ণধার সুশাণিত সায়কপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক অভ্যাগত অতিথির ন্যায়, অভিমুখে ধাবমান সেই রাক্ষসত্রয়কে প্রতিগ্রহ করিয়া, পরে অসংখ্য বাণবর্ষণ সহকারে মহাকপালের মস্তক ছেদন, প্রমাথির প্রমথন এবং স্থূলাক্ষের স্থূল অক্ষিদ্বয় পরিপূরণ করিলেন। স্থূলাক্ষ তাহাতেই নিহত হইয়া, শাখাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড পাদপের ন্যায়, ভূমিতলে প্রতিত হইল। অনন্তর রাম কুপিত হইয়া পঞ্চ সহস্র সায়ক প্রহারে দূষণের অনুযায়ী পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে ক্ষণমধ্যেই যমভবনে প্রেরণ করিলেন।

দূষণ ও তাহার অনুযাত্রিক সৈন্য নিহত হইয়াছে, শুনিয়া, খর ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাবল সেনাধ্যক্ষদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিল, দূষণ স্বীয় অনুগামিবর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব তোমরা সকল রাক্ষসে মিলিত হইয়া, সুবিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে বিবিধাকার শস্ত্র-প্রয়োগ-পুরঃসর কুমানুষ রামকে যুদ্ধে নিপাতিত কর। খর এইপ্রকার আদেশপুর্ব্বক ক্রোধভরে স্বয়ং রামের অভিমুখে ধাবমান হইলে, শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, পরবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য, রুধিরাশন, এই বার জন অতিশয় বীর্য্যশালী সৈন্যাধ্যক্ষ সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট শরজাল বিস্তার করত তদীয় পদবীর অনুসরণ করিল। তদ্দর্শনে তেজস্বী রাম হেমবজ্রবিভূষিত পাবকপ্রতিম সায়কসমূহে খরের ঐ হতশেষ সৈন্যদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্র যেরূপ প্রকাণ্ডকায় পাদপপুঞ্জ পাতিত করে, তদ্রূপ রামের স্বর্ণপুঙ্খ সায়ক সমস্ত সধূম অগ্নির ন্যায়,

রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তিনি একশত কর্ণি দ্বারা তাবৎসংখ্যক রাক্ষস এবং সহস্র কর্ণি দ্বারা সহস্র নিশাচরের প্রাণ হরণ করিলেন। রাক্ষসগণ শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে পতিত হইল। তাহাদের বর্ম, আভরণ ও শরাসন সকল ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। যজ্ঞীয় মহাবেদি যেমন কুশপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ সমস্ত পৃথিবী শোণিতাক্ত-দেহ মুক্তকেশ নিশাচরগণে একবারেই প্রচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসকুল নির্মূল হওয়াতে, বনভূমি তাহাদের মাংসশোণিত-কর্দ্দমে আচ্ছন্ন হইয়া. ক্ষণমধ্যেই অতীব ভয়ঙ্কর নরকের আকার ধারণ করিল। মানুষ রাম একাকীই বিনারথে চতুর্দশ সহস্র ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস নিধন করিলেন। সমুদায় সৈন্যের মধ্যে মহারথ খর, ত্রিশিরা ও রিপুসূদন রাম এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রামের হস্তে নিহত হইল। ঐ সকল রাক্ষস অতিশয় বীর্য্যশালী এবং ভয়ঙ্কর ও দুঃসহ স্বভাব সম্পন্ন।

এইরূপে তুমুল সংগ্রামে সমুদায় ভীমবল রাক্ষসবল বলবান্ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক নিহত হইল, দর্শন করিয়া, খর প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক উদ্যতবজ্র বজ্রীর ন্যায়, রামকে আক্রমণ করিল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

খর রামের অভিমুখে প্রস্থান করিলে, বাহিনীপতি ত্রিশিরা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটস্থ হইয়া, কহিতে লাগিল, তুমি এই সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমার বিক্রম আছে, আমাকেই নিযুক্ত কর। দেখিবে, মহাবাহু রাম যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া, সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাক্ষসমাজেরই বধ্য রামকে বধ করিব। হয়, আমিই রণে রামের মৃত্যু, না হয়, রামই আমার মৃত্যু অতএব তুমি রণোৎসাহ

ত্যাগ করিয়া, ক্ষণকাল আমাদের উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শন কর। রাম নিহত হইলে, হয়, তুমি অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, জনস্থানে গমন করিবে, না হয়, আমি বিনষ্ট হইলে, যুদ্ধের জন্য রামের সম্মুখীন হইবে। ত্রিশিরা মৃত্যুলোভে খরকে প্রসন্ন করিয়া, যুদ্ধের জন্য তাহার অনুমতি লইয়া, রামের অভিমুখে গমন করিল। সে অশ্বযুক্ত উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিয়া, ধাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত গমন করিতেছে। মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ, সে শরধারা বর্ষণ করিয়া, জলার্দ্র দুন্দুভির ন্যায়, শব্দ করিতে লাগিল। রাম রাক্ষস ত্রিশিরাকে আগমন করিতে দেখিয়া, শরাসন সহায়ে সুশাণিত সায়ক সকল বিধূনিত করিয়া, তাহাকে প্রতিহত করিলেন। তখন, অতিশয় বলশালী সিংহ ও হস্তীর ন্যায়, রাম ও ত্রিশিরা উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ত্রিশিরা শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া ললাটে আঘাত করিলে, রাম তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, রোষ ও উৎসাহ ভরে কহিতে লাগিলেন, বিক্রম শূর নিশাচরের ঈদৃশ বল নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়! কেননা, এই রাক্ষস পুষ্পের ন্যায়, শরাঘাতে আমার ললাট বিদ্ধ করিল। এক্ষণে, তুমি আমারও ধনুর্গুণবিনিঃসৃত শর সকল প্রতিগ্রহ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রোধ ও উৎসাহভরে আশীবিষ সদৃশ চতুর্দ্দশ শরে ত্রিশিরার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। পরে আনতপর্ব্ব শরচতুষ্টয়ে ত্রিশিরার বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিয়া, আট বাণে সারথিকে রথোপস্থে শায়িত এবং এক বাণে অত্যুন্নত ধ্বজ ছেদন করিলেন। সারথি ও অশ্ব হত হওয়াতে, ত্রিশিরা রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পতিত হইবার উপক্রম করিল। রাম সেই সময়েই শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, তাহার হৃদয় ছিন্ন করিলেন। সে আর আয়ুধগ্রহণে সমর্থ হইল না। অনন্তর অপ্রমেয়াত্মা রাম নিরতিশয় রোষভরে

বেগবিশিষ্ট শরত্রয় সহায়ে তাহার মস্তকত্রয় নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মস্তক পতিত হইলে, সমরস্থ নিশাচর ত্রিশিরা রাম-বাণে নিরতিশয় আহত হইয়া, সধূম শোণিত উদ্গার করত ধরাতল আশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে খরের আশ্রিত হতশেষ রাক্ষসগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া, ব্যাঘ্রতাড়িত মৃগযূথের ন্যায়, পলায়ন করিল; কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিল না।

খর তাহাদিগকে পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়া, নিবৃত্ত করত রোষভরে দ্রুতপদ সঞ্চারে, চন্দ্রের উদ্দেশে রাহুর ন্যায়, রামের অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

যুদ্ধে ত্রিশিরার সহিত দূষণ নিহত হইল, দেখিয়া, রামের বিক্রম দর্শনে খরেরও ভয় সঞ্চার হইল। সে দেখিল, একাকী রাম দুর্বিষহ-পরাক্রম-সম্পন্ন মহাবল রাক্ষসবল এবং দূষণ ও ত্রিশিরাকেও সংহার করিলেন। এইরূপে স্বীয় সৈন্য স্বল্পাবশিষ্ট দর্শন করিয়া, নিশাচর খর, বিমনায়মান হইয়া, নমুচি যেমন ইন্দ্রকে, তদ্রূপ রামকে আক্রমণ করিল। অনন্তর বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া, রামের উদ্দেশে ক্রুদ্ধ আশীবিষকল্প শোণিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং বারম্বার ধনুর্গুণ বিধূনন ও শর সকল সন্ধান করিয়া, শিক্ষাবলে বহুবিধশরপ্রয়োগমার্গপ্রদর্শনপূর্ব্বক রথারোহণে সমরভূমিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে মহারথ খর বাণ পরম্পরায় দিক্ বিদিক্ সমুদায় আচ্ছন্ন করিলে, রাম প্রকাণ্ড কোদণ্ড আকর্ষণ করিয়া, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দুর্বিষহ সায়কসমূহে, বৃষ্টিধারায় মেঘের ন্যায়, আকাশমণ্ডল এক বারেই নীরন্ধ্রিত করিলেন। তৎকালে, রাম ও খর উভয়ের বিমুক্ত শাণিত শরনিকরে চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী

সমুদায় আকাশ নিরবকাশ ও শরময় হইয়া উঠিল। সূর্য্যও শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া, অদৃশ্য হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের সংহারজন্য পরম উৎসাহে তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অঙ্কুশ দ্বারা যেমন মদমত্ত হস্তীকে আঘাত করে, রাক্ষস তদ্রূপ নালীক, নারাচ ও তীক্ষ্ণধার বিকর্ণিপরম্পরায় যুদ্ধে রামকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রথারোহণে অবস্থিতি করাতে, প্রাণিমাত্রেই তাহাকে সাক্ষাৎ পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, দর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে সমুদায় রাক্ষসসৈন্যের নিহন্তা, পুরুষকারসম্পন্ন, পরমধৈর্য্যশালী রামকে পরিশ্রান্ত বলিয়া, খরের মনে হইল। কিন্তু, ক্ষুদ্রমৃগদর্শনে সিংহ যেমন উদ্বিগ্ন হয় না, সিংহের ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন এবং সিংহের ন্যায় বিক্রান্তগতিবিশিষ্ট নিশাচর খরকে দর্শন করিয়া, রামেরও তদ্রূপ উদ্বেগ উপস্থিত হইল না। অনন্তর খর সূর্য্যসমদ্যুতি সুবিপুল রথারোহণে, পাবককে পতঙ্গের ন্যায়, রামকে আক্রমণ করিল। এবং লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মহাত্মার সশর শরাসন মুষ্টিদেশে ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট অপর সপ্ত শর সন্ধানপূর্ব্বক রামের মর্ম্মস্থল আহত করিল। এবং পুনরায় অপরিসীমতেজস্বী রামকে শরসহস্রে সন্তাড়িত করিয়া, ঘোর গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাহার পরিত্যক্ত সুন্দরপর্ব্ববিশিষ্ট সায়কসমূহে আহত হইয়া, রামের সূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন কবচ ভূপতিত হইল। সর্ব্বশরীর শরাহত হওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন রাম শত্রুর সংহার জন্য আর এক প্রকাণ্ড ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন। ঐ ধনুর শব্দ গম্ভীরভাবাপন্ন। মহর্ষি অগস্ত্য যাহা দান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিপুল বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া, খরের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন। এবং নিরতিশয় ক্রোধভরে

স্বর্ণময়পুঙ্খবিশিষ্ট আনতপর্ব্ব শরসমূহে তাহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরমসুন্দর উল্লিখিত কাঞ্চনময় ধ্বজ বহুশ ছিন্ন হইয়া, দেবগণের আজ্ঞায় সূর্য্যের ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে মর্ম্মজ্ঞ খর ক্রুদ্ধ হইয়া, শরচতুষ্টয়-প্রয়োগপূর্ব্বক, অঙ্কুশ দ্বারা মাতঙ্গের ন্যায়, রামের সমুদায় গাত্র ও হৃদয় বিদ্ধ করিল। তিনি খর-কার্ম্মুক-নিঃসৃত বহু-সংখ্য শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া, নিরতিশয় রঞ্জিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ধম্বি-শ্রেষ্ঠ পরম ধনুর্দ্ধর রাম সেই ঘোরতর যুদ্ধে সম্যক্ বিধানে ধনুগ্রহণপূর্ব্বক, বিশিষ্টরূপে লক্ষ্যে সন্ধিত করিয়া, ছয় শর ত্যাগ করিলেন। তন্মধ্যে এক বাণে খরের মস্তক, দুই বাণে দুই বাহু এবং অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্রাকৃতি বাণত্রয়ে তাহার বক্ষস্থল আহত করিলেন। তদনন্তর সেই মহাতেজা ক্রুদ্ধ হইয়া, ভাস্করপ্রতিম, শিলাশাণিত ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহাকে প্রহার করিয়া, এক নারাচে তাহার রথের যুগ, চারি নারাচে বিচিত্রবর্ণ অশ্ব সকল, ষষ্ঠ নারাচে সারথির মস্তক, তিন নারাচে রথের সম্মুখস্থ যুগাধারদণ্ড, দুই নারাচে অক্ষ এবং দ্বাদশ নারাচে খরের ধনুঃসহ হস্ত ছেদন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রসম মহাবল রাম হাস্য করিয়া, বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ নারাচে খরকে বিদ্ধ করিলে, সে হতধনু, হতরথ, হতসারথি ও হতাশ্ব হইয়া, গদা গ্রহণ করিয়া, লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূমিতলে অবস্থিতি করিল।

সমবেত দেবতা ও মহর্ষিগণ বিমানশিখরে আরূঢ় হইয়া, মহারথ রামের এই কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রহৃষ্ট চিত্তে এক বাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

পরমতেজস্বী রাম, গদাহস্তে ভূমিতলে অবস্থিত রথহীন খরকে মৃদুপূর্ব্ব পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তুমি অশ্ব গজ ও রথসঙ্কুল সুবিপুল সৈন্যের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব্ব-লোকবিগর্হিত দারুণ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছ। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দ্দয় ও সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, লোকের উদ্বেগ উৎপাদন করে, সে ত্রিলোকের ঈশ্বর হইলেও, স্বপদভ্রষ্ট হইয়া থাকে। হে নিশাচর! যে ব্যক্তি লোকবিরুদ্ধ অতি দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সকল লোকেই তাহাকে, সমাগত দুষ্ট সর্পের ন্যায় বধ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি লোভ বা কাম-বশতঃ পাপানুষ্ঠান করত তাহা বুঝিতে পারে না, লোক সকল হৃষ্ট হইয়া, করকা-ভক্ষিণী ব্রাহ্মণীর ন্যায়, তাহার বিনাশ দেখিয়া থাকে। হে রাক্ষস! দণ্ডকবনবাসী ধর্ম্মচারী মহা-ভাগ তাপসদিগকে বধ করিয়া, তোমার যে কি ফল লাভ হইবে, বলিতে পারি না। অথবা, যে ক্রূরস্বভাব ব্যক্তিগণ চিরকাল পাপকর্ম্ম করিয়া, লোকের নিন্দাভাজন হয়, তাহারা প্রভুত্ব লাভ করিয়া, শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায়, স্বপদে তিষ্ঠিতে পারে না। যে ব্যক্তি পাপ করে, সময় উপস্থিত হইলে, বৃক্ষ যেমন তত্তৎ-ঋতু-সুলভ পুষ্প প্রাপ্ত হয়, সেই পাপকর্ত্তাকেও তেমনি দুঃখরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। হে নিশাচর! বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিলে, যেমন অচিরকালমধ্যেই তাহার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, পাপকর্ম্মের ফলও সেইরূপ আশু ফলিত হয়। হে রাক্ষস! রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর পাপানুষ্ঠান করত লোকের অপ্রিয়সাধনে উদ্যত হওয়াতে, আমি দুষ্টের নিগ্রহাধিকারী রাজা বলিয়া, ঋষিগণ তাহাদের প্রাণদণ্ডবাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। অদ্য আমার শরাসনমুক্ত সুবর্ণালঙ্কৃত শর সকল ত্বদীয় কলেবর ভেদ করত বসুধা বিদীর্ণ করিয়া, সর্প সকল যেমন বল্মীকমধ্যে

লীন হয়, তদ্রূপ পাতালগহ্বরে প্রবেশ করিবে। তুমি পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে যে সকল ধর্ম্মচারী ঋষিকে ভক্ষণ করিয়াছ, অদ্য যুদ্ধে সসৈন্যে নিহত হইয়া, তোমাকে তাহাদের অনুগামী হইতে হইবে। যে সকল পরমর্ষি তোমার হস্তে নিহত হইয়াছেন, অদ্য তাঁহারা বিমানে আসিয়া অবলোকন করুন, তুমি আমার শরপরম্পরায় বিনষ্ট হইয়া, নরকে পতিত হইয়াছ। রে কুলাধম! এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুসারে আমাকে প্রহার ও তজ্জন্য যত্ন কর। অদ্য আমি তালফলের ন্যায়, তোমার মস্তক পাতিত করিব।

রাম এই কথা কহিলে, ক্রোধাবেশবশতঃ খরের লোচনযুগল নিতান্ত রক্তবর্ণ ও জ্ঞান শূন্য হইয়া গেল, সে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, প্রত্যুত্তর করিল, হে দশরথাত্মজ! তোমার প্রশংসার কিছুই নাই। তুমি যুদ্ধে কতিপয় সামান্য রাক্ষস হত্যা করিয়াছমাত্র; কিরূপে আপনার প্রশংসা করিতেছ? স্বভাবতঃ বলবিক্রমসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তেজে গর্ব্বিত হইয়া, কিছুমাত্র অতিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন না। অকৃতাত্মা ইতর ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গারেরাই, তোমার ন্যায়, অনর্থক গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, যখন আত্মপ্রশংসার অবসর থাকে না, কোন্ বীর আভিজাত্য উল্লেখ করিয়া তৎকালে নিজের প্রশংসা করে? স্বর্ণাদির শোধনার্থ প্রজ্বলিত কুশাগ্নিতে স্বর্ণতুল্যরূপ পিত্তল যেমন নিক্ষিপ্ত হইলে, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক লঘুতা প্রদর্শন করে, তুমিও তেমনি আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নীচত্ব প্রকাশ করিলে। আমি যে গদাধারণপূর্ব্বক ধাতুমিশ্রিত ধরাধর পর্ব্বতের ন্যায়, অবিচলিতভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি তাহা দেখিতে পাও নাই; সেইজন্যই গর্ব্ব করিতেছ। পাশধর অন্তকের ন্যায়, আমি গদাহস্তে যুদ্ধে তোমার এবং তিন লোকেরও প্রাণসংহার করিতে পারি, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার বিষয়ে আমার আরও অনেক কথা

বলিবার আছে। কিন্তু তাহা আর বলিতেছি না। কেননা, সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন; অতঃপর যুদ্ধবিঘ্নের সম্ভাবনা। তুমি যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছ, অদ্য তোমাকে সংহার করিয়া, তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব।

এই বলিয়া সে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, অত্যুৎকৃষ্ট কনক-বলয়-বিশিষ্ট সেই হস্তস্থিত গদা, জ্বলন্ত অশনির ন্যায়, রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। ঐ প্রদীপ্ত মহতী গদা তাহার বাহু-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্ম শেষ করিয়া, রামের সমীপে আগমন করিতে লাগিল। তিনি শরজালপ্রয়োগপূর্ব্বক, সাক্ষাৎ মৃত্যুপাশের ন্যায়, নিকটে সমাগত অন্তরিক্ষচারিণী সেই সুবিশাল গদা বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অতীব-হিংস্রস্বভাবা সর্পী যেমন মন্ত্র ও ঔষধিবলে বিনিপাতিত হয়, তদ্রূপ, ঐ গদা শরপরম্পরায় ছিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইল।

ত্রিংশ সর্গ।

ধর্ম্মবৎসল রাঘব বাণসমূহে গদা ছিন্ন করিয়া, ঈষৎ হাস্য করত সক্রোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে রাক্ষসাধম! তোমার যাহা কিছু বল ছিল, তৎসমস্তই তুমি এই প্রদর্শন করিলে। আর তোমার কিছুমাত্রও শক্তি নাই। তুমি মত্ত হইয়া, বৃথা গর্জ্জন করিতেছ কেন? তুমি নাম মাত্রে বলবান্। তোমার বিশ্বাস ছিল, এই গদা তোমার বিপক্ষ পক্ষ সংহার করিবে। কিন্তু, উহা আমার বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক, তোমার বিশ্বাস বিনষ্ট করিল। আর, তুমি যে বলিয়াছিলে, বিনষ্ট রাক্ষসগণের স্ত্রী পুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব, তোমার সে কথাও মিথ্যা হইল। গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও সেইরূপ, নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব

• মিথ্যাচারী তোমার প্রাণ হরণ করিব। অদ্য মদীয় শর-সমূহে বিদারিত হইয়া, ত্বদীয় কণ্ঠদেশ ছিন্ন হইলে, পৃথিবী তোমার ফেনবুদ্‌বুদশোভিত শোণিত পান করিবেন। অদ্য তুমি স্বস্থানভ্রষ্ট ও ভূমিতলন্যস্ত বাহুযুগলে এবং ধূলিধূসরিত সর্ব্বাঙ্গে, দুর্ল্লভা প্রমদার ন্যায়, পৃথিবীর বক্ষে শয়ন করিবে। রে রাক্ষসকুলনাশক! তুমি দীর্ঘ নিদ্রা লাভ পূর্ব্বক শয়ন করিলে, এই দণ্ডকপ্রদেশ, সকল লোকের শরণীয় ঋষিগণের শরণীয় হইবে। হে নিশাচর! মদীয় শরসমূহে জনস্থান হইতে রাক্ষসগণের বাসস্থান বিলীন হইলে, মুনিগণ নির্ভয় হইয়া, সর্ব্বতোভাবে বনে বিচরণ করিবেন। যাহারা অপরের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই সকল রাক্ষসী অদ্য পতি-পুত্রাদিবিহীন হইয়া, বাষ্পার্দ্র বদনে আমার ভয়ে জনস্থান হইতে পলায়ন করিবে। তুমি যাহাদের এইপ্রকার দুরাত্মা পতি, তোমার সদৃশ দুষ্কুলশালিনী সেই সকল পত্নী অদ্য শোকরসের মর্ম্মজ্ঞ ও কামাদিপুরুষার্থবিহীন হইবে। রে নির্দয়প্রকৃতি ক্ষুদ্রাত্মা ব্রাহ্মণকণ্টক! মুনিগণ তোমার জন্য শঙ্কিত হইয়া, অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করেন।

রঘুকুমার রাম নিরতিশয় ক্রোধবশে এইপ্রকার বাগ্‌-বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, নিশাচর খর রোষভরে খরতর স্বরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় গর্ব্বিত এবং ভয়েও ভয় কর না। সেইজন্য, মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াও বাচ্যাবাচ্য বিচার করিতেছ না। বুঝিলাম, যে সকল পুরুষ কালপাশে বদ্ধ হয়, অন্তঃকরণাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের নিরোধ প্রযুক্ত তাহাদের কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান রহিত হইয়া যায়। নিশাচর খর রামকে এই কথা কহিয়া, ভ্রূকুটিবন্ধনপূর্ব্বক, অনতিদূরে অতিপ্রকাণ্ড সালতরু অবলোকন করিল। সেই সুবিস্তৃত শালতরু দর্শনে, যুদ্ধে আয়ুধ করিবার জন্য, অধরদংশনপূর্ব্বক তাহা সমুৎপাটিত করিল। এবং ঘোর গভীর চীৎকার

পূর্ব্বক, বাহুদ্বয় সহায়ে ঐ তরু সমুৎক্ষেপণ করিয়া, তুমি হত হইলে, বলিয়া, রামের উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। প্রতাপশালী রাম, আত্মোপরি পতনোন্মুখ ঐ শালতরু শর-সমূহে ছেদন করিয়া, যুদ্ধে খরের সংহার জন্য নিরতিশয় রোষ আহরণ করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহার নয়নপ্রান্ত লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিরতিশয় খিন্ন হইয়া, সহস্র শরে খরকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পর্ব্বতপ্রস্রবণ হইতে যেরূপ ধারাপ্রবাহ নির্গলিত হয়, তদ্রূপ, তাঁহার শর সকলের ক্ষতমুখ হইতে ফেনময় রুধিররাশি বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। খর রামের শরজালে বিকলভাবাপন্ন ও রুধির-গন্ধে মত্ত হইয়া, দ্রুতপদ সঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে ধাবমান হইল। সে রুধিরে পরিপ্লুত ও সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, ঐরূপে ধাবমান হইলে, শিক্ষিতাস্ত্র রাম কিয়ৎপরিমাণ ত্বরিত গতিতে তথা হইতে দুই তিন পদ সরিয়া গেলেন। অনন্তর তাহার সংহার জন্য, দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায়, অগ্নিসদৃশ শর গ্রহণ করিলেন। ধীমান্ দেবরাজ ইন্দ্র ঐ শর সম্প্রদান করেন। ধর্ম্মাত্মা রাম শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক উহা খরের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। তিনি ধনু আনত করিয়া, মহাবাণ মোচন করিলে, উহা বজ্রসম শব্দে খরের বক্ষস্থলে পতিত হইল। খর শরানলে দহ্যমান হইয়া, শ্বেতারণ্যে মহাদেব কর্ত্তৃক বিনির্দগ্ধ অন্ধক অসুরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। বৃত্র যেমন বজ্র দ্বারা, নমুচি যেমন ফেন দ্বারা এবং বলাসুর যেমন ইন্দ্রের অশনি দ্বারা হত ও পতিত হইয়াছিল, খরও, সেই রূপে রামের শরাঘাতে বিনষ্ট ও ধরাশায়ী হইল।

এই অবসরে দেবগণ চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া, নিরতিশয় হর্ষ ও বিস্ময় সহকারে দুন্দুভি সকল নিনাদিত করিয়া, রামের উপরি পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

রাম সুশাণিত সায়কসমূহ লক্ষিত করিয়া, কিঞ্চিদূন ঘটীত্রয়ে

তুমুল সংগ্রামে খরদূষণপ্রমুখ কামরূপী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে সমবেত দেবতারা সকলেই, হায়, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায়, রামের কি অত্যাশ্চর্য্য মহৎ কার্য্য, কি অদ্ভুত বীর্য্য, কি বিস্ময়াবহ দৃঢ়তাই দর্শন করিলাম, এই কথা বলিতে বলিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজর্ষিগণ ও পরমর্ষি সকল পরস্পর মিলিত হইয়া, অগস্ত্যের সহিত আহ্লাদিত চিত্তে রামের সভাজন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, পরমতেজস্বী পাকশাসন পুরন্দর মহেন্দ্র এইজন্যই শরভঙ্গের পরমপবিত্র আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এবং মহর্ষিগণ এই সকল পাপকর্ম্মা বিপক্ষ রাক্ষসের সংহার জন্যই কৌশলক্রমে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। হে দশরথনন্দন! তুমি আমাদের সেই এই অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিলে। মহর্ষিগণ এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।

মুনিগণ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিদুর্গ হইতে বিনির্গত হইয়া, সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী রাম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। জানকী মহর্ষিগণের সুখাবহ শত্রুহন্তা স্বামী রামকে সন্দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে এবং রাম সর্ব্বথা নিরাপদে আছেন, দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীতি ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর জনকনন্দিনী পুনরায় পরম প্রীতি ও হর্ষ ভরে রাক্ষসকুলমর্দ্দন স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া, বিশেষ রূপে রামের পূজা করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর অকম্পন নামে রাক্ষস ত্বরাপূর্ব্বক জনস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, বেগভরে লঙ্কায় প্রবেশ করত রাবণকে কহিল; রাজন্! জনস্থানবাসী বহুসংখ্য রাক্ষস এবং স্বয়ং খরও যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, আমি কোনরূপে বাঁচিয়া আসিয়াছি। সে এই কথা কহিলে, ক্রোধভরে রাবণের লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দশানন তেজে যেন দগ্ধ করিয়া, তাহাকে বলিল, কোন্ ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়াছে; কোন্ ব্যক্তি আর কোন লোকেই আশ্রয় পাইবে না; সেইজন্য সে আমার অধিকৃত ভয়ঙ্কর জনস্থান ধ্বংস করিল। আমার অপকার করিয়া, ইন্দ্র, যম, কুবের অথবা বিষ্ণুও সুখলাভে সমর্থ হয়েন না। আমি কালেরও কাল, অগ্নিরও অগ্নি; এবং মৃত্যুরও মৃত্যু বিধান করিতে পারি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, তেজে অগ্নি ও সূর্য্যকেও দগ্ধ এবং বেগে বায়ুরও বেগ রুদ্ধ করিতে পারি।

দশগ্রীব রাবণ এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হইলে, অকম্পন ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া, সন্দিগ্ধ বাক্যে অভয় প্রার্থনা করিল। রাক্ষস-প্রবর দশানন তাহাকে অভয় প্রদান করিল। তখন সে বিশ্বস্ত হইয়া, অসন্দিগ্ধ বাক্যে কহিতে লাগিল, দশরথের রাম নামে পুত্র আছেন। তিনি যুবা, সুবিশালস্কন্ধবিশিষ্ট এবং সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন। তাঁহার অঙ্গ ও রূপ অত্যুৎকৃষ্ট, বাহুযুগল বৃত্তায়ত ও ও সুবিস্তৃত, বর্ণ শ্যামল, যশ বহুবিস্তৃত, এবং তাঁহার বল-বিক্রমের তুলনা নাই। তিনিই জনস্থানে দূষণসহিত খরের সংহার করিয়াছেন।

রাক্ষসবীর রাবণ অকম্পনের কথা শুনিয়া, নাগরাজের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কহিতে লাগিল, অকম্পন! তুমি বলিতে পার, রাম সমুদায় দেবতা ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, জনস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন?

অকম্পন রাবণের কথা শুনিয়া, পুনরায় মহাত্মা রামের বল বিক্রম বর্ণন করিয়া কহিল, রাম অতিশয় তেজস্বী, সমুদায় ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, দিব্যাস্ত্র গুণ-বিশিষ্ট এবং যুদ্ধে অসাধারণশৌর্য্যসম্পন্ন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাঁহার সমান বলবান্। তাহাঁর স্বর দুন্দুভিবৎ সুগভীর; লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং তাঁহার বদনমণ্ডল পৌর্ণমাসী-শশধর-সদৃশ। বায়ু যেমন অগ্নির সহিত, শ্রীমান্ রাজরাজ রামও তেমনি লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, জনস্থান ধ্বংস করিয়াছেন। মহাত্মা দেবগণ আগমন করেন নাই। রামই কেবল পতত্রবিশিষ্ট সুবর্ণপুংখ শর সকল সন্ধান করিয়াছেন। সুতরাং, এবিষয়ে অন্য বিচারণার আবশ্যকতা নাই। রামের শর সকল পঞ্চমুখ সর্প হইয়া, রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসগণ যুদ্ধসময়ে ভয়ে শুষ্কপ্রায় হইয়া, যে যে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সেই দিকেই অবলোকন করিল, রাম তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছেন। হে অনঘ! এই প্রকারে তিনি আপনার অধিকৃত জনস্থান বিনষ্ট করিয়াছেন। অকম্পনের কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, আমি রাম লক্ষ্মণের বিনাশ জন্য জনস্থানে গমন করিব।

সে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, অকম্পন কহিতে লাগিল, রাজন্! রামের বল, পৌরুষ ও চরিত যেপ্রকার, শ্রবণ করুন। পরমযশস্বী রাম কুপিত হইয়া বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে আয়ত্ত করা ব্রহ্মাদিরও সাধ্য নহে। তিনি পরিপূর্ণ নদীবেগও শরসমূহে পরিহার করিতে পারেন, গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাপূর্ণ আকাশও অবসন্ন করিতে পারেন, ভারমগ্না পৃথিবীকেও উদ্ধার করিতে পারেন, সমুদ্রের বেলাভূমি ভগ্ন করিয়া, লোক সকল জলপ্লাবিত করিতে পারেন, বাণপরম্পরায় সাগরের অথবা বায়ুরও বেগ রোধ করিতে পারেন, কিম্বা সেই মহাযশা শ্রীমান্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বকীয়

বিক্রমে লোকদিগকে সংহার করিয়া, পুনরপি প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন। হে দশবদন! পাপাত্মা যেমন স্বর্গজয়ে সমর্থ হয় না, তুমি বা রাক্ষসগণ কেহই তেমনি যুদ্ধে রামকে জয় করিতে পারিবে না। আমার ত বিলক্ষণ প্রতীতি হয় দেবগণ সকলে একত্র হইলেও, তাঁহাকে বধ করিতে পারেন না। তবে তাঁহার বধের এই উপায় আছে, এক মনে শ্রবণ করুন। সীতানামে তাঁহার ভার্য্যা লোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা ও স্ত্রীগণের রত্নস্বরূপা। সেই রত্নভূষিতা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যভাগ অতিসুন্দর এবং সমুদায় অঙ্গ সমবিভক্ত। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না অপ্সরী, না পন্নগী, কেহই সেই সীমন্তিনীর তুল্য নহে; মানুষী কিরূপে তাঁহার সমান হইতে পারে? আপনি মহাবনে গমন করিয়া, কোনরূপ কৌশলে উচাটনপূর্ব্বক তাঁহার ঐ ভার্য্যা হরণ করুন। ভার্য্যাহীন হইলে, রাম কোন মতেই বাঁচিবেন না।

মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা মনোগত জ্ঞান করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিল। পরে অকম্পনকে কহিল, আচ্ছা, আমি কল্যই একাকী সারথির সহিত গমন করিব এবং জানকীকে সহর্ষে লঙ্কাপুরে আনয়ন করিব। এইপ্রকার কহিয়াই রাক্ষসরাজ রাবণ তৎক্ষণাৎ সূর্য্যসমবর্ণ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক সমুদায় দিক্ আলোকময়ী করিয়া, প্রস্থান করিল। রাক্ষসরাজের সেই সুবিপুল রথ নক্ষত্রপথে গমনপূর্ব্বক বেগভরে সঞ্চরণ করিয়া, জলদমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, শোভাবিস্তার করিল। অনন্তর রাবণ বহুদূর গমন করিয়া, তাড়কাসুত মারীচের আশ্রমে উপনীত হইল। মারীচ বিবিধ অমানুষ ভক্ষ্যভোজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাহার পূজা করিল। স্বয়ং এইরূপে আসন ও উদক দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়া, পরে অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিল, রাজন্ রাক্ষসাধিপ! রাক্ষসগণের কুশল? আমার ত কিন্তু কুশলজ্ঞান হইতেছে না, বিপদেরই আশঙ্কা হই-

তেছে; কেননা, আপনি একাকীই অতি সত্বর আগমন করিয়াছেন, দেখিতেছি।

মারীচ এই কথা কহিলে, বাক্যবিন্যাসপটু পরমতেজস্বী দশানন কহিতে লাগিল, তাত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমার খরাদি সীমারক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। এবং যে জনস্থান কাহারও বধ্য নহে, যুদ্ধে তাহারও নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছেন। অতএব তোমাকে রামের ভার্য্যাহরণে আমার সহায়তা করিতে হইবে।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া, বলিতে লাগিল, কোন্ মিত্ররূপী শত্রু তোমায় সীতার কথা কহিল? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি দানাদি দ্বারা বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করিলেও, কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহে? সীতাকে লঙ্কায় লইয়া আইস, এ কথা তোমায় কে বলিল, বল। কোন্ ব্যক্তি সমুদায় রাক্ষসলোকের শৃঙ্গচ্ছেদনে অভিলাষী হইয়াছে? যে ব্যক্তি তোমায় এইপ্রকার উৎসাহ দিয়াছে, সে, নিঃসন্দেহই শত্রু। কেননা, সে ব্যক্তি তোমার দ্বারা আশীবিষের মুখ হইতে দংষ্ট্রা উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। কোন্ ব্যক্তি এইপ্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার বিনাশমার্গ উপস্থাপিত করিয়াছে? রাজন্! তুমি সুখে শয়ন করিয়াছিলে; কোন্ ব্যক্তি তোমার মস্তকে প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! আভিজাত্য যাঁহার শুণ্ডাগ্র, প্রতাপ যাঁহার মদ এবং সুসংস্থিত বাহুযুগল যাঁহার দন্তদ্বয়, সেই রামরূপ মত্তহস্তীকে যুদ্ধে দর্শন করাও উচিত নহে। রণমধ্যে অবস্থানই যাঁহার সন্ধি ও কেশরগুচ্ছ, সুশাণিত খড়্গ যাঁহার সুতীক্ষ্ণ দন্তপংক্তি এবং যিনি রণচতুর রাক্ষসরূপ মৃগগণের নিহন্তা, সেই শররূপ-অঙ্গপূর্ণ রামরূপ সুপ্ত সিংহকে জাগরিত করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। হে রাক্ষসরাজ! যাহাতে ধনুরূপ প্রাণঘাতক হিংস্র জন্তু বিদ্যমান, বাহুবেগরূপ পঙ্ক ও শররূপ তরঙ্গমালায় যাহা পরিব্যাপ্ত এবং তুমুল যুদ্ধরূপ জলরাশিতে যাহা

বেষ্টিত, সেই অতীব ভয়ঙ্কর রামরূপ পাতালমুখে পতিত হওয়াও উচিত হয় না। অতএব লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র! প্রসন্ন হও এবং প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে লঙ্কায় প্রবেশ কর। তথায় তুমি নিত্য, স্বকীয় পত্নীগণে বিহার কর এবং রামও নিজ পত্নীর সহিত বনমধ্যে বিহার করুন।

দশগ্রীব রাবণ মারীচের এই কথায় নিবৃত্ত হইয়া, লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক আপনার উৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

এ দিকে, রাম চতুর্দ্দশ সহস্র ভীষণপ্রকৃতি রাক্ষস, দূষণ, খর ও ত্রিশিরা, সকলকেই যুদ্ধে একাকী নিধন করিলেন, দেখিয়া, সূর্পণখা পুনরায় মেঘবৎ সুগভীর স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। অন্যের যাহা নিতান্ত দুঃসাধ্য, রাম তাহা করিলেন, দেখিয়া, সূর্পণখা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, রাবণরক্ষিত লঙ্কানগরীতে গমন করিল। দেখিল, দীপ্ততেজা দশানন বিমানশিখরে আসীন রহিয়াছে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট, মন্ত্রিগণ সেইরূপ তাহার সান্নিধ্যে বসিয়া আছে। সূর্য্যসমদ্যুতি স্বর্ণময় উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হওয়াতে, কনকময় বেদিমধ্যগত প্রভূততর প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, তাহার শোভা হইয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূত ও মহাত্মা ঋষিগণ কেহই তাহাকে, ব্যাদিতানন ভয়ঙ্কর অন্তকের ন্যায়, সমরে জয় করিতে পারেন না। দেব ও অসুরগণের সহিত যে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে, তাহার শরীরে বজ্র ও অশনির আঘাতজন্য ব্রণপরম্পরা বিরাজ করিতেছে। এবং ঐরাবতের দশনাগ্রের আঘাত লাগিয়াও তাহার বক্ষস্থল কিণাঙ্কিত হইয়াছে। তাহার কুড়ি হাত, দশ গ্রীবা, পরিচ্ছদ পরমপরিপাটী, বক্ষস্থল বিশাল, এবং শরীর রাজলক্ষণে লাঞ্ছিত। সে যে বৈদূর্য্য ধারণ করিয়াছে, তদীয়

দেহকান্তি সেই বৈদূর্য্যমণি সদৃশ। তাহার কুণ্ডল তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত, ভুজপরম্পরা পরমসুন্দর, দশনপংক্তি শুক্লবর্ণ, বদন-মণ্ডল অতীব বিশাল এবং আকার পর্ব্বতপ্রতিম। দেবগণের সহিত শতশতবার যুদ্ধে বিষ্ণুচক্রের বারম্বার নিপতনে এবং অন্যান্য অনেক তুমুল সংগ্রামে অন্যান্য শস্ত্র সকলের প্রহারে সে নিরতিশয় তাড়িত এবং তাহার অঙ্গ সমস্তও অমরগণের আয়ুধপরম্পরায় আহত হইয়াছে। কোন মতেই ক্ষুব্ধ হয় না, ঈদৃশ সমুদ্রগণেরও ক্ষোভসমুৎপাদনে তাহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে অতি সত্বর কার্য্য সকলের সম্পাদন, পর্ব্বতাগ্র সকলের বিক্ষেপণ, সুর সকলের প্রমর্দন, ধর্ম্ম সকলের উচ্ছেদন, পরদার সকলের সতীত্বহরণ, দিব্যাস্ত্র সকলের প্রযোজন ও যজ্ঞ সকলের বিঘ্ন সঙ্ঘটন করিয়া থাকে। এবং সে ভোগবতীনগরে গমন ও নাগরাজ বাসুকিকে পরাজয় করিয়া, তক্ষকের পরাভব করত তদীয় প্রিয় ভার্য্যা হরণ করিয়াছে; কৈলাসপর্ব্বতে গমন ও নরবাহন কুবেরকে জয় করিয়া, তদীয় কামগামী পুষ্পক-বিমান বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে; চৈত্ররথনামক দিব্য বন, তাহার অন্তর্গত পুষ্করিণী, নন্দনকানন, এবং অন্যান্য দেবোদ্যান সকল ক্রোধে বিনষ্ট করিয়াছে। সে দেখিতে পর্ব্বতশিখরের ন্যায়, অতিশয় বীর্য্যবিশিষ্ট এবং উদীয়মান মহাভাগ চন্দ্র সূর্য্য দুই জনকে দুই বাহুতে নিবারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সে মহাবনে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মাকে ধৈর্য্যসহকারে আপনার শির সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল। মনুষ্য ব্যতিরেকে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ বা উরগ আর কাহারই হস্তে যুদ্ধে তাহার মৃত্যুভয় নাই। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যাহার স্তব করেন, ঐ মহাবল রাবণ সোম-শালায় গমন করিয়া, সেই পবিত্র সোম নষ্ট ও দক্ষিণাদান সময়ে যজ্ঞ সকল ধ্বংস করে; সর্ব্বদা ব্রহ্মহত্যা, ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রজাগণের অনিষ্ট করিয়া থাকে; এবং নানাপ্রকারে

উৎপীড়ন পূর্ব্বক প্রাণিমাত্রের চীৎকার শব্দ সমুৎপাদন ও লোকমাত্রের ভয় বিধান করে। তাহার সরলতা, মৃদুতা ও অনুকম্পার লেশ নাই। রাক্ষসী সূর্পণখা অবলোকন করিল, মহাবল, মহাভাগ, রাক্ষসকুলের আনন্দবর্দ্ধন, শত্রুগণের হন্তা, রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণ দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ ও দিব্য মাল্যে ভূষিত এবং মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রলয়কালে লোকসংহারে প্রবৃত্ত সাক্ষাৎ কালের ন্যায়, আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সূর্পণখা সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। মহাত্মা লক্ষ্মণ নাসাকর্ণ ছেদন করাতে, ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল। এবং রাক্ষসগণের মৃত্যু জন্য শঙ্কায় ও রামের রূপাতিশয্য দর্শনে লোভবশতঃ তাহার জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। সে তদবস্থায় দীপ্ত-বিলসিত-লোচন-বিশিষ্ট রাবণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, আপনার বৈরূপ্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক অতি দারুণ বাক্যে কহিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সূর্পণখা নিরতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, সকল লোকের চীৎকারজনক রাবণকে মন্ত্রিগণের সমক্ষে কটুবাক্যে কহিতে লাগিল, তুমি সর্ব্বদাই কামভোগে সাতিশয় মত্ত হইয়া আছ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাক এবং কোন বিষয়ে কাহারই নিষেধ বা বাধা গ্রাহ্য কর না। সেইজন্য, যে ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানা উচিত হইলেও, জানিতেছ না। কিন্তু, যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতি গ্রাম্য ভোগে সর্ব্বদাই আসক্ত, কামচেষ্টাপরায়ণ ও নিরতিশয় লোভপরবশ, প্রজাগণ, শ্মশানাগ্নির ন্যায়, সেই রাজার বহুমান করে না। যে রাজা যথাকালে স্বয়ং কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাকে, রাজ্য ও তত্তৎ অননুষ্ঠিত কার্য্য সকলের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। যে

রাজা স্ত্রীপ্রভৃতির পরতন্ত্র এবং চার সকল নিয়োগ ও প্রজাদিগকে সমুচিত সময়ে দর্শনদান করেন না, হস্তী সকল যেরূপ দূর হইতেই নদীপঙ্ক ত্যাগ করে, লোক সকলও সেইরূপ সেই রাজাকে দূর হইতে বর্জ্জন করিয়া থাকে। পুনশ্চ,, যে সকল মহীপতি পরাধীন রাজ্যাধিকার স্বাধীন করিয়া, রক্ষা না করেন," তাঁহারা, সাগরমগ্ন পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, সমৃদ্ধি লাভ করত প্রকাশমান হয়েন না। তুমি স্বভাবতঃ চঞ্চল; এবং চারও নিয়োগ কর না, সুতরাং জিতেন্দ্রিয় দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিরোধ করিয়া, কি রূপে রাজপদ রক্ষা করিবে? হে রাক্ষস! তোমার স্বভাব বালকের ন্যায়, বুদ্ধির লেশ নাই; যাহা জানা উচিত, তাহাও তুমি জান না; অতএব কিরূপে রাজপদ রক্ষা করিবে? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যাহাদের চার, কোশ ও নীতি আয়ত্ত নহে, তাদৃশ নরপতিগণ ইতরলোকের সমান। যেহেতু ভুপতিগণ চার দ্বারা দূরস্থ বিষয় সমুদায় অবলোকন করেন, সেইহেতু, তাঁহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু বলিয়া থাকে। বুঝিলাম, তুমি ইতরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণে সর্ব্বদাই বেষ্টিত, কুত্রাপি চারনিয়োগ কর না। সেইজন্য, স্বজন ও জনস্থান যে বিনষ্ট হইয়াছে, তোমার সে জ্ঞান নাই। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম একাকীই ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস ও দূষণ সহিত খরকে নিধন করিয়াছেন, ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছেন, সমুদায় দণ্ডকারণ্য নিষ্কণ্টক ও জনস্থান ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু রাবণ! তুমি লোভের বশীভূত, বিষয়াসক্তির পরতন্ত্র এবং সর্ব্বদাই পরের অধীন হইয়া আছ; সেইজন্য, স্বীয় অধিকারে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতেছ না। যে রাজা তীক্ষ্ণ, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ এবং অল্প দান করেন, বিপৎকালে কোন প্রজাই তাঁহার রক্ষার্থ উদ্যত হয় না। অথবা, যে রাজা অতিশয় অভিমানী ও কোপনস্বভাব, নিজেই আপনার গৌরব করেন এবং আত্মীয়গণ যাঁহাকে গ্রাহ্য করে না, স্বজনবর্গও বিপৎসময়ে তাঁহাকে বিনষ্ট

করে। অথবা, মন্ত্রিপ্রভৃতি আত্মীয়গণ যাঁহার কার্য্য করে না এবং ভয়েও ভীত হয় না, তাদৃশ নরপতিকে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট ও তৃণ তুল্য ক্ষীণ হইতে হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু পদভ্রষ্ট নরপতিগণ কোন কার্য্যেরই হয়েন না। পরিহিত বস্ত্র ও মর্দ্দিত মাল্য যেমন কোন কার্য্যেরই নহে, রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজাও তেমনি সামর্থ্যসত্ত্বেও নিরর্থক হয়েন। যে রাজা অপ্রমত্ত, সর্ব্বজ্ঞ, বিশিষ্টরূপ জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল, তিনিই রাজপদে চিরস্থায়ী হয়েন। যে রাজা নয়নদ্বয়মাত্রে নিদ্রিত হইয়াও, নয়চক্ষু বিস্তার পূর্ব্বক জাগিয়া থাকেন, এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ তত্তৎ অভিমত ফল দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেই রাজাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। কিন্তু রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি; তোমাতে ঐ সকল গুণের কিছুই নাই। দেখ, রাক্ষসগণের যে সর্ব্বনাশ হইল, চর দ্বারা তুমি তাহার কিছুই জানিলে না। তুমি কেবল পরের অপমান কর; সর্ব্বদাই বিষয়সুখে মত্ত হইয়া আছ, দেশকাল বিভাগ করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, তাহা জান না এবং গুণদোষমীমাংসায় বুদ্ধিরও কোনরূপে চালনা কর না। অতএব তোমাকে রাজ্যের সহিত অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। রাক্ষসরাজ রাবণের ধন, বল, গর্ব্ব সকলই ছিল। শূর্পণখা এইরূপে তাহার দোষ সমস্ত বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিলে, সে বুদ্ধিসহযোগে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, কর্ত্তব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

শূর্পণখা মন্ত্রিসভামধ্যে কটু কথা কহিতে লাগিল, দেখিয়া, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাম কে? তাহার বীর্য্য, রূপ ও পরাক্রম কিপ্রকার? কিজন্য সে সুদুস্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে? সে যে আয়ুধে খর, দূষণ, ত্রিশিরা এবং অন্যান্য রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছে, সেই আয়ুধই বা কিপ্রকার? অয়ি মনোজ্ঞাঙ্গি! কোন্ ব্যক্তিই বা তোমায় বিরূপ করিয়াছে? সমুদায় সত্য বল।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইপ্রকার কহিলে, রাক্ষসী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, যথান্যায়ে রামের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। কহিল, রাম দশরথের পুত্র, কন্দর্পের সমান রূপবান্, দীর্ঘবাহু ও দীর্ঘলোচনসম্পন্ন, এবং বল্কল ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করে। তাহার ধনু ইন্দ্রের ধনুর ন্যায় স্বর্ণময় বলয়ে বিভুষিত; সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া, সে মহাবিষ সর্পের ন্যায়, প্রদীপ্ত নারাচ সকল নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সেই মহাবল রাম যুদ্ধসময়ে কখন্ ভয়ঙ্কর শর সকল গ্রহণ ও মোচন এবং কখনই বা ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিতে পাইলাম না; কেবল শরবৃষ্টিতে সৈন্য সকল সংহার করিতেছে, দেখিলাম। ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট শস্য বিনষ্ট করেন, একাকী রাম সেইরূপ পাদচারেই অর্দ্ধাধিক মুহূর্ত্তে সুশাণিতসায়কপ্রয়োগে প্রচণ্ডবীর্য্য চৌদ্দ-হাজার রাক্ষস, খর ও দূষণকে সংহার করিয়া, ঋষিদিগকে অভয় দান ও সমুদয় দণ্ডক নিরাপদ করিয়াছে। সেই রাম সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ। তাহার মনও অতি উন্নত। সেইজন্য তিনি স্ত্রীবধশঙ্কা করিয়া, নাসা ও কর্ণ মাত্র ছেদনপূর্ব্বক আমায় কেবল একাকী কোনরূপে মুক্তি দিয়াছেন। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার ভ্রাতা অতিশয় তেজস্বী, গুণে ও বিক্রমে তাঁহার সমান, তাঁহার প্রীতি পরম প্রীতি ও ভক্তিমান্, এবং অতিশয় বুদ্ধিমান বলবান

বীর্য্যবান্, বিক্রম ও অমর্ষ বিশিষ্ট, সকলের জেতা ও দুর্জ্জয়, এবং রামের দক্ষিণ বাহু ও নিত্য বহিশ্চর প্রাণ স্বরূপ। আর, রামের যে ধর্ম্মপত্নী আছেন, তাঁহার লোচন আকর্ণবিস্তৃত ও বদন পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। স্বামী তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসেন এবং তিনিও সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করেন। সেই যশস্বিনী রাম-দয়িতার কেশ, নাসিকা, ঊরু ও রূপ সমুদায়ই পরমসুন্দর। তাহাতে, তিনি যেন ঐ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার বর্ণের আভা তপ্তকাঞ্চন সদৃশ, মধ্যদেশ সাতিশয় ক্ষীণ এবং নখপংক্তির অগ্রভাগ রক্তবর্ণে রঞ্জিত। তিনি নিরতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী, সকল রমণীর শিরোমণি, বিদেহবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি সীতা নামে বিখ্যাতা। না দেবী, না গন্ধর্ব্বী, না যক্ষী, না কিন্নরী, কাহারই তাঁহার সমান সৌন্দর্য্য নহে। পূর্ব্বে কখনও পৃথিবীতে সেরূপ রূপবতী ললনা আমার দর্শনপথে পতিত হয় নাই। ফলতঃ সীতা যাহার ভার্য্যা হয়েন এবং যাহাকে হর্ষভরে আলিঙ্গন করেন, সে ব্যক্তি সকললোকমধ্যে ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক গৌরবে জীবিতসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে। সীতার দেহযষ্টি, সকল লোকের শ্লাঘনীয়, এবং পৃথিবীতে তাঁহার রূপের তুলনা হয় না। সেই সুশীলা, তোমারই অনুরূপ পত্নী এবং তুমিই তাঁহার অনুরূপ পতি। তাঁহার পয়োধরযুগল পীনোন্নত, জঘন অতি বিশাল এবং মুখমণ্ডল সাতিশয় শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন। অয়ি মহাভুজ! আমি সেই সুন্দরীকে তোমার ভার্য্যার্থ আনয়ন করিতে চেষ্টা করাতেই, ক্রূর লক্ষ্মণ আমার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। সেই পূর্ণেন্দুবদনা বিদেহদুহিতাকে দর্শন করিলে, তোমাকে কুসুমশরের শরের একান্ত বশীভূত হইতে হইবে। যদি তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে, জয়ার্থ শীঘ্রই দক্ষিণ চরণ উত্তোলন কর। রাক্ষসরাজ রাবণ! আমার এই কথা যদি তোমার রুচিজনক হয়,

তাহা হইলে, যাহা বলিলাম, নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। অয়ি মহাবল! রাজ্যাদির অভাব প্রযুক্ত রাম লক্ষ্মণের কোন শক্তি নাই। তোমার সে সকলই আছে, ইহা জানিয়া তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সীতাকে পত্নীপদে বরণ করিতে কৃতযত্ন হও। ফলতঃ রাম অজিহ্মগামী শরসমূহে সমুদায় জনস্থানবাসী নিশাচর এবং খর ও দূষণকেও নিহত করিয়াছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, নির্ণয়পূর্ব্বক অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার উচিত হইতেছে।

—০ঃ—

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সূর্পণখার কথায় রাবণের শরীররোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। সে ঐ কথা শুনিয়া, কর্ত্তব্য স্থির করত, মন্ত্রিদিগকে অনুজ্ঞা করিয়া, গমনের উপক্রম করিল। সীতাকে হরণ করাই কর্ত্তব্য, মনে মনে এইপ্রকার উদ্দেশ্য বিধান ও তদ্বিষয়ে দোষাদোষ উপলব্ধি করত, বলাবল নির্দ্ধারণ ও ইতিকর্ত্তব্যতা স্থিরীকরণানন্তর স্থির চিত্তে রমণীয় যানশালায় প্রবেশ করিল। গুপ্তভাবে তথায় গমন করিয়া, রাক্ষসরাজ সারথিকে আদেশ করিল, সত্বর রথ যোজনা কর। অতিক্ষিপ্রকারী সারথি আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমত উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। ঐ রথ কামগামী, কাঞ্চনময় রত্নভূষিত, ও স্বর্ণালঙ্কৃত পিশাচবদন গর্দ্দভগণে সংযোজিত এবং উহার শব্দ জলধর সদৃশ। কুবেরানুজ রাক্ষসপতি শ্রীমান্ দশানন সেই রথে আরোহণ করিয়া, নদনদীপতি সমুদ্রের অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার ব্যজন ও ছত্র উভয়ই শ্বেতবর্ণ, দেহকান্তি স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য সদৃশ, ভূষণ সকল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত, পরিচ্ছদ পরম পরিপাটী এবং তাহার দশ মুখ, দশ মস্তক, দশ গ্রীবা ও বিংশতি হস্ত। দেবগণের শত্রু ও মুনীন্দ্রগণের হন্তা ঐ রাবণ সাক্ষাৎ পর্ব্বতরাজের ন্যায়, কামগামী রথে

আরোহণ করিয়া, আকাশে বিদ্যুন্মণ্ডলমণ্ডিত বলাকারাজিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। গমনসময়ে শৈলসহিত সাগরকূল তাহার দর্শনপথে পতিত হইল। বিবিধফলপুষ্প-সম্পন্ন সহস্র সহস্র বৃক্ষ ও শীতল-পবিত্র-সলিল শালিনী পুষ্করিণী-সমূহে তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ এবং বেদিযুক্ত সুবিস্তৃত বহুসংখ্য আশ্রম, কদলীবন, নারিকেল, সাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্পিত পাদপ, যাঁহারা অতিশয় আহারসংযম করিয়াছেন, তাদৃশ পরমর্ষিগণ, সহস্র সহস্র নাগ সুপর্ণ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরসমূহ, জিতকাম সিদ্ধ ও চারণগণ এবং ব্রহ্মপুত্র বৈখা-নস, সূর্য্যের কিরণমাত্রপায়ী বালখিল্য ও মাষসংস্তুক্ত পরমর্ষিগণ, ইঁহাদের সান্নিধ্যবশতঃ উহার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। দিব্য মাল্য ও দিব্য রূপ শালিনী ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞানবিশিষ্টা সহস্র সহস্র অপ্সরা, পরম সৌন্দর্য্যাধার দেবপত্নী ও অমৃতাশী দেবদানবগণ সর্ব্বদা তথায় বিচরণ ও তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। হংস, ক্রৌঞ্চ, মণ্ডূক ও সারসসমূহ উহার চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতেছে? বৈদূর্য্য সদৃশ শ্যামলবর্ণ প্রস্তর সকল তথায় বিরাজমান হইতেছে। এবং সাগরতরঙ্গের হিল্লোল বশতঃ, উহা সর্ব্বদাই শীতল ও স্নিগ্ধ ভাবাপন্ন। এতদ্ভিন্ন, রাবণ দিব্য মাল্যে অলঙ্কৃত, গীতবাদ্যে প্রতিধ্বনিত, শ্বেতবর্ণ, সুপ্রশস্ত বিমান সকল ইতস্ততঃ দর্শন করিতে লাগিল। যাঁহারা তপোবলে বিবিধ লোক জয় করিয়াছেন, ঐ সকল কামগামী বিমান তাঁহাদের অধিকৃত। সে যাইবার সময় পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকেও দর্শন করিল। অনন্তর, নির্য্যাসরসের আকর ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর পরম সুদৃশ্য সহস্র সহস্র চন্দন-কানন, অত্যুৎকৃষ্ট অগুরু ও ফলসম্পন্ন শ্রেষ্ঠজাতীয় সুগন্ধি তক্কোলবৃক্ষের বন ও উপবন সকল, তমালের পুষ্প ও মরিচের গুল্মসমূহ, তীরদেশে শুষ্যমাণ মুক্তাপুঞ্জ, শিলাসমূহ, অত্যুত্তম প্রবালনিচয়, কাঞ্চন ও রজতময় শৃঙ্গপরম্পরা, সুবিমল-

সলিলপূর্ণ পরমবিস্ময়াবহ মনোজ্ঞ প্রস্রবণসমূহ, এই সকল তাহার দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ ধন ধান্যসম্পন্ন, স্ত্রীরত্নপরিপূর্ণ, এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে ঘন-সন্নিবিষ্ট নগর সকল দর্শন করিতে করিতে, সিন্ধুরাজের উপকূল-বর্ত্তী সমতল দেশে সমাগত হইল। ঐ স্থান অতিশয় স্নিগ্ধ এবং মৃদুস্পর্শ সমীরণ সর্ব্বদাই তথায় সঞ্চরণ করিতেছে। স্বর্গের সহিত উহার তুলনা হইতে পারে। রাক্ষসরাজ দশানন তথায় জলধরসবর্ণ এক বটবৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ বৃক্ষ ঋষিগণে আবৃত এবং উহার শাখা সকল চতুর্দ্দিকে শতযোজনবিস্তৃত। মহাবল গরুড় প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়া, ঐ বটবৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় গুরুতর ভারে প্রচুরপর্ণপূর্ণ ঐ শাখা ভগ্ন করিয়া ফেলেন। বৈখানস মাষ, মরীচিপায়ী বালখিল্য ও ধূম্রাখ্য পরমর্ষিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া, সেই শাখা আশ্রয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা গরুড় ঋষি-গণের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনবাসনায় এক পাদেই উল্লিখিত শত-যোজন ভগ্ন শাখা এবং গজ ও কচ্ছপ এককালে গ্রহণপূর্ব্বক বেগভরে অন্যত্র গমন করিয়া, সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করিলেন। পরে ভগ্ন শাখার সাহায্যে সমুদায় নিষাদরাজ্য বিনষ্ট করিয়া, মুনিগণের জীবনদান জন্য নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর হর্ষবশতঃ বিক্রম দ্বিগুণীভূত হইয়া উঠিলে, মতিমান্ গরুড় অমৃত আনয়নার্থ কৃতসংকল্প হইলেন। তদনন্তর লৌহশৃঙ্খলবিনির্ম্মিত জাল সমস্ত ছেদন ও রত্নময় উৎকৃষ্ট গৃহ ভেদ করিয়া, ইন্দ্রের ভবন হইতে সুরক্ষিত সুধা হরণ করিলেন।

ঐ বট বৃক্ষের নাম সুভদ্র। ধনদানুজ রাবণ গরুড়ের কৃত-চিহ্নবিশিষ্ট, মহর্ষিগণনিষেবিত সুভদ্রবট অবলোকন করিল। তথা হইতে সরিৎপতি সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া পরম পবিত্র ও পরম মনোহর নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে এক আশ্রম তাহার দর্শনগোচর হইল। সে দেখিল, মারীচ নামে নিশাচর কৃষ্ণাজিন

ও জটাজূট ধারণ করিয়া, আহারসংযমপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছে। রাক্ষস মারীচ, রাবণকে দেখিবামাত্র সমাগত হইয়া, বিহিত বিধানে বিবিধ অমানুষ ভোগ্য বস্তু প্রদান দ্বারা তাহার পূজা করিল। এইরূপে ভোজ্য ও উদক দ্বারা স্বহস্তে পূজা করিয়া, অর্থসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিল, রাজন্ রাক্ষসেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার কুশল? কিজন্য আপনি পুনরায় শীঘ্রই এখানে আগমন করিলেন?

মারীচ এইপ্রকার বলিলে, বাক্যবিন্যাসকুশল পরমতেজীয়ান্ দশানন বক্ষ্যমাণ প্রকারে বলিতে আরম্ভ করিল।

—•:•—

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

তাত মারীচ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ব্যাকুল ও বিপন্ন হইয়াছি, তুমিই আমার বিপদে পরমগতি। জনস্থানের বিষয় তোমার বিদিত আছে। মদীয় ভ্রাতা মহাবাহু খর ও দূষণ, ভগিনী সূর্পণখা, মাংসাশী রাক্ষস ত্রিশিরা ও অন্যান্য কৃতযুদ্ধ শৌর্য্যশালী বহুসংখ্য নিশাচর আমার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া ঐ জনস্থানে বাস করিয়াছিল। তাহারা মহারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী ঋষিদিগের সর্ব্বদাই প্রাতিকূল্য অনুষ্ঠান করিত। ঐ সকল রাক্ষসের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র। তাহারা সকলেই ভয়ঙ্করকার্য্যনিষ্ঠ, শূর, যুদ্ধে কৃতমনোরথ এবং খরের চিত্তানুবর্ত্তী। সম্প্রতি জনস্থানবাসী উল্লিখিত মহাবল খরপ্রমুখ রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ও দুর্ভেদ্য কবচ বন্ধন পূর্ব্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রাম নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ না করিয়াই, ধনুতে শর যোজনা করিয়া, তাহার পরিচালন করেন। এইরূপে মানুষ রাম পাদচারে অবস্থান করিয়া, প্রজ্বলিত সায়কসমূহের সহায়তায় উগ্রতেজা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সংহার, খর ও দূষণের নিধন এবং ত্রিশি-

রাকেও নিহত করিয়া, সমুদায় দণ্ডক নির্ভয় করিয়াছে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষীণপ্রাণ রামকে স্ত্রীর সহিত দূর করিয়া দিয়াছে। সেই দুঃশীল, কর্কশ, তীক্ষ্ণ, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ক্ষত্রিয়কুলনাশন রাম রাক্ষসসৈন্য সংহার করিয়াছে। সে ধর্ম্মত্যাগ ও অধর্ম্ম আশ্রয় করত সর্ব্বদাই প্রাণিগণের অনিষ্ট করিয়া থাকে। দেখ, সে বিনা শত্রুতায়, একমাত্র বল আশ্রয় করিয়া, নাসা কর্ণ ছেদন করত ভগিনীর রূপহানি করিল। অধুনা, আমি বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক জনস্থান হইতে রামের ভার্য্যা সুরসুতাসদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব। তোমায় সহায় হইতে হইবে। মহাবল! তুমি এবং কুম্ভকর্ণাদি ভ্রাতৃগণ সহায় স্বরূপ পার্শ্বে থাকিলে, আমি দেবগণকেও এ বিষয়ে গণনা করি না। অতএব, রাক্ষস! তুমি আমার সহায় হও, সাহায্যদানে তোমার সবিশেষ ক্ষমতা আছে। তুমি সাতিশয় শূর ও সর্ব্বপ্রকার মায়া বিশেষ রূপে বিদিত আছ। বীর্য্যে, যুদ্ধে- দর্পে ও উপায়েও কেহই তোমার সমকক্ষ নহে। নিশাচর! এই সকল কারণেই আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে, আমার সাহায্যার্থ যাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুবিচিত্রিত কনকমৃগ হইয়া, রামের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সীতার অগ্রে বিচরণ কর। সীতা মৃগরূপী তোমায় অবলোকন করিয়া, নিঃসন্দেহই রাম ও লক্ষ্মণকে কহিবে, এই মৃগ ধরিয়া দাও। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগের জন্য আশ্রম হইতে অপসৃত হইলে, আমি শূন্য পাইয়া, যথাসুখে নির্ব্বিঘ্নে সীতাকে, রাহুর চন্দ্রপ্রভাবৎ, হরণ করিব। ভার্য্যা হরণ করিলে, রাম তাহার শোকে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। তখন আমি কৃতার্থ চিত্তে অনায়াসে ও নিঃশঙ্কে তাহাকে প্রহার করিব।

রামের প্রসঙ্গ শুনিয়া, মহাত্মা মারীচের মুখ শুষ্ক ও সাতি-শয় ত্রাস উপস্থিত হইল এবং চিন্তাবশতঃ তাহার অধর ওষ্ঠও শুষ্ক ও নয়ন যেন নিমেষশূন্য হইয়া উঠিল। সে বারংবার অধরোষ্ঠ

লেহন করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল ও মৃতপ্রায় হইয়া, রাবণের দিকে চাহিয়া রহিল। সে পূর্ব্বে মহাবনে রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল। সেইজন্য, ত্রস্ত ও বিষণ্ণচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে আপনার ও তাহার হিতজনক বাক্যে কহিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বাক্যবিশারদ পরমতেজস্বী মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনিয়া, তাহাকে কহিল, রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুলভ; কিন্তু, অপ্রিয় হিত বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তোমার চার নিযুক্ত নাই এবং স্বভাবও অতিচঞ্চল। সেই জন্য, রাম যে সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও কুবেরসদৃশ, মহাবীর্য্য ও গুণে সকলেরই শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ না। তাত! রামের সহিত বিরোধ করিলে, রাক্ষসকুলের কি ভদ্রস্থতা হইবে? তিনি ক্রুদ্ধ হইলে, কি সমুদায় লোক রাক্ষসশূন্য করিতে পারেন না? জনকাত্মজা তোমারই বিনাশ জন্য কি উৎপন্ন হয়েন নাই? সীতার জন্য কি তোমার দারুণ বিপদ্ উপস্থিত হইবে না? তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর; কোন বিষয়ে কাহারই প্রতিষেধ গ্রাহ্য কর না। অতএব তোমার অধিকারে সমুদায় লঙ্কা কি তোমার ও সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? তোমার ন্যায় যে রাজা দুঃশীল ও দুর্ম্মতি এবং যথেচ্ছাচারপরতন্ত্র হইয়া, পাপাত্মাদের সহিত কর্ত্তব্যবিষয়ের পরামর্শ করে, সেই রাজা আপনার সমুদায় রাজ্য ও স্বজনদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন রাম পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন নাই। তিনি মর্য্যাদাশূন্যও নহেন, ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশকও নহেন, ধর্ম্মে বা গুণেও হীন নহেন এবং তীক্ষ্ণস্বভাবও নহেন। সর্ব্বদা ভূতমাত্রেরই হিতানুষ্ঠান করেন। এবং অতিশয় ধার্ম্মিক। পিতা কৈকেয়ীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন, দেখিয়া, তিনি

তাঁহার সত্যবাদিতা রক্ষার জন্য বনে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এবং পিতা দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রিয়কামার্থ রাজ্যভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, দণ্ডককাননে প্রবেশ করিয়াছেন। তাত! রাম কর্কশস্বভাব নহেন, মূর্খ নহেন, ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন এবং মিথ্যা বলা দূরে থাক, তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অবগত নহেন। তাঁহার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় না। বলিতে কি, তিনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, সাধু, সত্যপরাক্রম এবং ইন্দ্র যেমন দেবগণের, তিনিও তেমনি সকলের রাজা। তিনি নিজতেজে বৈদেহীর রক্ষা করেন। তুমি কি রূপে তাঁহার সেই জানকীরে, সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? শর সকল যাঁহার শিখা, ধনু ও খড়্গ যাঁহার ইন্ধন, এবং যাঁহার ত্রিসীমায় গমন করা অসাধ্য, সেই রামরূপ প্রজ্বলিত অনলে সহসা প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় না। তিনি সাক্ষাৎ কৃতান্ত। ধনু তাঁহার ব্যাদিত ও প্রজ্বলিত মুখ এবং শর সকল তাঁহার শিখাসমূহ। রাজ্য, সুখ ও নিজের অভীষ্ট প্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই অত্যমর্ষী, অত্যুগ্র, ধনুর্ব্বাণধর ও শত্রুসেনাসংহারী রামরূপ অন্তকের আসন্নতর হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার তেজের সীমা নাই। জানকী তাঁহার পত্নী এবং সর্ব্বদাই তাঁহার ধনুর্ব্বল আশ্রয় করিয়া অরণ্যে বাস করেন। তুমি কোনমতেই জানকীকে হরণ করিতে পারিবে না। সিংহের ন্যায় সুবিশালহৃদয় নরসিংহ রাম জানকীকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন এবং সীতাও সর্ব্বদাই তাঁহার নিতান্ত আনুগত্য করিয়া থাকেন। প্রজ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায়, তেজস্বী রামের প্রিয়দয়িতা সুমধ্যমা সীতাকে ধর্ষিত করা কাহারই সাধ্য নহে। রাক্ষসরাজ! তোমার এই নিরর্থক উদ্যমে প্রয়োজন কি? বনে রামের সহিত যদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, সেই সাক্ষাতেই তোমার জীবনের শেষ হইবে। দেখ, রাজ্য, সুখ, প্রাণ, সমুদায়ই নিতান্ত দুর্লভ। অতএব বিভীষণপ্রভৃতি সমুদায় ধার্ম্মিষ্ঠ মন্ত্রির সহিত মন্ত্রণা ও কর্ত্তব্য নিশ্চয়

করিয়া, পরমাত্মা রামের দোষ গুণ ও বলাবল নির্দ্ধারণ এবং নিজেরও বল ও হিত নির্ণয় পূর্ব্বক সবিশেষ বুঝিয়া, যুক্তিযুক্ত অনুষ্ঠান করাই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। আমার কিন্তু কোশল-পতিপুত্র রামের সহিত তোমার যুদ্ধ করা ভাল বোধ হইতেছে না। অতএব, রাক্ষসপতি রাবণ! পুনরায় যুক্তিযুক্ত হিতকর উৎকৃষ্ট কথা বলি, শ্রবণ কর।

—৩৭—

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

আমিও কোন সময়ে বীর্য্যবশতঃ পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার শরীরে নাগসহস্রের বল, হস্তে পরিঘ অস্ত্র, মস্তকে কিরীট, কর্ণে তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত কুণ্ডল, কলেবর পর্ব্বতের সমান এবং দেহকান্তি নীলনীরদসদৃশ। এইপ্রকার অবস্থায় লোকের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক আমি দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়া, ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত হইয়া, স্বয়ং গিয়া রাজা দশরথকে কহিলেন, পর্ব্বকালে আমি যখন যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, সমাধি অবলম্বন করিব, তখন এই রামকে আমার রক্ষা করিতে হইবে। রাজন্! আমি মারীচের ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছি। ঋষি এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ সেই মহাভাগ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রামের বয়স দ্বাদশবর্ষও পূর্ণ হয় নাই এবং অস্ত্রশস্ত্রেও কিছুই জ্ঞান নাই। কিন্তু আমার প্রচুর সৈন্য আছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমিই চতুরঙ্গ সৈন্য সহ স্বয়ং গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে আপনার প্রতিপক্ষ নিশাচরের প্রাণবধ করিব। ঋষি রাজার এই কথায় তাঁহাকে কহিলেন, সত্য বটে, তুমি যুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিয়াছ এবং তোমার কৃত কর্ম্মও ত্রিলোকে বিদিত হইয়াছে, কিন্তু রাম ভিন্ন অন্য কাহারও বল রাক্ষসবিনাশে পর্য্যাপ্ত হইবে না। অতএব,

তোমার যে সুপ্রচুর সৈন্য আছে, তাহা এখানেই থাক; এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও, রাক্ষসনিগ্রহে সমর্থ হইবেন। অতএব আমি ইঁহাকে লইয়া যাইব। তোমার মঙ্গল হউক। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া, নৃপনন্দন রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পরম হর্ষভরে স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞোদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে দীক্ষিত হইলে, রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারিত করিয়া, রক্ষার্থ তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার গলদেশে কনকমালা, মস্তকে কাকপক্ষ, হস্তে ধনু, চক্ষুর্দ্বয় পরম সুন্দর, প সেই জা একমাত্র বস্ত্র, শরীর শ্যামলবর্ণ ও নিরতিশয় যৌনত উদ্যত হইয় এবং তখন পর্য্যন্ত তাঁহার শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষচিহ্ন, এবং যাঁব হয় নাই। তিনি স্বীয় প্রদীপ্ত তেজে সমুদায় দণ্ডকা.. অনলে স ভিত করিয়া, সমুদিত বাল চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, আমি ব্রহ্মদত্ত বর প্রভাবে নিরতিশয়-বলবিশিষ্ট হইয়া, দর্পবশতঃ আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার কর্ণে তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত কুণ্ডল এবং আমার দেহকান্তি মেঘের ন্যায় নিবিড়। প্রবিষ্টমাত্র আমাকে তিনি দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ আয়ুধ উদ্যত করিয়া, সসম্ভ্রমে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। নিরতিশয় মোহাবেশবশতঃ আমি তাঁহাকে বালকজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞবেদির অভিমুখে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি শত্রুনিপাতন সুশাণিত সায়ক প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে আহত করিয়া, শতযোজনদূরবর্ত্তী সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তাত! আমাকে বধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; এইজন্য তৎকালে রক্ষা করিলেন। যাহা হউক, আমি রামের শরবেগে নিরস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, সুগভীর সাগরসলিলে নিপাতিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া, লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। এই রূপে আমি রক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম অশিক্ষিতাস্ত্র-

বালক হইলেও, আমার সহকারী রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। এইজন্য বারণ করিতেছি, যদি তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে; ঘোর বিপদে পতিত হইয়া, অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। এবং যত্ন করিয়াই, সমাজোৎসবদর্শী ও ক্রীড়ারতি বিধিজ্ঞ রাক্ষসগণের অনর্থক মনস্তাপ সংগ্রহ করিবে। সীতার জন্য হর্ম্ম্যপ্রাসাদপরিপূর্ণ রত্নরাজিরাজিত লঙ্কাপুরীকে তোমায় বিনষ্ট দেখিতে হইবে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণও যেমন গরুড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ, যাহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার আশ্রয়ে থাকিলে, তাহার পাপ জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি দেখিবে, তোমার নিজের দোষে দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ ও দিব্যাভরণভূষিত রাক্ষসগণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া, ধরাসাৎ হইয়াছে; এবং হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ কেহবা হৃতদার হইয়া, কেহবা পত্নীর সহিত কোনরূপে আশ্রয় না পাইয়া, দশদিকে পলায়ন করিয়াছে। তুমি আরও দেখিবে, শরজালে আচ্ছন্ন ও অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, লঙ্কার সমুদায় গৃহই এককালে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা, পরদারহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। রাজন্! তোমার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী বিরাজ করিতেছে। তুমি আপনার পরিগৃহীত সেই সকল স্ত্রীতেই আসক্ত হইয়া, স্বীয় বংশ, অভীষ্ট প্রাণ, রাজ্য, সমৃদ্ধি, মান ও রাক্ষসগণ, এই সকলের রক্ষা কর। যদি পরমসুন্দর কলত্র ও মিত্রবর্গ লইয়া, চিরকাল সুখভোগের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, রামের অনিষ্ট করিও না। আমি সুহৃৎ, বারম্বার নিষেধ করিতেছি। যদি বলপূর্ব্বক সীতার ধর্ষণা কর, তাহা হইলে, তোমাকে রামশরে সবান্ধবে ক্ষীণবল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া, শমনভবনে গমন করিতে হইবে।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

তৎকালে আমি যুদ্ধে ঐ রূপে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়াছিলাম। অধুনা, যে সর্ব্বলোকোত্তর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও শ্রবণ কর। সেইরূপে প্রাণসংকটে পতিত হইয়াও, আমার নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় নাই। সেইজন্য আমি স্বয়ং মহামৃগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মৃগরূপধর দুই জন রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম। জিহ্বা নিরতিশয় উজ্জ্বল, দংষ্ট্রা অতি বৃহৎ, শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ, বল অসীম এবং মাংসই আহার, এইপ্রকার মৃগবেশে আমি নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া, দণ্ডকবাসী ঋষিদিগকে ধর্ষিত ও নিহত করিয়া, তাঁহাদের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রে, তীর্থে ও চৈত্যবৃক্ষ সকলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। এই রূপে আমি ঋষিমাংস ভক্ষণ, ক্রূরতা অবলম্বন ও বনবাসিগণের ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক, রুধিরপানে মত্ত হইয়া, ধর্ম্মের ব্যাঘাত করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে, রামের সমীপস্থ হইলাম। তৎকালে তিনি মহারথ লক্ষ্মণ ও মহাভাগ জানকীর সহিত তথায় তাপস-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমি সেই সর্ব্বভূতহিতৈষী নিয়তাশী বনবাসী তপস্বী মহাবল রামকে তাপস জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া, পূর্ব্ববৈর ও পূর্ব্বপ্রহার স্মরণপূর্ব্বক সংহারমানসে তীক্ষ্ণশৃঙ্গ-মৃগবেশে অবিচারিত চিত্তে নিতান্ত রোষাবেশে তাঁহার সম্মুখদেশে ধাবমান হইলাম। তদ্দর্শনে তিনি সুবিশাল শরাসন আকর্ষণ করিয়া, সুপর্ণ ও সমীরণ সমান বেগবান্ শত্রুনিপাতন সুশাণিত শরত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রসদৃশ সাতিশয় ভয়ঙ্কর শোণিতাশী সন্নতপর্ব্ব সেই শরত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়াই, আগমন করিতে লাগিল। গূঢ় রূপে লোকের অনিষ্ট করা আমার স্বভাব। রামের পরাক্রম আমার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল এবং পূর্ব্বেও আমি তাঁহার হস্তে বিপদাপন্ন হইয়াছিলাম। এইহেতু, আমি তথা হইতে পলায়ন করিয়া

প্রাণ রক্ষা করিলাম। কিন্তু আমার সহচর রাক্ষস দুই জন বিনষ্ট হইল। আমি রামের শরে মুক্ত হইয়া, কোন রূপে প্রাণরক্ষা করত, এই স্থানে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া, যোগযুক্ত ও সমাধি-নিরত তপস্বী হইয়াছি। তথাপি, এখনও দেখিতে পাই, বল্কল ও কৃষ্ণাজিনাম্বর রাম যেন ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক, পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করিতেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ! যেখানে রাম নাই, সেখানেও তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। অধিক কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া, জাগরিতের ন্যায়, অতিমাত্র ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠি। তাঁহার ভয়ে আক্রান্ত হওয়াতে, যাহার আদিতে র এই অক্ষর আছে, রথ ও রত্ন প্রভৃতি তাদৃশ নামপরম্পরাও আমার সাতিশয় ত্রাস সমুৎপাদন করে। আমি তাঁহার প্রভাব জানি। তিনি বলি ও নমুচিকেও সংহার করিতে পারেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোমার ভদ্রস্থতা নাই। অতঃপর তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যদি আমায় জীবিত দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, রামের কথা আর মুখে আনিও না। যাঁহারা কখন পরের অপকার করেন না, সর্ব্বদাই যোগ-যুক্ত হইয়া, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ বহুসংখ্য ব্যক্তিও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়া থাকেন। হে নিশা-চর! আমাকেও পরের অপরাধে বিনষ্ট হইতে হইবে। অতএব, যাহা তোমার উচিত হয়, কর; আমি অনুগমন করিব না। দেখ, রামের তেজ, বল ও বুদ্ধির সীমা নাই। তিনি সমস্ত রাক্ষস-লোকেরও ধ্বংস করিতে পারেন। আর, দুরাচারিণী শূর্পণখার জন্য জনস্থানবাসী দুর্ব্বৃত্ত খর যদি রামের হস্তে নিহত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা রামের অপরাধ কি, সত্য করিয়া বল। আমি বন্ধুজনের হিতাভিলাষেই এই কথা বলিতেছি। যদি না শুন, তাহা হইলে, তোমায় সবান্ধবে যুদ্ধে আজিই রামের অজিহ্মগামী শরপরম্পরায় নিহত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

চত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ এইপ্রকার যুক্তিযুক্ত হিতকর বাক্যে উপদেশ করিলেও, মৃত্যু-কাম ব্যক্তির ঔষধের ন্যায়, রাবণের সে কথা গ্রাহ্য হইল না। প্রত্যুত, সে কালপ্রেরিত হইয়া, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর বাক্যের উপদেষ্টা মারীচকে অযথোচিত পরুষ বাক্যে কহিল, মারীচ! তুমি নিতান্ত নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যাহা বলিলে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ নাই এবং উষরভূমিতে বীজ বপন করিলে, যেমন তাহা নিষ্ফল হয়, তোমার ঐ কথাও সেইরূপ নিতান্ত ফলহীন। কিন্তু তুমি এই কথা বলিয়া আমায় যুদ্ধে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। দেখ, রাম অতি পাপাত্মা, মূর্খ, বিশেষতঃ মানুষ, আবার, খরকে হত্যা করিয়াছে। আমি অবশ্যই তোমার সান্নিধ্যে তাহার প্রাণপ্রিয়তরা সীতাকে হরণ করিব। হে মারীচ! আমি ঐপ্রকার বুদ্ধিই মনে মনে নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও, ঐ বুদ্ধির ব্যাবৃত্তি করিতে পারিবে না। আমি যদি উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধি জন্য তোমায় দোষ গুণ বা উপায় অপায় জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে, তুমি ঐ কথা বলিতে পারিতে। বিশেষতঃ, রাজা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যাহার আত্মহিতের অভিলাষ আছে, তাদৃশ বিদ্বান্ মন্ত্রির কৃতাঞ্জলি হইয়াই তদ্বিষয়ে উত্তর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, রাজাকে যাহা বলিবে, তাহা যেন অপ্রাতিকূল, মৃদুপূর্ব্ব, সর্ব্বথা শুভ ও হিতজনক এবং রাজ-ব্যবহার-সঙ্গত হয়। যাহাতে কোনরূপ পীড়ন করা হয়, তাদৃশ মানবিবর্জ্জিত বাক্য হিতকর হইলেও, মানার্থী রাজা তাহার অভিনন্দন করেন না। রাজাদের তেজের সীমা নাই। তাঁহারা অগ্নি, ইন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চ রূপ এবং যথাক্রমে উষ্ণতা, বিক্রম, অনুগ্রতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা এই পাঁচটী গুণ ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব সকল অবস্থাতেই সর্ব্বদা মহাত্মা নরপতিগণের সম্মান ও অর্চ্চনা করা

কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছ। সেইজন্য, আমি অভ্যাগত হইলেও, আমার পূজা না করিয়া, দুরাত্মতাবশতঃ এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। কিন্তু হে নিশাচর! আমি তোমায় এবিষয়ে দোষাদোষ, অথবা আত্মপক্ষের ক্ষয় হইবে কি, না, জিজ্ঞাসা করিতেছি না। হে অমিতপরাক্রম! আমি তোমায় সীতা-হরণের কথামাত্র কহিয়াছি এবং বলিয়াছি, এবিষয়ে তোমায় আমার সাহায্য করিতে হইবে। এক্ষণে সাহায্যার্থ যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজত বিন্দু-বিচিত্রিত সুবর্ণের মৃগ হইয়া, রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে বিচরণ ও তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়া, যথেচ্ছ গমন কর। মায়াময় স্বর্ণমৃগরূপী তোমাকে দর্শন করিয়া, বিস্ময় সমুৎপন্ন হইলে, মৈথিলী রামকে কহিবেন, সত্বর এই মৃগ আনিয়া দাও। তখন ককুৎস্থনন্দন রাম আশ্রম হইতে অপ-সৃত হইলে, তুমি দূরে গমন করিয়া, অবিকল রামের ন্যায় স্বরে, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃ শব্দ করিবে। ঐ শব্দ শুনিয়া, লক্ষ্মণও সীতার আদেশে সসম্ভ্রমে রামপদবীর অনুসরণ করিবে। এই রূপে রাম লক্ষ্মণ উভয়েই আশ্রম হইতে অন্তর্হিত হইলে, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র যেমন শচীকে, আমিও তেমনি জানকীকে অনায়াসেই হরণ করিয়া লইব। হে রাক্ষস! তুমিও ঐ রূপে কার্য্য সমাধা করিয়া, যথেচ্ছ গমন করিবে। হে সুব্রত মারীচ! কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আমি তোমায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিব। হে সৌম্য! এক্ষণে এই কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর; পথে তোমার সর্ব্বথা মঙ্গল ঘটুক। আমিও রথারোহণে দণ্ডকবনে তোমার অনুগমন করিব। এবং রামকে বঞ্চনা করিয়া, বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করত, কৃতকার্য্য হইয়া, তোমার সহিত পুন-রায় লঙ্কায় প্রবেশ করিব। হে মারীচ! যদি আমার এই কথা না শুন, তাহা হইলে, অদ্যই তোমায় আমি বধ করিব। অবশ্য

মরণভয়েও তুমি আমার এই কার্য্য সাধন করিবে। রাজার প্রতিকূলে অবস্থান করিয়া, কোন ব্যক্তি কখনই সুখসমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। এক্ষণে, রামের আসন্ন হইলেও, তোমার প্রাণসংশয়সম্ভাবনা এবং আমার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেও নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হইবে, বুদ্ধিসহকারে ইহা যথাযথ বিচার করিয়া, এবিষয়ে যাহা বিহিত হয়, কর।

—০ঃ০—

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রকৃত রাজার ন্যায়, প্রতিকূল বাক্যে এই-প্রকার আজ্ঞা করিলে, মারীচ কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, পরুষ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হে নিশাচর! কোন্ ব্যক্তি তোমায় রাজ্য, অমাত্য ও পুত্রের সহিত বিনষ্ট হইবার জন্য এইপ্রকার উপদেশ করিল? রাজন্! তুমি সুখে আছ, দেখিয়া, কোন্ পাপাত্মার প্রাণে তাহা সহ্য হইল না? কোন্ ব্যক্তি উপায়চ্ছলে তোমাকে এইপ্রকার মৃত্যুর দ্বার উপদেশ করিল? হে নিশা-চর! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার শত্রুগণের বীর্য্যলোপ হইয়াছে। সেইজন্য, তাহারা বলবানের সহিত বিরোধ করিয়া, তোমাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিতে অভিলাষ করিতেছে। হে নিশাচর! কোন্ অহিতবুদ্ধি ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তি তোমাকে এইপ্রকার উপদেশ করিল? তুমি যে আপনার কর্ম্মপ্রভাবে বিনষ্ট হও, ইহা তাহার অভিলাষ হইয়াছে। হে রাবণ! তোমার মন্ত্রিদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য হইলেও, তুমি বধ করিতেছ না। দেখ, তুমি অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তথাপি তাহারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করিতেছে না। যে রাজা যথেচ্ছার-সম্পন্ন ও কামপথে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সাধুশীল অমাত্যগণের উচিত, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত করেন। কিন্তু তোমাকে নিগৃহীত করা উচিত হইলেও, তাহারা তদ্বিষয়ে উদাসীন হই-

য়াছে। হে জয়িশ্রেষ্ঠ! প্রভু প্রসন্ন হইলেই, মন্ত্রিগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর, অপ্রসন্ন হইলে, তৎসমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। অধিকন্তু, স্বামী বিগুণ হইলে, অন্যান্য লোকেরও বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। হে জয়িশ্রেষ্ঠ! রাজাই ধর্ম্ম ও যশের মূল। অতএব, সকল অবস্থাতেই রাজার বিশিষ্টরূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। হে নিশাচর! রাজা তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রজাগণের অতিমাত্র প্রতিকূল ও অবিনীত হইলে, রাজ্যপালনে সমর্থ হয়েন না। যে সকল মন্ত্রী সর্ব্বদা কঠোর মন্ত্রণা প্রয়োগপূর্ব্বক উল্লিখিত তীক্ষ্ণস্বভাব রাজার সহবাসে অবস্থিতি করে, দুর্ব্বুদ্ধি সারথির অধীনস্থ রথ যেমন বিষমস্থানে পতিত হইয়া, সারথির সহিত বিনষ্ট হয়, সেই মন্ত্রিগণও সেইরূপ বিনাশ লাভ করে। সংসারে স্বপদোচিত-ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর অনেক সাধুও পরের অপরাধে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে দশানন! মৃগঘাতক গোমায়ু কর্তৃক রক্ষিত মৃগগণের যেমন উত্তরোত্তর ক্ষয় হইয়া থাকে, প্রতিকূলবর্ত্তী তীক্ষ্ণস্বভাব রাজার রক্ষাধীনে প্রজাগণেরও সেইরূপ বৃদ্ধিসম্ভাবনা নাই। রাবণ! তোমার ন্যায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্কশপ্রকৃতি দুর্ম্মতি পুরুষ যাহাদের রাজা, সেই রাক্ষসদিগের সকলকেই অবশ্য বিনষ্ট হইতে হইবে। অধুনা, তোমার জন্য সহসা যে আমার এই মৃত্যু উপস্থিত হইল, তজ্জন্য আমার কিছুমাত্র শোক নাই। কিন্তু অতঃপর তোমাকেও সসৈন্যে বিনষ্ট হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই আমার শোক উপস্থিত হইতেছে। রাম আমাকে সংহার করিয়া, অচিরাৎ তোমাকেও বিনাশ করিবেন। যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে মৃত্যু হইলে, আমি কৃতকৃত্য হইব। নিশ্চয় জানিও, রামের দর্শনমাত্রেই আমি হত হইয়াছি। এবং ইহাও জানিও, সীতাকে হরণ করিলেই, তুমিও সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছ। যদি আমার সহিত মিলিত হইয়া, সীতাকে আশ্রম হইতে আনয়ন কর, তাহা হইলে, না তুমি, না আমি, না লঙ্কা, না রাক্ষসগণ, কাহারই

রক্ষা হইবে না। হে নিশাচর! আমি হিতাভিলাষে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার কথা গ্রাহ্য করিতেছ না। বুঝিলাম; যাহাদের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণ সুহৃদ্‌গণের হিতবাক্যও গ্রহণ করে না।

—০ঃ০—

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে এইপ্রকার পরুষোক্তি করিয়া; পরে তাহার ভয়ে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া কহিল, চল, গমন করি। কিন্তু ধনুঃ-শর খড়্গধারী রাম পুনরায় আমাকে দর্শন করিলে, আমার সংহারার্থ আয়ুধ উদ্যত করিয়া, প্রাণ বধ করিবেন। তুমি যমদণ্ডে হত হইয়াছ। রামও তোমার সাক্ষাৎ যমদণ্ডরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, জীবিত শরীরে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু তুমি অতি দুরাচার; আমি কি করিতে পারি? অতএব চলিলাম, তুমি সুখে থাক।

রাবণ মারীচের এই কথায় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, তাহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিল, তুমি যখন আমার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন, তোমার এইপ্রকার বীর্য্যই শোভা পায়। পূর্ব্বে তুমি আর একপ্রকার রাক্ষস ছিলে; এক্ষণে প্রকৃত মারীচ হইয়াছ। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া; আমার সহিত এই পিশাচমুখ গর্দ্দভসমূহে সংযোজিত, রত্নরাজিরাজিত, অন্তরীক্ষচর রথে আরোহণ কর। জানকীকে প্রলোভিত করিয়া, তোমায় ইচ্ছামত গমন করিতে হইবে। আমি শূন্যে পাইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিব। তাড়কাসুত মারীচ এই কথায় সম্মত হইল।

অনন্তর রাবণ ও মারীচ উভয়ে বিমানসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া, সত্বর সেই আশ্রমমণ্ডল হইতে প্রস্থান করিল। এবং

বিবিধ পত্তন, বন, পর্ব্বত, নদী, রাষ্ট্র ও নগর সকল দেখিতে দেখিতে দণ্ডকারণ্যে সমাগত হইল। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সহিত, তথায় রামের আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া, কাঞ্চনলাঞ্ছিত রথ হইতে অবতরণ করিল। এবং মারীচকে হস্তে ধারণ করিয়া কহিতে লাগিল, সখে! রামের এই কদলী-কাননপরিবৃত আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। যে জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে সত্বর তাহা বিধান কর।

নিশাচর মারীচ রাবণের কথা শুনিয়া নিতান্ত অদ্ভুত মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের আশ্রমদ্বারে বিচরণ করিতে লাগিল। সে ক্ষণ-মধ্যেই ঐ পরমশোভন মৃগমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ঐ মৃগের শৃঙ্গাগ্র ইন্দ্রনীল রত্নসদৃশ, মুখশোভা শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, বদনমণ্ডল রক্তোৎপলসন্নিভ, শ্রবণযুগল ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ অভ্যুন্নত, উদর ইন্দ্রনীলমণিসন্নিভ, পার্শ্ব-দেশ মধূক পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পদ্ম-পরাগ-প্রতিম, খুরপংক্তি বৈদূর্য্য সদৃশ, জংঘাযুগল ক্ষীণ, সন্ধিবন্ধ সকল সুশ্লিষ্ট, এবং পুচ্ছদেশ ইন্দ্রা-য়ুধ-সমবর্ণ ও উন্নমিত, তদ্দ্বারা তাহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। তাহার বর্ণও স্নিগ্ধ ও মনোহর এবং শরীর নানাবিধ রত্নে পরিবৃত। নিশাচর মারীচ বৈদেহীর প্রলোভনার্থ এবংবিধ ধাতুবিচিত্রিত মনোহর দর্শনীয় রূপ ধারণপূর্ব্বক রমণীয় রামাশ্রম ও বনভূমি আলোকময় করিয়া, ইতস্ততঃ শাদ্বলে বিচরণ ও শষ্প সকল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহার কলেবর শত শত রজতবিন্দুতে অলঙ্কৃত। তাহাকে দেখিলে, নিরতিশয় প্রীতি ও আনন্দ উপস্থিত হয়। সে কখন বিটপী সকলের কোমল বালপল্লব সকল ভক্ষণ করত বিচরণ করিতে লাগিল; কখন কদলীবাটিকায় ও কর্ণিকার কাননে প্রবেশ করিয়া, এবং কখন বা সীতার দর্শনপথে উপনীত হইয়া, মন্দ গতিতে আশ্রমের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণে চিত্রিত হওয়াতে, তৎকালে ঐ মহামৃগের সাতিশয় শোভা

প্রাদুর্ভূত হইল। সে যথাসুখে রামের আশ্রমসান্নিধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। বিচরণ সময়ে কখন ধাবন, কখন অবস্থান, কখন বা মুহূর্ত্তমাত্র গমন করিয়া, পুনরায় সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। কখন ইতস্ততঃ ক্রীড়ন, কখন ভূমিতে শয়ন, কখন আশ্রমদ্বারে আগমনপূর্ব্বক মৃগযূথের অনুসরণ করিতে লাগিল। এবং মৃগগণে অনুগত হইয়া পুনরায় সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সে প্রগল্‌ভতা বশতঃ বিচিত্র মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচরণ আরম্ভ করিল। তাহাকে দর্শন করিয়া, অন্যান্য বনচর মৃগগণ তাহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে আঘ্রাণ করিয়াই, দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মারীচ যদিও মৃগবধ করিত, তথাপি ভাবগোপন জন্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না, কেবল স্পর্শ করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে শুভলোচনা মদিরেক্ষণা বৈদেহী কুসুমচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কখন অশোক, কখন কর্ণিকার ও কখন বা চূতবৃক্ষে ধাবমান হইতেছিলেন। তিনি কখন বনে থাকিবার যোগ্য নহেন। সেই রুচিরবদনা বরাঙ্গনা সীতা কুসুমচয়ন করত বিচরণ করিতে করিতে উল্লিখিত মুক্তামণি-বিচিত্রাঙ্গ রত্নময় মৃগ অবলোকন করিলেন। ঐ মৃগের দন্ত ও ওষ্ঠ দিব্য-কান্তি-বিশিষ্ট এবং রোমরাজি রূপ্য ও গৈরিকাদি ধাতু সদৃশ। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে স্নেহভরে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। মায়াময় মৃগও রামদয়িতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অনন্তর সে সেই বন আলোকিত করিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। জনকদুহিতা সীতা রত্নরাজিবিরাজিত অদৃষ্টপূর্ব্ব উল্লিখিত মৃগ দর্শনে নিরতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

——

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সীতার নিতম্ব অতি মনোহর, বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ সদৃশ এবং সকল অঙ্গই পরমসুন্দর। তিনি হেম রজত সবর্ণ পার্শ্বদ্বয়ে সুশোভিত উল্লিখিত মৃগ দর্শন করিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, আয়ুধধারী রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। আর্য্য পুত্র! লক্ষ্মণের সহিত সত্বর আগমন কর, আগমন কর, এই বলিয়া বারংবার রামকে আহ্বান ও সেই মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি আহ্বান করিলে, পুরুষোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে দৃষ্টিবিক্ষেপ করত ঐ মৃগকে লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মৃগদর্শনে শঙ্কিত হইয়া, রামকে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগকে আমার নিশাচর মারীচ বলিয়া মনে হইতেছে। এই পাপরূপী পাপাত্মা মারীচ মৃগরূপ-ব্যপদেশে, পরমহর্ষে-মৃগয়া-নিরত রাজাদিগকে নিহত করিয়া থাকে। এই রাক্ষস বিশিষ্টরূপ মায়া অবগত আছে। সেই মায়াবলে এইপ্রকার মৃগরূপপরিগ্রহ করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! দেখুন, ঐমৃগের রূপ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আপাত রমণীয় এবং পরম ভাস্বর। হে রঘুনন্দন! এপ্রকার রত্নবিচিত্র মৃগ কখন পৃথিবীতে নাই। হে জগতীনাথ! ইহা নিশ্চয়ই মায়া, সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, শুচিস্মিতা সীতা রাক্ষসের ছলনায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, পরম হর্ষে তাঁহাকে বারণ করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ঐ মৃগ অতিশয় সুন্দর; আমার মন হরণ করিয়াছে। মহাবাহো! উহাকে ধরিয়া দাও, আমাদের ক্রীড়ামৃগ হইবে। আমাদের এই আশ্রমপদে চমর, সৃমর, ঋক্ষ, পৃষত, বানর ও কিন্নর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিয়দর্শন মৃগ একত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। মহাবাহো! এই রূপে শ্রেষ্ঠরূপ ও শ্রেষ্ঠবল মৃগ সকল এখানে বিহার করে। কিন্তু রাজন্! পূর্ব্বে কখন এপ্রকার মৃগ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সামর্থ্য সৌম্যতা

ও কান্তি সর্ব্বাংশেই ইহার সর্ব্বোৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত; সাক্ষাৎ রত্ন ও চন্দ্রস্বরূপ বনভূমি বিদ্যোতিত করিয়া, আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। আহা, কি সৌন্দর্য্য! আহা, কি শ্রী! আহা, কি সুশোভন স্বরসমৃদ্ধি! এই আশ্চর্য্য বিচিত্রদেহ মৃগ আমার মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যদি ইহাকে জীবিত শরীরে ধরিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, বড় আশ্চর্য্য হয় এবং আশ্চর্য্য উৎপাদন করে। আমরা বনবাস উদ্‌যাপন করিয়া, পুনরায় রাজ্যস্থ হইলে, এই মৃগ আমাদের অন্তঃপুরে বিভূষার্থ হইবে। হে বিভো! ভরতের, তোমার, শ্বশ্রূগণের ও আমার, সকলেরই এই দিব্য মৃগরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিবে। হে পুরুষোত্তম! যদি এই মৃগকে জীবন্ত ধরিতে না পার, তাহা হইলে, ইহার চর্ম্মও পরম প্রীতিকর হইবে। এই নিহত মৃগের স্বর্ণময় চর্ম্ম কুশাসনে প্রসারিত করিয়া, ভগবানের পূজা করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। যদিও স্বীয় প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ স্বামীকে এই রূপে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর এবং কোন অংশেই শোভা পায় না; কিন্তু এই মৃগের বিচিত্র দেহ আমার নিরতিশয় বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়াছে।

তৎকালে, কাঞ্চনের ন্যায় রোমরাজি, অত্যুৎকৃষ্ট মণির ন্যায় শৃঙ্গ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ এবং নক্ষত্রপথের ন্যায় বিচিত্রতা, এই সকলে অলঙ্কৃত উল্লিখিত মৃগ দর্শন করিয়া, রামেরও অন্তঃকরণে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি মৃগদর্শনে তাহার রূপে লোভাক্রান্ত এবং সীতার কথা শ্রবণে তাহার প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া, হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই মৃগের অত্যুৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য দর্শনে জানকীর স্পৃহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অদ্য ইহার প্রাণধারণ অসম্ভব। হে সৌমিত্রে! কি বনে, কি নন্দনে, কি চৈত্ররথ কাননে, অথবা পৃথিবীর কোন স্থানেই ইহার সমান মৃগ

নাই। দেখ, ইহার রোমরাজি ক্রমানুক্রমে সুবিন্যস্ত এবং পরম সুন্দর। তাহাতে, কনকবিন্দু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতে, অতিশয় শোভার আবির্ভাব হইয়াছে। আরও দেখ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ যেমন বিস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, জৃম্ভাত্যাগ সময়ে ইহার মুখ হইতে পাবকশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত জিহ্বা বিনিঃসৃত হইতেছে। ইহার মুখমণ্ডল ইন্দ্রনীলনির্ম্মিত পান-পাত্রের আকারবিশিষ্ট, উদর শঙ্খ ও মুক্তাসদৃশ এবং ইহার স্বরূপ নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। ইহাকে দেখিলে, কাহার না মন মোহিত হয়? ইহার রূপ জাম্বূনদময়ী প্রভায় পরিপূর্ণ এবং বিবিধ রত্নে অলঙ্কৃত। ঈদৃশ দিব্য রূপ নয়নগোচর হইলে, কাহার না বিস্ময়রসের সঞ্চার হইয়া থাকে? ধনুর্দ্ধারী রাজারা মহাবনে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, মাংসের জন্য অথবা বিহারার্থও যখন মৃগ সকল সংহার করেন, তখন এইপ্রকার বিচিত্র চর্ম্মের জন্য যে তাহাদের হত্যা করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অধিকন্তু, তাঁহারা মৃগবধে উদ্যত হইয়া, মহারণ্যে মণিরত্ন ও সুবর্ণাদি ধাতুরূপ ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ঐপ্রকার বন্য ধনরাশি দ্বারা কোষ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং তৎসমস্তই, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রেই সমাগত সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর ন্যায়, মনুষ্যের পক্ষে পরম প্রশস্ত। যাহার অর্থে প্রয়োজন আছে, সেই ব্যক্তি যে অর্থের জন্য কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহার সম্পাদনার্থ কৃতযত্ন হয়, অর্থসাধন-সুনিপুণ অর্থশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব এই মৃগবধে দ্বৈধ করিবার আবশ্যকতা নাই। সুমধ্যমা জানকী আমার সহিত এই মৃগরত্নের সমুৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মে উপবেশন করিবেন। কি কদলী ও প্রিয়ক মৃগের ত্বক্; কি প্রবেণীনামক ছাগলের অথবা মেষাদির চর্ম্ম, কিছুই এই মৃগের চর্ম্মসদৃশ সুখস্পর্শ বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না। এই মৃগই শ্রীমান্, আর আকাশে যে মৃগ বিচরণ করে, সেই মৃগই শ্রীমান্। ফলতঃ,

সেই তারামৃগ (মৃগশিরোনক্ষত্র) এবং এই মহীমৃগ, এই উভয় মৃগই দিব্য মৃগ। এতদ্ব্যতীত, আর দিব্য মৃগ নাই। লক্ষ্মণ! তুমি বলিতেছ, ইহা রাক্ষসের মায়া। যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয়, তাহা হইলেও, আমি ইহার বধ করিব। দেখ, এই দুরাত্মা নির্দ্দয় মারীচ পূর্ব্বে বনে বিচরণ করত মুনিমুখ্যগণের প্রাণ বধ করিয়াছে। এবং মৃগয়া সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া, পরম ধনুর্দ্ধর অনেক রাজাকেও সংহার করিয়াছে। অতএব এই মৃগকে বধ করা কর্ত্তব্য। স্বীয় গর্ভ যেমন অশ্বতরীকে বিনষ্ট করে, পূর্ব্বে এই অরণ্যে রাক্ষস বাতাপিও তেমনি উদরস্থ হইয়া, তপস্বী ব্রাহ্মণগণের পরিভবপূর্ব্বক প্রাণসংহার করিত। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে, কোন সময়ে সেই বাতাপি পরম তেজস্বী মহামুনি অগস্ত্যকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার ভক্ষ্য হইয়াছিল। পরে ভোজনান্তে উত্থানসময়ে বাতাপিকে রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, ভগবান্ অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, বাতাপি! তুমি তেজে হতজ্ঞান হইয়া, এই জীবলোকে অনেক দ্বিজশ্রেষ্ঠের পরিভব করিয়াছ। সেই জন্য, আমি তোমায় জীর্ণ করিলাম। লক্ষ্মণ! যে, আমার ন্যায় ধর্ম্মনিত্য ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, সেই মারীচেরও বাতাপির ন্যায়, প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মারীচ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, অগস্ত্যকর্ত্তৃক বাতাপির ন্যায়, মৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি কবচাদি বন্ধন পূর্ব্বক সযত্নে মৈথিলীর রক্ষা কর। হে রঘুনন্দন! জানকীকে রক্ষা করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য প্রধান কার্য্য। অতএব তুমি সাবধানে অবস্থিতি কর। আমি এই মৃগকে হয়, সংহার, না হয়, গ্রহণ করিব। হে সৌমিত্রে! এই মৃগচর্ম্মে জানকীর অতিমাত্র অভিলাষ উপস্থিত হইয়াছে, দেখ। অতএব আমি সত্বরই মৃগের আনয়নার্থে গমন করিব। এই মৃগের ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অদ্য নিশ্চয়ই ইহার প্রাণত্যাগ ঘটিবে। লক্ষ্মণ! আমি যতক্ষণ না

এই মৃগকে একমাত্র সায়কেই সংহার করিতেছি, তাবৎ তুমি সীতার সহিত অতি সাবধানে আশ্রম মধ্যে অবস্থিতি কর। আমি শীঘ্রই ইহাকে হত্যা করিয়া, চর্ম্ম লইয়া আসিব। লক্ষ্মণ! এই জটায়ু অতিশয় সামর্থ্যশালী, অতিশয় বলবান্ এবং অতিশয় বুদ্ধিবিশিষ্ট। তুমি ইহাঁর সহিত জানকীকে লইয়া, রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকেই বিচরণ করিতেছে, তজ্জন্য প্রতিক্ষণেই শঙ্কিত হইয়া, সাবধানে অবস্থিতি কর।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

পরম তেজস্বী রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়া, স্বর্ণময় মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ ধারণ করিলেন। অনন্তর, যাহার মধ্যদেশ তিন স্থলে অবনত ঈদৃশ আত্মশোভাসাধন ধনু গ্রহণ ও তূণীরযুগল বন্ধন পূর্ব্বক প্রচণ্ড পরাক্রমে প্রস্থান করিলেন। বন্যরাজ মারীচ-মৃগ রাজেন্দ্র রামকে আগমন করিতে দেখিয়া, ভয়বশতঃ অন্তর্হিত হইয়া, পুনরায় তাঁহার দর্শনগোচরে উপনীত হইল। রামও ধনুর্গ্রহণ ও খড়্গাবন্ধন পূর্ব্বক, যেদিকে মৃগ, সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং ধাবনসময়ে অবলোকন করিলেন, মৃগ স্বীয়রূপে চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া, যেন সম্মুখেই অবস্থিতি করিতেছে; কখনও ধনুষ্পাণি রামকে বারংবার অবলোকন করিয়া, অরণ্যমধ্যে ধাবমান হইতেছে; কখন যেন উৎপতন পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; কখন প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন হস্তপ্রাপ্ত হইতেছে; কখন যেন শঙ্কিত ও সমুদ্ভ্রান্ত হইয়া, আকাশে উৎপতন করিতেছে; কখন বনভূমির কোথাও অদৃশ্য ও কোথাও দৃশ্যমান হইতেছে; এবং কখনও বা বিচ্ছিন্ন মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন শারদীয় চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, মুহূর্ত্তমাত্র দৃশ্য ও মুহূর্ত্তমাত্রেই দূরে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে মৃগরূপী মারীচ বারংবার দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া, রামকে

আশ্রম হইতে দূরে লইয়া চলিল। রাম তদীয় মায়ায় মোহিত ও নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, ক্রোধে আক্রান্ত হইলেন। অনন্তর একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্রে অবস্থান করিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহার চিত্তবিভ্রম সমুৎপাদন করিয়াছিল। সে পুনরায় অন্যান্য মৃগগণে পরিবৃত হইয়া, অদূরে তাঁহার দর্শনগোচরে উপস্থিত হইল। এবং রামকে ধরিতে উদ্যত দেখিয়া, পুনর্ব্বার দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অনন্তর অতিমাত্র ত্রাস বশতঃ তৎক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইল। এবং দূরে গমন পূর্ব্বক পুনরায় পাদপপুঞ্জের অন্তরাল হইতে বিনিঃসৃত হইলে, পরম তেজস্বী রাম তদ্দর্শনে তাঁহাকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, রোষভরে পুনরায় তূণ হইতে সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ শত্রুনিপাতন প্রজ্বলিত শর উদ্ধৃত করিলেন। ঐ শর অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট এবং স্বয়ং ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বলশালী রাম বিষজ্বালাপরিবৃত আশীবিষের ন্যায়, উল্লিখিত ব্রহ্মাস্ত্র দৃঢ়রূপে শরাসনে সন্ধান ও বলপূর্ব্বক ধনু আকর্ষণ করিয়া, মৃগের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। শরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, বজ্রের ন্যায়, মৃগরূপী মারীচের হৃদয় নির্ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন সে নিরতিশয় আতুর হইয়া তালপ্রমাণ উল্লম্ফন করিয়া, নিপতিত হইল। এবং ক্ষীণ প্রাণে ধরাতলে পতিত হইয়াই, ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। অনন্তর মারীচ মরিবার সময় সেই মায়াময় মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া, রাবণের আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, সীতা লক্ষ্মণকেও এখানে প্রেরণ এবং রাবণ শূন্যে সীতাকে হরণ করিতে পারে? এইপ্রকার চিন্তানন্তর, মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া, রাবণের উপদিষ্ট পরামর্শানুসারে, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া, রামের ন্যায় কণ্ঠস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। রামের অনুপম শরে তাহার মর্ম্মদেশ একান্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। সে আর মৃগরূপ ধারণ করিতে না পারিয়া, রাক্ষসমূর্ত্তি পরি-

গ্রহ পূর্ব্বক মরিবার সময়ে স্বীয় শরীর সাতিশয় সংবর্দ্ধিত করিল। রাম ভীমদর্শন নিশাচর মারীচকে রক্তাক্তকলেবরে ধরাতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, মনে মনে সীতাকে ও লক্ষ্মণের কথা স্মরণ করত আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, ইহা মারীচের মায়া। তাঁহার কথাই এখন সত্য হইল। যথার্থই মারীচকে আমি বধ করিলাম। এক্ষণে, মারীচ, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে প্রাণত্যাগ করিল। না জানি, সীতার এখন কি ঘটে এবং মহাবাহু লক্ষ্মণেরই বা কিরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়! এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, ত্রাস-বশতঃ ধর্ম্মাত্মা রামের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তৎকালে মৃগরূপী রাক্ষসকে হত্যা করিয়া, তাহার উক্তপ্রকার চীৎকারশব্দ শ্রবণ করত, বিষাদজন্য নিরতিশয় ভয়ে তিনি অভিহত হইলেন। অনন্তর তিনি অন্যান্য মৃগ সংহার ও তাহাদের মাংস গ্রহণ করিয়া, দ্রুতপদসঞ্চারে জনস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে, বনমধ্যে স্বামির সদৃশ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, যাও, জানিয়া আইস, রামের কি হইয়াছে। তিনি নিরতিশয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছেন। সেই শব্দ শুনিয়া, আমার মন ও প্রাণ আর স্বস্থানে অবস্থিতি করিতেছে না। তিনি তোমার ভ্রাতা, অরণ্যমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন। তাঁহাকে পরিত্রাণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি শীঘ্রই শরণার্থী ভ্রাতার রক্ষা জন্য ধাবমান হও। গো-বৃষ যেমন সিংহের, তিনিও তেমনি রাক্ষ-সের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আদেশ স্মরণ

করিয়া, সীতার কথায় গমন করিলেন না। তখন সীতা নিতান্ত বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি রামের মিত্ররূপী শত্রু। দেখ, তুমি এই সংকটসময়েও তাঁহার রক্ষার্থ গমন করিতেছ না। বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার অভিলাষ হইয়াছে। সেইজন্য, তুমি তাঁহার বিনাশ কামনা করিতেছ। নিশ্চয়ই আমার প্রতি লোভ হওয়াতে, তুমি তাঁহার অনুগমন করিতেছ না। সেই জন্য, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রামের বিপদও তোমার পরম সুখের বিষয় হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি তোমার পূর্ব্বস্নেহও দূর হইয়াছে। সেই জন্য, তুমি মহাদ্যুতি রামকে না দেখিয়াও, নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। কিন্তু তুমি যে রামের অধীনে এখানে আসিয়াছ, তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইলে, তোমার রক্ষাধীনে থাকিয়া, আমি আর কি করিব; আমার মরণই মঙ্গল।

বৈদেহী বাষ্প ও শোকে আচ্ছন্ন এবং মৃগবধূর ন্যায় ত্রাসযুক্ত হইয়া, এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, জানকি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর ও পন্নগ, কেহই আপনার স্বামীকে জয় করিতে সমর্থ নহে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, কিন্নর, মৃগ ও বিহঙ্গম, ইহাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, যুদ্ধে ইন্দ্রের সমান রামের প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ, রামকে যুদ্ধে বধ করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব আপনার এপ্রকার বলা শোভা পায় না। আর, আপনাকে রাম বিনা একাকিনী এই অরণ্য মধ্যে ত্যাগ করিতেও, কোন ক্রমেই আমার সাহস হইতেছে না। দেখুন, ইন্দ্রাদি প্রচুর-বল-বিশিষ্ট পুরুষগণও স্বকীয় বলে রামের বল নিবারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। অথবা, স্বয়ং ঈশ্বর ও অমরগণের সহিত ত্রিভুবন একত্র মিলিত হইলেও, রামকে পরাজয় করিতে পারে না। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া

সুস্থ-চিত্ত হউন। আপনার স্বামী রাম মৃগ-রূপকে সংহার করিয়া, শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। আর, এই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার নহে এবং কোন অশরীরিণী দেবতাও এই-প্রকার স্বর প্রয়োগ করেন নাই। নিশাচর মারীচই গন্ধর্ব্বনগর-সদৃশী মিথ্যা মায়া বিস্তার করিয়া, এইপ্রকার চীৎকার করিতেছে। অয়ি জানকি! মহাত্মা রামও গচ্ছিত ধনস্বরূপ আপনাকে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য, আপনাকে ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। অয়ি কল্যাণি! অয়ি বরারোহে! এই সকল রাক্ষসের সহিত আমাদের শক্রতা হইয়াছে। দেবি! খরকে নিধন করিয়া, জনস্থান ধ্বংস করাতে, তদুপলক্ষে কৃতবৈর নিশাচরগণ এই মহাবনমধ্যে আমাদের ব্যামোহসাধনার্থ নানাপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। জানকি! সাধুগণের হিংসা করাই রাক্ষসদিগের একমাত্র আমোদ প্রমোদ। অতএব এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়া কোন অংশেই আপনার শোভা পায় না।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, ক্রোধবশতঃ জানকীর লোচনযুগল নিতান্ত লোহিত ভাতি ধারণ করিল। তিনি পরুষ বাক্যে সত্যবাদী সুমিত্রাতনয়কে কহিতে লাগিলেন, তুমি রামকে মারিয়া, দয়া করিয়া আমার রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব তোমার এই দয়ার কোন মহত্ত্ব বা প্রশংসা নাই। তুমি অতি নিষ্ঠুর ও কুলনাশন। বুঝিলাম, রাম মহাবিপদে পতিত হইলেই, তোমার পরম প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে। সেই-জন্য, তুমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়াও, এইপ্রকার কথা বলিতেছ। লক্ষ্মণ! তোমার ন্যায়, জ্ঞাতিত্ব বশতঃ শক্রভাবাপন্ন পুরুষগণ যে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহা বিচিত্র নহে; তাহাতে, আবার, তুমি অতীব নির্দয় এবং সর্ব্বদাই স্বকীয় দুরভিসন্ধি গোপন করিয়া, বিচরণ করিয়া থাক। বলিতেকি, তুমি নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতি। সেইজন্য, রাম একাকী

বনে আসিলে; তুমিও একাকী তাঁহার অনুগামী হইয়াছ। অথবা, ভরত আমার প্রতি লোভপরতন্ত্র হইয়া, গুপ্ত শত্রু রূপে তোমায় রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ! তুমি বা ভরত যাহা মনে করিয়াছ, তাহা কখনই ঘটিবে না। আমি পদ্মপলাশলোচন নীলোৎপলশ্যাম রামের গৃহিণী হইয়া, কি রূপে ইতর জনে অভিলাষিণী হইব। অতএব, লক্ষ্মণ! আমি তোমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব, কোন সন্দেহ নাই। রাম বিনা ক্ষণকালও আমি এই সংসারে প্রাণ ধারণ করিব না।

সীতা যে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা; সুতরাং উত্তর করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু জানকি! আপনি যে অযোগ্য কথা বলিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিত্র নহে। কেননা, ঐপ্রকার কুৎসিত কথা বলাই স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম; ইহা সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই ক্রূর, চঞ্চল, ধর্ম্মজ্ঞানহীন এবং পিতা ও পুত্রাদির মধ্যে পরস্পর ভেদ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু, জানকি! আপনার এই কথা আমার সহ্য হইতেছে না। অত্যুষ্ণ নারাচের ন্যায়, ইহা আমার উভয় কর্ণই বিদ্ধ করিতেছে যাহা হউক, বনচারী দেবগণ সকলেই আমার সাক্ষী। আমি যথার্থ কথাই বলিয়াছি। তথাপি, তুমি আমায় যেপ্রকার কটূক্তি করিলে, ইহাঁরা সকলে তাহা শ্রবণ করুন। আমি সর্ব্বদাই গুরুর কথা পালন করিয়া থাকি। কিন্তু তুমি স্ত্রীস্বভাব ও দুষ্ট প্রকৃতি বশতঃ আমায় এইপ্রকার সন্দেহ করিতেছ; নিশ্চয়ই তোমার বিনাশ উপস্থিত। তোমায় ধিক্! অয়ি বরাননে! রাম যেখানে, আমি চলিলাম; তুমি কুশলে থাক। এবং বনদেবতারা তোমার রক্ষা করুন। অয়ি বিশালাক্ষি! ঘোরতর দুর্নিমিত্ত সকল আমার সমক্ষে প্রাদুর্ভূত

হইতেছে। অতএব, পুনরায় রামের সহিত আসিয়া তোমায় যেন দেখিতে পাই?

লক্ষ্মণ এইপ্রকার কহিলে, জনকনন্দিনী অবিরল-বাহিনী অশ্রুধারায় পরিপ্লুতা হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যুত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! রামের সহিত বিরহ ঘটিলে, আমি গোদাবরীসলিলে ডুবিয়া মরিব; কিম্বা গলায় দড়ি দিব; অথবা কোন উচ্চস্থানে উঠিয়া এই দেহপাত করিব; কিম্বা তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব; না হয়, আগুণে প্রবেশ করিব। তথাপি, রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে আমি কখনও স্পর্শ করিতে পারিব না। সীতা শোকভরে রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণের নিকট এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, দুঃখভরে উদরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ বিশাললোচনা জনকদুহিতাকে নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া, বিমনা হইয়া, আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দেবরকে আর কোন কথাই বলিলেন না। অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও জিতচিত্ত লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে অভিবাদন ও কিঞ্চিৎ প্রণাম করিয়া, বারংবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

—:*:—

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ সীতার কটূক্তিতে কুপিত হইয়া, রামকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। দশানন এই সুযোগ পাইয়া, সুকোমল কাষায় বস্ত্র, শিখা, ছত্র, উপানৎ এবং বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিবেশে সীতার সকাশে সমাগত হইল। সীতা রাম লক্ষ্মণ বিরহে চন্দ্র-সূর্য্য-বিবর্জ্জিত সন্ধ্যার ন্যায় হইয়াছিলেন। দশানন, ঘোরতর অন্ধকারের ন্যায়, তাঁহার অনুবর্ত্তন করিল, এবং অতীব দারুণ

রাহু যেমন শশিহীন রোহিণীকে দর্শন করে, তদ্রূপ সেই যশস্বিনী বালিকা রাজনন্দিনীকে দেখিতে লাগিল। জনস্থানস্থ বৃক্ষ সকল উগ্রপ্রকৃতি পাপকর্ম্মা রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে স্পন্দহীন হইল এবং বায়ুও আর প্রবাহিত হইল না। তাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ। সীতার প্রতি তাহাকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, দ্রুতগামিনী গোদাবরী নদীও শঙ্কাবশতঃ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে দশগ্রীব রাবণ রামের রন্ধ্রান্বেষী হইয়া, ভিক্ষুবেশে জানকীর সকাশে উপস্থিত হইল। তিনি স্বামীর জন্য শোক করিতেছিলেন। শনিগ্রহ যেমন চিত্রার সমীপস্থ হয়, অভব্য রাবণও তেমনি ভব্যবেশে সীতার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, কপট সাধুবেশে অভিমুখীন হইয়া, সেই যশস্বিনী রামপত্নী জানকীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, দণ্ডায়মান হইল। সীতার ওষ্ঠ ও দশনপংক্তি পরম সুন্দর, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, এবং লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ। তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, বাষ্প ও শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন। রাবণ দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। দর্শন করিয়া, তাহার হৃদয় কামশরে বিদ্ধ ও হর্ষরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তখন সে বেদোচ্চারণ করিয়া, স্বীয় শরীর সৌন্দর্য্যে পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা ত্রিভুবনসুন্দরী জানকীকে প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অয়ি শুভাননে! তোমার বর্ণের আভা অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণ সদৃশ, তাহাতে আবার তুমি পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র পরিধান এবং পদ্মিনীর ন্যায়, পরম সুন্দর কমলমালা ধারণ করিয়াছ। অয়ি বরারোহে! তুমি কি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অপ্সরা, অথবা ভূতি, কিম্বা সাক্ষাৎ রতি, ইচ্ছানুসারে বনে বিহার করিতেছ? তোমার দশনপংক্তি সম-সংস্থিত, কুন্দপুষ্পের কুট্মলের ন্যায় প্রশস্তাগ্র, স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুরবর্ণ। তোমার নেত্রযুগল বিশাল, বিমল, রক্তান্ত

ও কৃষ্ণতারক। তোমার জঘন অতি স্থূল ও সুবিস্তৃত। তোমার উরুযুগল করিকরসদৃশ, বর্ত্তুলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, পরম পরিপুষ্ট, এবং সর্ব্বতোভাবে প্রগল্‌ভিত ও সংহত। তোমার স্তন-যুগল পীন ও উন্নতাগ্র, পরম মনোহর, সুস্নিগ্ধ তালফলের সদৃশ, নিরতিশয় সুন্দর ও উৎকৃষ্ট মণিসমূহে অলঙ্কৃত। ফলতঃ তোমার দন্ত, নেত্র ও স্মিত সমুদায়ই সুন্দর। অয়ি বিলাসিনি! নদী যেমন সলিলবেগে কূল হরণ করে, তুমি তেমনি ঐ সকলে আমার মন হরণ করিতেছ। তোমার কেশগুচ্ছ পরম সুন্দর, পয়োধর-যুগল সংহত এবং তোমার মধ্যদেশ এরূপ ক্ষীণ, যে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারাও ধারণ করা যায়। কি দেবী, কি গন্ধর্ব্বী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী, কেহই তোমার সদৃশ-রূপশালিনী নহে। আমি পূর্ব্বে কখন পৃথি-বীতে তোমার সদৃশী ললনা দর্শন করি নাই। তোমার রূপ, যৌবন, সৌকুমার্য্য এবং অরণ্যবাস, এই চারিটিই লোকমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তজ্জন্য, আমার চিত্তবিকার সমুৎপাদন করিতেছে। অতএব বাহির হইয়া আইস; তোমার মঙ্গল হউক, বনে বাস করা তোমার শোভা পায় না। কামরূপী ভয়ংকর নিশাচরগণ সর্ব্বদা এখানে বাস করে। রমণীয় প্রাসাদশিখর, এবং সুসমৃদ্ধ ও সুগন্ধি নগরোপবন, এই সকলেই বিচরণ করা তোমার শোভা পায়। অয়ি অসিতেক্ষণে! উৎকৃষ্ট মাল্য, উৎকৃষ্ট গন্ধ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র এবং উৎকৃষ্ট স্বামী, এই সকলই তোমার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি রুদ্র অথবা মরুদ্-গণ, কিংবা বসুগণের মধ্যে কাহার রমণী? বরারোহে! আমার ত তোমায় দেবতা বলিয়া, স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। রাক্ষসগণই এই অরণ্যে বাস করে। না দেবগণ, না গন্ধর্ব্বগণ, না কিন্নরগণ, কেহই এখানে আগমন করে না। তুমি কি রূপে এখানে আসিলে? মৃগ, শাখামৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু ও কঙ্কগণ এখানে বিচরণ করে। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি কি রূপে নির্ভয়ে আছ? অয়ি বরাননে! ভয়ঙ্কর

পরাক্রান্ত মদমত্ত হস্তিগণও এই অরণ্যে বাস করিয়া আছে। তুমি একাকিনী, ভয় পাইতেছ না? তুমি কে, কাহার পরিগ্রহ, কোথা হইতে কিনিমিত্ত একাকিনী রাক্ষসগণের অধিষ্ঠিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছ?

মহাত্মা রাবণ ব্রাহ্মণবেশে সমাগত হইয়া, এইপ্রকার প্রশংসা করিলে, জানকী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রথমে আসন প্রদান ও পাদ্য দ্বারা অভিনিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অতিথিসৎকার সহযোগে পূজা করিলেন। পরে, সেই সৌম্যদর্শন রাবণকে কহিলেন, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে। রাবণ কমণ্ডলু ও কুসুম্ভবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে আগমন করিল, দেখিয়া, জানকী তাহার ঐ দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমস্ত দর্শনে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণবেশে সমাগত দশাননকে ব্রাহ্মণের ন্যায়, নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন,, বিপ্র! এই কুশাসন, ইচ্ছানুসারে উপবেশন করুন; এই পাদ্য, প্রতিগ্রহ করুন এবং এই বনজ দ্রব্য সমস্ত আপনারই জন্য বিধান করা হইয়াছে, অব্যগ্র চিত্তে উপযোগ করুন। নরেন্দ্রপত্নী জানকী এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলে, রাবণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত আত্মবিনাশার্থ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইল। পরমপ্রিয়মূর্ত্তি রাম, লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। জানকী তৎকালে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কেবল চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত সেই হরিদ্বর্ণ বনভূমিই দর্শন করিলেন; রাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না।

—•:•—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ সন্ন্যাসিবেশে হরণাভিলাষে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সীতা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি অতিথি ও ব্রাহ্মণ; কোন কথা না কহিলে, আমায় শাপ দিতে পারেন। মুহূর্ত্তকাল এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনার কল্যাণ হউক। আমি মিথিলাপতি মহাত্মা জনকের দুহিতা ও রামের প্রিয় মহিষী, আমার নাম সীতা। আমি ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের গৃহে দ্বাদশবর্ষ বাস করিয়া, বিবিধ অমানুষ ভোগ সম্ভোগ করি এবং আমার সকল কামনাই পূর্ণ হয়। অনন্তর ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথ মন্ত্রি-গণের সহিত মিলিত হইয়া, রামকে অভিষেক করিতে মন্ত্রণা করিলেন। তদনুসারে অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিলে, মদীয় শ্বশ্রূ কৈকেয়ী শ্বশুর দশরথের নিকট বর যাচ্ঞা করিলেন। দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া কখন ভঙ্গ করিতেন না। কৈকেয়ী সুকৃতবলে তাঁহাকে বশীভূত করিয়া, আমার স্বামী রামের বন-বাস এবং ভরতের অভিষেক, এই দুই বর নৃপোত্তম দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এবং কহিলেন, রামকে যদি রাজা কর, তাহা হইলে, আমি কখনই পান, ভোজন বা শয়ন করিব না, এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইল। কৈকেয়ী এইপ্রকার কহিলে, মদীয় শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে বলিলেন, যাহাতে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ বিবিধ বিষয় তোমাকে প্রদান করিব; তুমি রামের অভিষেকের বিঘ্ন করিও না। কিন্তু কৈকেয়ী তাহাতে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, আমার স্বামী রামের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছে। এবং তাঁহার তেজের সীমা নাই। আর, আমার বয়স জন্ম হইতে বনপ্রবেশপর্য্যন্ত আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার স্বামী রাম নামে বিখ্যাত। তিনি অতিশয় সত্যশীল, সুশীল, নির্ম্মলস্বভাব, এবং প্রাণিমাত্রেরই

হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত এবং লোচনযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত। মহারাজ পিতৃদেব দশরথ কামার্ত্ত হইয়া, কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় তাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন রামকে অভিষেক করিলেন না। রাম অভিষেকার্থ পিতার নিকট আসিলে, কৈকেয়ী তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে এইপ্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিবেন এবং তোমাকে চৌদ্দবৎসর বনবাসী হইতে হইবে। অতএব তুমি বন গমন করিয়া, পিতাকে মিথ্যার হস্তে পরিত্রাণ কর। রাম কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, কৈকেয়ীকে তাহাই হইবে, বলিলেন। এবং সবিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হইলেন। বিপ্র! তিনি কেবল লোককে দান করেন, কখন কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করেন না এবং সর্ব্বদা সত্য কহেন, কখনও মিথ্যা বলেন না; ইহাই রামের উৎকৃষ্ট ব্রত। তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা অতিশয় বীর, তাঁহার নাম লক্ষ্মণ। তিনি রামের সহায়, সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সমরে শত্রুকুল নির্ম্মূল করেন এবং তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও দৃঢ়ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক শরাসন হস্তে আমার সহিত বনবাসী রামের অনুগামী হইয়াছেন। এইরূপে দৃঢ়ব্রত ধর্ম্মনিত্য রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে জটাধর তাপসবেশে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অধুনা আমরা তিন জনে কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, স্বকীয় বলবিক্রমে গম্ভীর কাননমধ্যে বিচরণ করিতেছি। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে, ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বন্য ফল মূল এব রুরু, বরাহ ও গোধা হত্যা করিয়া, প্রচুর আমিষ গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিবেন। এক্ষণে, আপনার নাম, গোত্র ও বংশ সত্য করিয়া বলুন। দ্বিজ! আপনি কিজন্য একাকী দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছেন?

রামদয়িতা সীতা এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাবল

রাক্ষসরাজ রাবণ তীব্র বাক্যে উত্তর করিল, জানকি! সুর, অসুর ও মনুষ্য সহিত সমুদায় লোক যাহাকে অতিশয় ভয় করে, আমি সেই রাক্ষসকুলপতি রাবণ। তোমার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ এবং তুমি কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছ। অয়ি অনিন্দিতে! তোমাকে দর্শন করিয়া, স্বকীয় পত্নীগণে আর আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। অতএব, আমি যে বহুসংখ্য উত্তম স্ত্রী ইতস্ততঃ আহরণ করিয়াছি, তুমি তাহাদের সকলেরই মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। তোমার কল্যাণ হউক। জানকি! লঙ্কানামে আমার সে মহানগরী সাগরমধ্যে পর্ব্বতোপরি সন্নিবিষ্ট আছে, তুমি তথায় আমার সহিত উপবনসমূহে বিচরণ করিবে। অয়ি ভামিনি! তথায় বিচরণ করিলে, আর তোমার এই বনবাসে স্পৃহা থাকিবে না। সীতে! তুমি যদি আমার পত্নী হও, তাহা হইলে, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।

রাবণ এইপ্রকার কহিলে, অনবদ্যাঙ্গী জানকী কুপিতা হইয়া, তাহাকে অনাদর করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, যিনি মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত ও মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হয়েন না, আমি সেই মহেন্দ্রসদৃশ পতি রামের একমাত্র অনুগতা। যিনি সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন ও বটবৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, আমি সেই সত্য-প্রতিজ্ঞ মহাভাগ রামের একমাত্র অনুগতা। যাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, হৃদয় অতি বিশাল এবং যিনি সিংহবিক্রমে পদ-বিক্ষেপ করেন, আমি সেই নৃসিংহ ও সিংহসঙ্কাশ রামের একমাত্র অনুগতা। তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, কীর্ত্তি অতি বিস্তৃত এবং বাহুযুগল সাতিশয় বিশাল। আমি সেই রাজপুত্র জিতেন্দ্রিয় রামের একমাত্র অনুগতা। তুমি শৃগাল হইয়া, সিংহী আমার অভিলাষ করিতেছ। কিন্তু সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, আমাকে সহজে লাভ বা স্পর্শ করিতে পারিবে না। হে রাক্ষস! আমি রামের দয়িতা ভার্য্যা! তুমি আমায় হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। বুঝিলাম, তোমার পরমায়ু ক্ষয়

হইয়াছে। সেইজন্য তুমি কাঞ্চনবৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছ।। এবং সেইজন্য তুমি পরম তেজস্বী মৃগশত্রু ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও ভয়-ঙ্কর বিষধর সর্পের বদন হইতে দংষ্ট্রা উৎপাটন, হস্ত দ্বারা পর্ব্বত-রাজ মন্দরের উত্তোলন, কালকূট বিষ পান করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে গমন, সূচী দ্বারা চক্ষুপরিষ্করণ এবং জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন, করিতে উদ্যত হইয়াছ। অথবা, তুমি রাঘবের প্রিয় ভার্য্যা আমায় প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্র উত্তরণ, সূর্য্য চন্দ্র উভয়কেই হস্তদ্বয়ে আহরণ এবং অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা ধারণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। অথবা, তুমি যখন রামের সদাচারিণী পত্নী আমায় হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই লৌহমুখ শূলসমূহের মধ্যে বিচরণ করিতে উৎসুক হইয়াছ। সিংহ ও শৃগালে যে প্রভেদ, ক্ষুদ্র নদী ও সমুদ্রে যে প্রভেদ এবং অমৃত ও কাঞ্জিকে যে প্রভেদ, তোমাতে ও রামে সেই প্রভেদ। অথবা, স্বর্ণ ও লৌহসীসে যে প্রভেদ, চন্দনসলিলে ও পঙ্কে যে প্রভেদ এবং হস্তী ও বিড়ালে যে প্রভেদ, তোমাতে ও রামে সেই প্রভেদ। কিংবা, কাক ও গরুড়ে যে প্রভেদ, মদ্‌গু ও ময়ূরে যে প্রভেদ এবং হংস ও গৃধ্রে যে প্রভেদ, রামে ও তোমাতেও সেই প্রভেদ। মক্ষিকা যেমন আজ্য ভক্ষণ করিলে, মরিয়া যায়, ইন্দ্রসমতেজস্বী রাম সশর শরাসন হস্তে বিদ্যমান থাকিতে, তুমিও তেমনি আমাকে হরণ করিয়া, জীর্ণ করিতে পারিবে না। এইপ্রকার নিরতিশয় ক্লেশ-জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শরীর কম্পিত হইয়া উঠিলে, সৎ-স্বভাবা জানকী বায়ুবেগে কম্পিতা ক্ষীণতনু কদলীর ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, দেখিয়া, মৃত্যুসম-প্রভাব দশানন তাঁহার ভয় উৎপাদনার্থ আপনার কুল, বল, নাম ও কর্ম্ম সমুদায় কহিতে লাগিল।

—-

জীবনধারণ করা যদিও সাধ্য হয়; কিন্তু রামপত্নী আমাকে হরণ করিয়া, কোন ব্যক্তি নিরাপদ হইতে পারে না। রে রাক্ষস! অনুপম-সৌন্দর্য্য-শালিনী দেবরাজমহিষীকেও অবমানিত করিয়া, জীবিত থাকাও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু মাদৃশী রমণীকে কোন রূপে অবমাননা করিয়া, তুমি যদি সুধাপান কর, তাহাতেও মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না।

—:*:—

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ।

প্রতাপশালী রাবণ সীতার কথা শুনিয়া, হস্তে হস্ত আঘাত করিয়া, স্বীয় শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত করিল। অনন্তর বাক্য-বিশারদ দশগ্রীব পুনরায় জানকীকে কহিল, বুঝিলাম, তুমি উন্মত্ত হইয়াছ। আমার বীর্য্যপরাক্রমও তোমার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি অম্বরে অবস্থিতি করিয়া, ভুজদ্বয়সহায়ে পৃথিবীকেও উদ্বহন করিতে পারি; সমুদায় সাগরসলিলও পান ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, মৃত্যুরও মৃত্যু বিধান করিতে পারি; এবং সুশাণিত শর-পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, এককালে স্বর্গ, পৃথিবী ও আকাশও ভেদ করিতে পারি। তুমি কাম ও রূপে উন্মত্ত হইয়াছ। সে যাহা হউক, আমি ইচ্ছামাত্রেই নানাপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, অবলোকন কর। এইপ্রকার কহিয়াই, ক্রোধভরে রাব-ণের শ্যামলপ্রান্ত নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া, প্রজ্বলিত পাবক-প্রতিভা বিস্তার করিল। সে, তৎক্ষণাৎ সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, কালরূপসদৃশ তীক্ষ্ণরূপ স্ব-স্বরূপ পরিগ্রহ করিল। এবং নিরতি-শয় রোষাবিষ্ট হইয়া, দশ মুখ, বিংশতি বাহু, অতীব রক্তবর্ণ নয়ন ও তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণ এই সকলে সুশোভিত, নীলনীরদ-সন্নিভ, শ্রীমান্ নিশাচররূপে প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে রাক্ষস-রাজ রাবণ কপট-সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ ও প্রকাণ্ড দেহ বিস্তার করিয়া, আপনার পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক রক্তাম্বরধারী নিশা-

চর বেশে স্ত্রীরত্ন সীতার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইল। এবং সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, অসিতকেশান্তা, বস্ত্রাভরণভূষিতা সেই জানকীকে কহিতে লাগিল, ত্রিভুবনবিখ্যাত স্বামী লাভের যদি ইচ্ছা থাকে, অয়ি বরারোহে! আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার উপযুক্ত পতি। তুমি চিরকালের জন্য আমাকে ভজনা কর; আমিই তোমার শ্লাঘ্য স্বামী। ভদ্রে! আমি কখনও তোমার বিপ্রিয় অনুষ্ঠান করিব না। তুমি মানুষের প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিয়া, আমার প্রতি প্রণয় প্রণয়ন কর। অয়ি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি মৈথিলি! তুমি কোন্ গুণে রাজ্যভ্রষ্ট, অকৃতমনোরথ ও অল্পজীবী রামের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছ? দেখ, দুর্ম্মতি রাম স্ত্রীর কথায় রাজ্য ও সুহৃজ্জন ত্যাগ করিয়া, এই হিংস্র জন্তুর আবাস-ক্ষেত্র অরণ্যে বাস করিতেছে।

নিরতিশয় দুষ্টাত্মা রাবণ প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী মৈথিলীকে এই কথা কহিয়াই, কামে মোহিত হইয়া, ধারণ করিল, বোধ হইল, আকাশে বুধ যেন রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। সে, বাম হস্তে পদ্মাক্ষী সীতার কেশপাশ এবং দক্ষিণ হস্তে ঊরুদ্বয় ধারণ করিল। তাহার শরীর পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, দংষ্ট্রা সকল তীক্ষ্ণ এবং বাহু সকল বিশাল। দেখিলে, বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু। বনদেবতারা তাহাকে দর্শন করিয়া, ভয়ার্ত্ত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাবণের সেই মায়াময়, স্বর্ণময়, গর্দ্দভযুক্ত, দিব্য রথ তথায় প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ রথের স্বর অতি কর্কশ। তদ্দর্শনে দশানন গভীর স্বরে পরুষ বাক্যে সীতাকে তর্জ্জনা করিয়া, ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ রথে তুলিয়া লইল। যশস্বিনী সীতা তদীয় ভুজ-পিঞ্জর-মধ্যগতা ও ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, রামকে উদ্দেশ করিয়া; চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাম তখন অনেক অন্তরে ছিলেন। যাহা হউক, রাবণের প্রতি জানকীর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তজ্জন্য তিনি আত্মমোচনের অভিলাষে

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ললাটে ভ্রূকুটিবন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, অয়ি বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা। আমার নাম পরমপ্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ। অতএব তোমার মঙ্গল হউক। আমার ভয়ে ভীত হইয়া, মৃত্যুভয়ে অভিভূত প্রজাগণের ন্যায়, দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পন্নগ ও উরগগণ সকলেই সর্ব্বদা পলায়ন করে। আমি কোন কারণবশতঃ ক্রোধভরে দ্বন্দ্ব করিয়া, সংগ্রামে বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরকেও সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছি। তাহাতে, তিনি আমার ভয়ে অভিভূত হইয়া, স্বীয় সুসমৃদ্ধ লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতরাজ কৈলাসে বাস করিতেছেন। ভদ্রে! আমি বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার কামগামী পরম সুন্দর পুষ্পকনামক বিমানও হরণ করিয়া লইয়াছি। তুমি সেই বিমানে আরোহণ করিয়া, আকাশপথে গমন করিবে। মৈথিলি! আমি জাতক্রোধ হইলে, আমার মুখদর্শনেই ইন্দ্রপ্রভৃতি সুরগণ নিরতিশয় ভীত হইয়া, দশ দিকে পলায়ন করে। আমি যেখানে অবস্থান করি, বায়ু সেখানে শঙ্কিত হইয়া, প্রবাহিত হয়। এবং সূর্য্যও আমার ভয়ে চন্দ্র হইয়া যায়। অধিক কি, আমি যেখানে অবস্থান ও বিচরণ করি, সেখানে তরুগণেরও পত্র সকল কম্পিত এবং নদী সকলেও তরঙ্গাদি সমুত্থিত হয় না। সাগরের পারে আমার লঙ্কানামে পরম সুন্দর নগরী। উহা দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়; ভয়ংকর নিশাচরগণে পরিপূর্ণ এবং পাণ্ডুরবর্ণ প্রাকারে পরিব্যাপ্ত ও বিরাজমান। উহার তোরণ সকল বৈদূর্য্যময় এবং কক্ষ্যাসকল স্বর্ণময়। তাহাতে, ঐ পুরী পরম মনোহারিণী হইয়াছে। উহাতে সর্ব্বদাই বাদ্যধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে। তত্রত্য উদ্যান সকল সর্ব্বকামফল পাদপপরম্পরায়

পরিপূর্ণ। তদ্দ্বারা উহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। রাজ-পুত্রি জানকি! তুমি আমার সহিত হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকীর্ণ ঐ নগরীতে বাস কর। তাহা হইলে, মনুষ্যরমণীগণ আর তোমার স্মরণপথে সমুদিত হইবে না। অয়ি মনস্বিনি বরবর্ণিনি মৈথিলি! তথায় অমানুষ দিব্য ভোগসমূহ ভোগ করিয়া, রামকেও আর তোমার মনে থাকিবে না। দেখ, রাম মানুষ, তাহার আয়ুও ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। আর, ভরতই রাজা দশরথের প্রিয় পুত্র। সেইজন্য, তিনি তাহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বীর্য্যহীন জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন। অয়ি বিশালাক্ষি! রাম এখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে; তজ্জন্য তাহার চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। তুমি সেই শোচনীয়-দশাপন্ন বীর্য্যহীন রামকে লইয়া আর কি করিবে? আমি সমুদায় রাক্ষসগণের অধিপতি, স্বয়ং উপযাচক হইয়াছি। অতএব আমাকে রক্ষা ও ভজনা কর। বিশেষতঃ, আমি কাম-শরে বিদ্ধ হইয়াছি। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত হয় না। অয়ি ভীরু! আমায় প্রত্যাখ্যান করিলে, অনুতাপ করিতে হইবে। উর্ব্বশী পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া, এইপ্রকার অনু-তপ্ত হইয়াছিলেন। রাম মানুষ, যুদ্ধে আমার এক অঙ্গুলিরও সমান হইবে না। অয়ি বরবর্ণিনি! আমি তোমার সৌভাগ্য-ক্রমেই স্বয়ং সমাগত হইয়াছি; অতএব আমায় ভজনা কর।

রাবণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রোষভরে সীতার নয়নযুগল নিতান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই নির্জ্জন প্রদেশে পরুষ বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, সমুদায় দেব-তাও যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই পরমপূজনীয় কুবেরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া, গর্হিত অনুষ্ঠানে কিরূপে অভিলাষ করিতেছ? রাবণ! তোমার ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি, কর্কশ ও অজি-তেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহাদের রাজা, সেই রাক্ষসগণের সকলকেই অবশ্য মরিতে হইবে। ইন্দ্রপত্নী শচীকে অপহরণ করিয়া,

বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কামাভিভূত দশানন, তাঁহাকে, পন্নগরাজ-মহিষীর ন্যায়, গ্রহণ করিয়া, উৎপতিত হইল। এই রূপে রাক্ষসরাজ রাবণ আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়া চলিলে, জানকী, মত্তের ন্যায়, আতুরের ন্যায়, এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা গুরু-চিত্ত-প্রসাদক মহাবাহু লক্ষ্মণ! কামরূপী নিশাচর আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমি ইহা জানিতেছ না! হা রাম! তুমি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ, সুখ ও অর্থ, সমুদায়ই ত্যাগ করিয়া থাক। এক্ষণে, অধর্ম্মে আমায় হরণ করিতেছে, দেখিতেছ না! তুমি শত্রু সকলের দমন এবং অবিনয়ীদিগের শাসন করিয়া থাক; ইহা লোকমধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। তবে কেন এবংবিধ পাপাত্মা রাবণকে শাসন করিতেছ না? অথবা, শস্য যেমন কাল-সহকারে পক্ব হয়, অবিনয়ী পুরুষের কর্ম্মফলও তেমনি কাল-বশে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; সদ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাবণ! তুমি কাল প্রভাবে হতচেতন হইয়া, এই যে কর্ম্ম করিলে, ইহার জন্য তোমাকে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। হায়! আমি ধর্ম্মাভিলাষী যশস্বী রামের ধর্ম্মপত্নী, আমায় হরণ করিতেছে! এতদিনে আত্মীয়-গণের সহিত কৈকেয়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল! এই সকল কুসু-মিত কর্ণিকার এবং এবং জনস্থান, সকলকেই আমি আমন্ত্রণ করিতেছি; তোমরা শীঘ্রই রামকে বলিবে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। হংস ও সারসগণের কোলাহলে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত তরঙ্গিণী গোদাবরী, তোমায় আমি বন্দনা করি তুমিও শীঘ্র রামকে এই কথা বলিও। নানাজাতীয়-তরু-বিশিষ্ট এই কাননমধ্যে যে সকল দেবতা বাস করেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই নম-স্কার করিতেছি, তাঁহারাও আমার স্বামী রামকে এই কথা বলিবেন। এতদ্ভিন্ন, এই অরণ্যে মৃগ ও পক্ষি প্রভৃতি যে কোন নানাজাতীয় প্রাণী অবস্থিতি করে, আমি তাহাদের সকলেরই

শরণাপন্ন হইতেছি। আমি স্বামীর প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী প্রেয়সী ভার্য্যা, সকলেই তাঁহাকে বলিবে, তোমার সীতা বিবশা অবস্থায় রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। মহাবাহু মহাবল রাম যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে, স্বয়ং যম পরলোকেও হরণ করিয়া লইয়া গেলে, তিনি পরাক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক তথা হইতে আমায় আনয়ন করিবেন।

বিশাললোচনা জানকী নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে, সহসা অবলোকন করিলেন জটায়ু বনস্পতি আশ্রয় করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে রাবণের বশীকৃত সুশ্রোণী জনকনন্দিনী ভয়াতুর হইয়া, দুঃখিত বচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, জটায়ু! অবলোকন কর, রাবণ আমাকে অনাথের ন্যায়, হরণ করিতেছে। এই পাপাত্মা রাক্ষসরাজের কিছুমাত্র দয়া নাই। এই দুর্ম্মতি ক্রূর নিশাচর অতিশয় বলবান্; আয়ুধ ধারণ করিয়া আছে এবং লোক সকল জয় করিয়া, নিরতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছে। তুমি ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব রামকে আমার হরণ কথা যথাযথ অবগত করিও এবং লক্ষ্মণকেও সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিও।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

জটায়ু ভোজনানন্তর গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন। এই চীৎকারশব্দ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া, রাবণ এবং জানকী উভয়কেই অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে গিরিশৃঙ্গসদৃশপ্রকাণ্ডাকৃতি তীক্ষ্ণতুণ্ড শ্রীমান্ পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু বনস্পতি আশ্রয় করিয়াই, মিষ্টবাক্যে রাবণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ দশগ্রীব! আমি সর্ব্বদা অনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং সীতাকে রক্ষা করিব বলিয়া সত্যসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অতএব তুমি

আমার সমক্ষে নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমি মহাবল গৃধ্রাজ জটায়ু। দশরথনন্দন রামও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায়, সকল লোকের রাজা এবং সকল লোকেরই হিতানুষ্ঠান-নিরত। তুমি যাহাঁকে হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, সেই এই বরারোহা যশস্বিনী সীতা সেই লোকনাথ রামের ধর্ম্মপত্নী। তুমিই বা প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মনিরত রাজা হইয়া, কি রূপে পর-দার হরণ করিবে? অয়ি মহাবল! রাজপত্নীদিগকে রক্ষা করা বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য। এক্ষণে, পরস্ত্রীহরণ জন্য নীচ গতি নিবর্ত্তিত কর। যে কর্ম্ম করিলে, লোকের নিন্দাভাজন হইতে হয়, ধীর পুরুষ সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। আপনার ন্যায়, অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা ব্যক্তিমাত্রের কর্ত্তব্য। অয়ি পৌলস্ত্যনন্দন! রাজারা ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুসরণ করিবেন। শাস্ত্রে ইহার কোনরূপ স্পষ্ট নিদর্শন না থাকিলেও, শিষ্টগণ ঐরূপ অভিলাষ করিয়া থাকেন। কেননা, প্রজারা স্বভাবতঃ রাজচরিত্রেরই অনুকরণ করে। আর, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কাম এবং রাজাই উত্তম বস্তু সকলের উত্তম নিধি। ধর্ম্ম, কাম বা পাপ, সমুদায়ই রজমূলক। অয়ি রাক্ষসরাজ! তুমি যেরূপ দুষ্টস্বভাব ও চপল, তাহাতে কি রূপে দুষ্কৃতীপুরুষের দেব-যানের ন্যায়, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে বলিতে পারি না? যে ব্যক্তি কামস্বভাব, সে সেই স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। কেননা, দুরাত্মাদিগের আলয়ে পুণ্য কখন অবস্থিতি করে না। মহাবল ধর্ম্মাত্মা রাম তোমার নগর বা অধিকার মধ্যে কোন অপরাধই করেন নাই; তবে তুমি কিজন্য তাঁহার অপরাধে প্রবৃত্ত হইয়াছ? দেখ, জনস্থানবাসী খর অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত; সুতরাং অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম শূর্পণখার জন্য যদি তাহাকে নিহত করিয়া-থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার অপরাধ কি, সত্য করিয়া বল। তুমি কি মনে করিয়াছ, লোকনাথ রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া, প্রাণে প্রাণে গমন করিবে? এখনই জানকীকে ছাড়িয়া

দাও। ইন্দ্রের বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, রামও যেন প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাতে তোমাকে সেই রূপে ভস্মীভূত না করেন। তুমি যে স্বীয় বসনাঞ্চলে আশীবিষ সর্প বন্ধন করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছ না। অথবা, তোমার গলদেশে কালপাশ বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইতেছ না। সৌম্য! যে ভার বহন করিলে, অবসন্ন হইতে না হয়, তাদৃশ ভারই ধারণ করিবে, এবং যাহা জীর্ণ হইলে, কোনরূপ পীড়াদায়ক না হয়, সেইরূপ অন্নই ভোজন করিবে। যাহার অনুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা চিরস্থায়ী যশঃ কিছুরই সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত, শরীর খিন্ন হইয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? রাবণ! ষাটিহাজার বৎসর হইল, আমি জন্মগ্রহণ করিয়া, যথাবিধানে পিতৃপৈতামহ রাজ্য পালন করিতেছি। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। তুমি যুবা, তাহাতে আবার ধনুর্বাণ-ধারণ ও কবচ পরিধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া আছ। তথাপি, জানকীকে লইয়া, নিরাপদে যাইতে পারিবে না। ন্যায়-সংযুক্ত হেতু দ্বারা যেরূপ সনাতন বেদশ্রুতির অপলাপ করা সহজ নহে, তুমিও সেইরূপ বলপূর্ব্বক আমার সমক্ষে জানকীকে হরণ করিতে সমর্থ হইবে না। যদি শূর হও, যুদ্ধ কর। অথবা, রাবণ! মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা কর। পূর্ব্বে খর যেমন ভূশায়ী হইয়াছে, তুমিও তেমনি হত হইয়া, ধরাতলে শয়ন করিবে। যে তুমি বারংবার যুদ্ধে দৈত্য ও দানবদিগকে নিহত করিয়াছ, বল্কলধারী রাম অচিরাৎ সেই তোমার সংহার করিবেন। রাম লক্ষ্মণ দূরে আছেন; আমি কি করিব? রে নীচ! তোমাকে শীঘ্রই তাঁহাদের ভয়ে পলায়ন করিতে হইবে। আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতেও, তুমি রামের প্রিয় মহিষী কমলপত্রাক্ষী সৎস্বভাবা এই সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ দিয়াও মহাত্মা রাম ও দশরথের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব, রাবণ! তুমি মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা কর। দেখিবে,

আমি বৃন্ত হইতে ফলের ন্যায়, তোমায় এই রথবর হইতে, নিপাতিত করিব। রে নিশাচর! আমি যথাসাধ্য তোমায় যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।

একপঞ্চাশ সর্গ।

পতগরাজ জটায়ু এইপ্রকার কহিলে, তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল-মণ্ডিত রাক্ষসরাজ রাবণ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তখন, আকাশে বায়ুপ্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায়, তাহাদের উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ ও তুমুল সংপ্রহার উপস্থিত হইল। পক্ষবিশিষ্ট দুই মাল্যবান্ মহাপর্ব্বতের ন্যায়, জটায়ু ও রাবণের ঐ যুদ্ধ অদ্ভুত হইয়া উঠিল। অনন্তর রাবণ মহাবল গৃধরাজের উপরি অনবরত তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং ঘোরতর বিকর্ণি সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গমরাজ জটায়ু যুদ্ধে রাবণের প্রেরিত অস্ত্র ও শরজাল, সমুদায়ই প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং তীক্ষ্ণ-নখাঙ্কিত পদদ্বয়ের আঘাতে রাবণের গাত্রে বহুধা ব্রণ সমুদ্ভাবিত করিলেন। তদ্দর্শনে দশগ্রীব রাবণ কুপিত হইয়া, শত্রুর সংহারবাসনায় মৃত্যুদণ্ড-সদৃশ ভয়ঙ্কর দশ শর গ্রহণ করিল। এবং শরাসন আকর্ণ-পূর্ণ আকর্ষণ করিয়া, সেই অজিহ্মগ তীক্ষ্ণ নিশিত ভয়ঙ্কর শিলীমুখ সায়কপরম্পরা মোচন করত জটায়ুকে বিদ্ধ করিল। জানকী রাবণের রথে ক্রন্দন করিতেছিলেন, দেখিয়া, জটায়ু সেসমস্ত শর তুচ্ছ করিয়া, রাবণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং পদদ্বয়ের আঘাতে তাহার মণিমুক্তা-ভুষিত সশর শরাসন ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া, শত শত ও সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল। পতগেশ্বর জটায়ু শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া, কুলায়স্থিত পক্ষীর ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা, পক্ষদ্বয়সহায়ে উল্লিখিত শরজাল বিধূনিত

করিয়া, চরণাঘাতে তাহার মহাধনু ভাঙ্গিয়া দিলেন। এবং পক্ষের প্রহারে তাহার অগ্নি সদৃশ প্রদীপ্ত কবচও নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর তিনি সংগ্রামে রাবণের কাঞ্চনময় দিব্য উরশ্ছদ চূর্ণ করিয়া, অতিশয় বেগবান্ পিশাচ-বদন গর্দ্দভ-দিগকে সংহার করিলেন। পরে বেগভরে রাবণের কামগামী, পাবকপ্রতিম, মণি-সোপানে বিচিত্রাঙ্গ, ত্রিবেণুসম্পন্ন মহারথ ভগ্ন, ছত্রাদি-ধর রাক্ষসগণের সহিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছত্র ও ব্যজন নিপাতিত, এবং তুণ্ডপ্রহারে সারথির মস্তক ছিন্ন, করিয়া ফেলিলেন।

এই রূপে পরম শ্রীমান্ মহাবল পক্ষিরাজ কর্ত্তৃক শরাসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথি হত হইলে, রাবণ জানকীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, ভূমিতলে পতিত হইল। তাহাকে ভগ্ন-বাহন ও ভূপতিত দর্শন করিয়া, প্রাণিগণ বারংবার সাধুবাদ-পূর্ব্বক গৃধ্ররাজের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে রাবণ, পক্ষিযূথপতি জটায়ুকে জরাবশতঃ পরি-শ্রান্ত দর্শন করিয়া, পুনরায় হৃষ্টচিত্তে মৈথিলীকে গ্রহণ করিয়া উৎপতিত হইল। তাহার সমুদয় যুদ্ধসাধনই বিনষ্ট ও হত হইয়া-ছিল; কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সেই অবস্থায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া, জানকীকে ক্রোড়ে করিয়া, গমনে উদ্যত হইলে, মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ু সমুৎপতিত হইয়া, তাহার অভিমুখীন হইলেন এবং তাহাকে সম্যক্‌রূপে অবরোধ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, রাবণ! তোমার বুদ্ধি অতি সামান্য। সেইজন্য রাক্ষসকুলের উচ্ছেদ জন্য তুমি রামের পত্নী এই সীতাকে হরণ করিতেছ। জান না, রামের শর সকল বজ্রসমস্পর্শবিশিষ্ট। বুঝিলাম, পিপাসিত হইয়া লোকে যেমন জল পান করে, তুমি তেমনি মিত্র, বন্ধু, অমাত্য, চতুরঙ্গ সৈন্য এবং দাস দাসী প্রভৃতি সমুদায় পরিজনের সহিত বিষপানে উদ্যত হইয়াছ। অবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ, কর্ম্মফল অবগত না হইয়া, শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তোমারও সেইরূপ ঘটিবে। তুমি

কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। মৎস্য যেমন আমিষসংযুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া, আত্মবিনাশ জন্য ধাবমান হয়, তুমিও তেমনি কোথায় গমন করিয়া; উল্লিখিত পাশ হইতে পরিহার প্রাপ্ত হইবে? রাবণ! রামলক্ষ্মণকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। তুমি যে এই আশ্রমের অভিভব করিলে, তাঁহারা কখনই ক্ষমা করিবেন না। তুমি ভয়বশতঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিত যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তস্করগণই সচরাচর এইপ্রকার আচরণ করে; বীর পুরুষেরা কখন ইহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। যদি শূর হও, যুদ্ধ কর, না হয়, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; ভ্রাতা খরের ন্যায়, ধরাতলে শয়ন করিবে। আসন্ন-কালে লোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তুমি আত্মবিনাশবাসনায় তাদৃশ ধর্ম্মবহির্ভূত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে একমাত্র পাপই প্রাদুর্ভূত হয়, কোন্ ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করে? ইন্দ্রাদি লোকপাল অথবা স্বয়ং ভগবান্ স্বয়ম্ভূও তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না।

বীর্য্যবান্ জটায়ু এইপ্রকার নীতিগর্ভ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, দশগ্রীব রাবণের পৃষ্ঠোপরি নির্ভয় নিপতিত হইলেন। দুষ্ট হস্তির পৃষ্ঠদেশে অধিরূঢ় হস্তিপক যেমন তাহাকে অঙ্কুশাদি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে, তিনিও তেমনি রাবণকে আক্রমণপূর্ব্বক খরতর নখরপ্রহারে সর্ব্বতোভাবে বিদারিত করিলেন। এইরূপে তুণ্ডাঘাতপূর্ব্বক নখরপ্রহারে রাবণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া, পরে তিনি নখ, পক্ষ ও তুণ্ডায়ুধ সহায়ে তাহার কেশ সমস্ত উৎপাটিত করিলেন। গৃধ্ররাজের বারংবার আক্রমণে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া, অমর্ষভরে রাবণের অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত ও সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে অতিমাত্র ব্যাকুল ও মূর্চ্ছিত হইয়া, বাম অঙ্কে জানকীকে গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্ব্বক জটায়ুকে তল প্রহার করিল। অরিন্দম জটায়ু সেই তলপ্রহার অতিক্রম করিয়া, তুণ্ডের আঘাতে রাবণের দশ বাম বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন-বাহু হইলেও রাবণের বাহু সকল

সহসা তৎক্ষণাৎ প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হইল, যেন বিষজ্বালা-সমূহে পরিব্যাপ্ত ভুজঙ্গমসমূহ বল্মীক হইতে বহির্গমন করিল। বিপুলবীর্য্য দশগ্রীব ক্রোধভরে সীতাকে ত্যাগ করিয়া, জটায়ুকে মুষ্টি ও চরণদ্বয়ের আঘাত করিল। তখন উভয়ের মুহূর্ত্তকাল তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাবণ যেমন রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ, জটায়ু তেমনি পক্ষিগণের বরিষ্ঠ। এবং উভয়েই অতুল-বীর্য্য-বিশিষ্ট। জটায়ু রামের উপকার জন্য পরাক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলে, রাবণ খড়্গ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার দুই পক্ষ, দুই পদ এবং দুই পার্শ্ব ছেদন করিয়া দিল। রৌদ্রকর্ম্মা নিশাচর পক্ষ ছেদন করিলে, গৃধ্ররাজ আসন্নমৃত্যু হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধরাতল আশ্রয় করিলেন। তিনি রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া, পতিত হইলেন, দেখিয়া, সীতা দুঃখিতা হইয়া, স্বীয় বন্ধুর ন্যায় তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। জটায়ু দেখিতে নীল নীরদের ন্যায়; এবং অতিশয় বীর্য্য বিশিষ্ট। তাঁহার বক্ষস্থল পাণ্ডুরবর্ণ। তাঁহাকে ভূপতিত দেখিয়া, রাবণের বোধ হইল, যেন দাবানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল। অনন্তর শশিপ্রভাননা জনকদুহিতা সীতা রাবণের তেজে নিপীড়িত ও ভূমিতলন্যস্ত-দেহ জটায়ুকে পুনরায় গাঢ় করে গ্রহণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

—০ঃ০—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

দশানন কর্ত্তৃক গৃধ্ররাজ বিনষ্ট হইলেন, দেখিয়া, চন্দ্রমুখী সীতা নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, মনুষ্যদিগের সুখ ও দুঃখসময়ে বাম ও দক্ষিণাক্ষির স্পন্দনাদি বিবিধ শুভাশুভ নিমিত্ত, জল ও আদর্শাদিতে আত্ম-মস্তকের দর্শন ও অদর্শনাদি নানাপ্রকার লক্ষণ, স্বপ্ন, মৃগপক্ষি-গণের বাম দক্ষিণে গমনবিশেষ-দর্শন এবং তাহাদের কঠোর মধুর নানাপ্রকার স্বর শ্রবণ, এই সকল ঘটনা অবশ্যই লক্ষিত হইয়া

থাকে। অতএব রাম! তুমি নিশ্চয়ই জানিতেছ, মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই মৃগ ও পক্ষিগণ এই বিপদ সূচনা করিয়া আমার জন্য ধাবমান হইতেছে। কাকুৎস্থ! এই বিহঙ্গম জটায়ু করুণাপ্রযুক্ত আমার পরিত্রাণার্থ এখানে আগমন পূর্ব্বক আমারই ভাগ্যদোষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। অতএব রাম ও লক্ষ্মণ! তোমরা এখন আমায় রক্ষা কর। এই বলিয়া বরাঙ্গনা সীতা অতিশয় শঙ্কিতা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিকটস্থ লোকেরা তাহা শুনিতে লাগিল। তিনি মাল্যাভরণ সমুদায় পরিমর্দ্দিত করিয়া, অনাথের ন্যায়, বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষস-রাজ রাবণ তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে তিনি বৃক্ষদিগকে বারংবার, মুক্ত কর, মুক্ত কর, বলিয়া, লতার ন্যায় বেষ্টন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাবণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। ঐ সময়ে তিনি রামবিরহে বারং-বার তাঁহার নামোচ্চারণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ রাবণ মরিবার জন্য তাঁহাকে কেশপাশে গ্রহণ করিল। জানকীর এই অবমাননায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ মর্য্যাদাশূন্য ও ঘোরতর নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। প্রভাকর প্রভাশূন্য হইলেন। শ্রীমান্ দেব পিতামহ দিব্যদৃষ্টিতে এই কেশাকর্ষণ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া, কহিলেন, কার্য্য সিদ্ধ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসী পরমর্ষিগণ সীতার উল্লিখিত অবমাননা দর্শন করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে রাবণের বিনাশ উপস্থিত হইল, ভাবিয়া, যুগপৎ ব্যথিত ও প্রহৃষ্ট হইলেন।

এদিকে, সীতা বারংবার রাম ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। তপ্তকাঞ্চনের ভূষণসদৃশ-বর্ণযুক্তাঙ্গী রাজনন্দিনী জানকী পীতকৌষেয় বসন পরিধান করিয়া, নিরতিশয় দ্যুতিশালিনী সৌদামিনীর ন্যায়

বিরাজমান হইলেন। তৎকালে তাঁহার পীত বসন উদ্ধূত হওয়াতে, রাবণও, পাবকপ্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, সমধিক শোভা বিস্তার করিল। পরমকল্যাণী সীতার শরীরে যে সকল সুগন্ধি তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সুবিন্যস্ত ছিল, তৎসমস্ত দশাননের অঙ্গে নিপতিত হইল। এতদ্ভিন্ন, জানকীর সুবর্ণপ্রতিম কৌশেয় বসন আকাশে সমুদ্ধূত হইয়া, সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যকিরণসংযুক্ত মেঘের ন্যায়, প্রতিভা বিস্তার করিল। এবং তদীয় সুবিমল বদনমণ্ডল রাবণের ক্রোড়ে ন্যস্ত হইয়া, রাম বিনা, মৃণালহীন পঙ্কজের ন্যায়, কোন মতেই বিরাজমান হইল না। সুন্দর ললাট, সুচিক্কণ কেশপাশ, সুবিমল ও সুবিশদ দশনপংক্তি, সুচারু লোচনযুগল, এই সকলে সীতার মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত। উহার আভাও পদ্মগর্ভসদৃশ এবং উহাতে ব্রণের লেশমাত্র নাই। তৎকালে, রাবণের ক্রোড়ে ন্যস্ত হওয়াতে, ঐ বদনমণ্ডল, নীল নীরদ ভেদ করিয়া, তন্মধ্যে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল; তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা রহিল না। অথবা, তাঁহার মুখমণ্ডল, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন, সুন্দর নাসিকা ও সুচারু তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠে অলঙ্কৃত, স্বর্ণসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং যাহার পর নাই সুশোভন। অনবরত রোদন করাতে, অশ্রুসলিলে মলিন এবং রাবণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, রামবিরহে, দিবাভাগে সমুদিত চন্দ্রের ন্যায়, ঐ মুখমণ্ডলের সকল শোভাই তিরোহিত হইল। কাঞ্চননির্ম্মিত কাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীর আশ্রয়ে শোভা পায়, স্বর্ণবর্ণা জানকীও সেইরূপ শ্যামলাঙ্গ রাবণের সহযোগে শোভমান হইলেন। তিনি পদ্মপরাগসদৃশ পীতবর্ণ ও স্বর্ণসদৃশ কান্তিসম্পন্ন, এবং তাঁহার ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত। সুতরাং, রাবণের সংসর্গে, জলদসমাবিষ্ট সৌদামিনীর ন্যায়, তাঁহার শোভা হইল। তৎকালে, তদীয় ভূষণপরম্পরা ধ্বনিত হওয়াতে, দশানন, শব্দায়মান সুবিমল শ্যামল জলধরের সাদৃশ্য ধারণ করিল। হরণসময়ে সীতার মস্তক হইতে রাশি রাশি পুষ্প স্খলিত হইয়া,

ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই পুষ্পধারা দশাননের গমনবেগজনিত বায়ুবশে সমাধূত হইয়া, পুনরায় সেই কুবেরানুজেরই চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, বোধ হইল, সুবিমল নক্ষত্রমালা যেন পর্ব্বতরাজ মেরুর সমন্তাৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে। ঐ সময়ে জানকীর চরণ হইতে রত্নভূষিত নূপুর স্খলিত হইয়া বিদ্যুন্মণ্ডলের ন্যায়, ভূমিতল আশ্রয় করিল। তিনি বালপল্লব সদৃশ রক্তবর্ণা। তদীয় সংসর্গে নীলাঙ্গ দশানন, কাঞ্চন-কক্ষ্যাবেষ্টিত হস্তীর ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সীতা, মহোল্কার ন্যায়, স্বকীয় তেজে আকাশমধ্যে দীপ্যমান হইতে লাগিলেন। রাবণ তদবস্থায় তাঁহাকে আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। তৎকালে সীতার অগ্নি-সমবর্ণ ভূষণ সমস্ত সশব্দে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিলে, বোধ হইল, যেন তারকাস্তবক গগন হইতে বিচ্যুত হইতেছে। তাঁহার চন্দ্র-সমদ্যুতি হারগুচ্ছ স্তনান্তর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, গগনভ্রষ্ট গঙ্গার ন্যায়, শোভা বিস্তার করত পতিত হইতে লাগিল। উৎপাত বায়ুর সঞ্চারণ বশতঃ শিরঃসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে, বিবিধ বিহঙ্গমযুক্ত পাদপ সমস্ত, যেন জানকীকে ভয় নাই, এই কথা বলিতে লাগিল। কমল সকল বিনষ্ট এবং মৎস্য ও অন্যান্য জলচর সমস্ত ত্রস্ত হওয়াতে, বোধ হইল যেন, পুষ্করিণী সকল, সখীর ন্যায়, উৎসাহহীনা জানকীর শোকে বিহ্বল হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও বিহঙ্গসমূহ রোষভরে সীতার ছায়ানুসরণে ইতস্ততঃ বেগে সঞ্চরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ফলতঃ রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া লইলে, পর্ব্বত সকল শৃঙ্গরূপ বাহুপরম্পরা উত্তোলন করিয়া, প্রস্রবণ রূপ অশ্রুধারাকুল বদনে যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীমান্ দিবাকর তদবস্থা জানকীকে দর্শন করিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার প্রভা তিরোহিত এবং মণ্ডল প্রদেশ পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাণিমাত্রেই দলে দলে মিলিত হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, রাবণ যখন রামদয়িতা

সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন, দয়া, ঋজুতা ও ধর্ম্ম সমুদায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে, সত্যই বা কিরূপে অবস্থিতি করিবেন। মৃগশাবকগণ নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বারংবার উদ্বীক্ষণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতে লাগিল। ভয়বশতঃ তাহাদের নয়ন শোভাশূন্য হইয়া গেল। সীতা তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে মধুর স্বরে ক্রন্দন ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ এবং বারংবার ধরাতল নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার কেশপাশ ইতস্ততঃ বিস্রস্ত ও তিলক বিলুলিত হইয়াছে। দশানন আপনার বিনাশ নিমিত্ত সেই মনস্বিনীকে ঐ অবস্থায় হরণ করিল। এই সকল দর্শন করিয়া, বনদেবতাদের শরীর নিরতিশয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর শুচিস্মিতা সুন্দরদশনা জানকী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই দেখিতে না পাইয়া, বন্ধুজনবিরহে মলিনমুখী ও অতিমাত্র ভয়ে অভিভূতা হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ আকাশে উৎপতিত হইল, দর্শন করিয়া, জনকদুহিতা সীতা নিরতিশয় ভীতা, উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইলেন। রোষভরে ও রোদন করিয়া, তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণস্বরে রোদন করিয়া, তৎকালে ভীমলোচন রাক্ষসপতিকে কহিতে লাগিলেন, রে রাক্ষসাধম রাবণ! আমাকে একাকিনী জানিয়া, চুরি করিয়া, পলায়ন করিতেছ। ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? রে দুরাত্মন্! বুঝিলাম, তুমি ভীরুস্বভাব, সেইজন্য, হরণ করিতে উদ্যত হইয়া, মায়াবিস্তারপূর্ব্বক মৃগরূপ ধারণ করিয়া, মদীয় ভর্ত্তা রামকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছ। এবং যিনি আমার রক্ষা করিতে কৃতযত্ন হইয়াছিলেন, আমার শ্বশুরের সখা সেই এই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাত করিয়াছ। রে রাক্ষ-

সাধম! তুমি আমায় স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়াই যুদ্ধে জয় করিলে; তুমি যে অতিশয় বীর, ইহাতেই তাহা জানা যাইতেছে! রে নীচ! নির্জ্জনে পরস্ত্রী-হরণ রূপ ঈদৃশ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া, তোমার লজ্জা হইতেছে না? আপনাকে শূর বলিয়া তোমার বিলক্ষণ অভিমান আছে। তুমি যে এই অতি নৃশংস ও জঘন্য কার্য্য করিলে, লোকে ব্যক্তিমাত্রেই ইহার ঘোষণা করিবে। তুমি তখন আপনার যে শৌর্য্য ও দৈহিক বলের কথা বলিয়াছিলে, তোমার সেই শৌর্য্য ও বলে ধিক্। তোমার কুলের কলঙ্কজনক ঈদৃশ চরিত্রেও ধিক্! তুমি এইরূপে হরণ করিয়া, বেগে ধাবমান হইতেছ, আমি কি করিতে পারি! কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রও যদি অপেক্ষা কর, প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তুমি সসৈন্যেও মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করিতে পার না। বিহঙ্গম যেমন অরণ্যমধ্যে প্রজ্ব-লিত অগ্নি স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেইরূপ, তাঁহাদের শরস্পর্শও সহ্য করা কোন অংশেই তোমার সাধ্য হয় না। অতএব রাবণ! ভালরূপে আপনার হিতচিন্তা করিয়া, ভাল ভাবে আমায় ছাড়িয়া দাও। যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে, মদীয় স্বামী ভ্রাতার সহিত আমার এই অবমাননায় নিরতি-শয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমার বিনাশার্থ যত্ন করিবেন। রে রাক্ষসা-ধম! তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছ, কখনই তাহা সিদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, স্বামী রামকে না দেখিলে, শত্রুর অধীনে প্রাণধারণ করিতে কখনই আমার উৎসাহ হয় না। আসন্নকালে লোকের যেমন বিপরীত বুদ্ধি হয়, তোমারও তেমনি আপনার শ্রেয় ও মঙ্গলের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি নাই। অথবা, মুমূর্ষু মাত্রেরই পথ্যে রুচি হয় না। রে রাক্ষস! তুমি এই ভয়ের বিষয়েও ভয় করিতেছ না; দেখি-তেছি, তোমার গলে কালপাশ বদ্ধ হইয়াছে। এবং স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি মরিবে বলিয়া, হিরণ্ময় বৃক্ষসমূহ, রুধির-রাশি-

প্রবাহিণী ভয়ঙ্কর বৈতরণী নদী, অতীব ভীষণ খড়্গাপত্রের বন, এবং উৎকৃষ্ট-বৈদূর্য্যময়-পত্রবিষ্টি, তপ্তকাঞ্চন-বিনির্ম্মিত-পুষ্পযুক্ত ও লৌহময়-কণ্টকাকীর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী, এই সকল দর্শন করিতেছ। কিন্তু রে নির্ঘৃণ! তুমি সেই মহাত্মা রামের এইপ্রকার অপকার করিয়া, বিষপানবৎ, কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হইবে না। রে রাবণ! তুমি দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ। আমার স্বামী মহাত্মা রামের অপকার করিয়া, আর কোথায় গিয়া, পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে? যিনি একাকীই নিমেষান্তরমাত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ মহাবল বীর্য্যশালী, রাম সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহে প্রিয়-ভার্য্যাপহারী তোমাকে কি রূপে সংহার না করিবেন? রাবণের অঙ্ক-নিবিষ্টা বৈদেহী ভয়-শোক-সমাবিষ্টা হইয়া, এইরূপ ও অন্যরূপ পরুষ প্রয়োগ সহকারে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি নিরতিশয় আকুল হইয়া, আত্মমোচনের চেষ্টা করত উল্লিখিত রূপ সকরুণ বিলাপ করিয়া, অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিল। তৎকালে জানকীর গুরুতর দেহভারে তাহার শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

—:*:—

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ হরণ করিলে, সীতা আর কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে না পাইয়া, গিরিশৃঙ্গে কপিকুলকেশরী পাঁচটী দর্শন করিলেন। তাহারা রামকে এই ঘটনা বলিতে পারে, এই আশয়ে তিনি তাহাদের মধ্যে আপনার কনকপ্রভ কৌশেয় উত্তরীয় ও সুন্দর আভরণসমূহ মোচন করিলেন। এবং এই রূপে বানরগণের মধ্যে ভূষণসহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, কর্ণোৎপলাদিও নিক্ষেপ করিলেন। সীতাকে হরণ করিয়া, ভয়ে রাবণের মন

বিহ্বল হইয়াছিল। তজ্জন্য, সে জানকীর এই বস্ত্রাভরণাদি-বিক্ষেপ-ব্যাপার জানিতে পারিল না। তৎকালে সীতা ক্রন্দন করিতেছিলেন। পিঙ্গলাক্ষ বানরশ্রেষ্ঠেরা তাঁহাকে যেন অনিমিষ লোচনে দেখিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ জানকীকে গ্রহণ করিয়া, পম্পা অতিক্রমপূর্ব্বক লঙ্কানগরীর অভিমুখে গগন করিতে লাগিল। আপনার মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ মৈথিলীকে হরণ করিয়া, তাহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। সে, তীক্ষ্নদংষ্ট্রা মহাবিষা ভুজগীর ন্যায়, সীতাকে উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া, শরাসন হইতে পরিচ্যুত সায়কের ন্যায়, দেখিতে দেখিতেই আকাশপথে সরিৎ, সরোবর, বন ও পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিল। এবং অবিলম্বেই নদী সকলের আশ্রয়স্থান, তিমি ও নক্রসমূহের আবাসভূত, বরুণালয়, অক্ষয় সাগর পার হইয়া গেল। রাবণ জানকীকে হরণ করিলে, জগন্মাতার অপহরণ জন্য ক্ষোভবশতঃ বরুণালয় সমুদ্রের তরঙ্গ-পরম্পরা রুদ্ধ এবং মীন ও মহোরগ সকলেরও সঞ্চার বন্ধ হইয়া গেল। অন্তরীক্ষচারী চারণগণ বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিতে লাগিল, রাবণকে আর বাঁচিতে হইবে না—এই পর্য্যন্তই তাহার শেষ হইল। সিদ্ধগণও এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন।

এদিকে, রাবণ, আত্মপরিত্রাণের নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীলা সীতাকে আপনার সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক লঙ্কা-নগরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ নগরীর মহা-পথ সকল সুবিভক্ত এবং দ্বার সকল বহু লোকে সমাকীর্ণ। রাবণ সেই সুবিপুল পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অন্তঃপুরে গমন করিয়া, শোকমোহে অভিভূতা অসিতাপাঙ্গী সীতাকে তথায় স্থাপন করিল। বোধ হইল, যেন ময়দানব স্বীয় পুরে আসুরী মায়া সন্নিবিষ্ট করিল। দশানন সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়া, ঘোরদর্শনা পিশাচী-দিগকে আদেশ করিল, কোন স্ত্রী বা পুরুষ আমার বিনানুমতিতে সীতাকে যেন দেখিতে না পায়। মুক্তা, মণি, সুবর্ণ, বস্ত্র ও

আভরণ ইত্যাদি যে যে বস্তু সীতা ইচ্ছা করিবে, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তৎসমস্তই ইহাকে প্রদান করিবে। জানিয়া অথবা না জানিয়াও, সীতাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে, তাহার জীবন আমার প্রীতিকর হইবে না। প্রতাপশালী দশানন রাক্ষসীদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, আটজন মহাবীর মাংসাশী রাক্ষসকে দর্শন করিল। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া, রাবণের বীর্য্য যেরূপ বর্দ্ধিত, জ্ঞান সেইরূপ ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সে সেই রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া, তাহাদের বলবীর্য্যের প্রশংসা করত কহিতে লাগিল, তোমরা বিবিধ প্রহরণ ধারণ করিয়া, সত্বর এস্থান হইতে জনস্থানে প্রস্থান কর, খর পূর্ব্বে যেস্থানে বাস করিত এবং রাম যাহাকে জনশূন্য করিয়াছে। তত্রত্য রাক্ষসমাত্রেই নিহত হইয়াছে। তোমরা বল ও পৌরুষ অবলম্বন এবং ভয় দূরে পরিহার করিয়া, জনশূন্য জনস্থানে অবস্থিতি কর। তথায় খর ও দূষণের সহিত যে মহাবীর্য্য বহু সৈন্য সন্নিবেশিত ছিল, রামের বাণে সকলেই নিহত হইয়াছে। তজ্জন্য অভূতপূর্ব্ব ক্রোধে আমার ধৈর্য্যলোপ এবং রামের প্রতি সুদারুণ ও সুবিপুল বৈর সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পরম শত্রু রামের সেই বৈরনির্য্যাতনের ইচ্ছা করি। যুদ্ধে শত্রুকে সংহার না করিলে, আমার নিদ্রা হইবে না। রাম খরকে নিধন করিয়াছে। তাহাকে এক্ষণে বধ করিতে পারিলেই, নির্দ্ধনের ধন-লাভবৎ, আমার পরম সুখ সঞ্চরিত হইবে। তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া, রাম কি করিতেছে, সর্ব্বদা এবিষয়ের যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করিবে। সকলেই অতি সাবধানে তথায় গমন এবং সর্ব্বদা রামের বধার্থ যত্ন করিবে। আমি পূর্ব্বে অনেকবার যুদ্ধস্থলে তোমাদের বলের পরিচয় পাইয়াছি। এই জন্যই তোমাদিগকে জনস্থানে নিয়োজিত করিলাম। আট জন রাক্ষস এই মহার্থ মিষ্ট বাক্য অবধারণ ও রাবণকে অভি-

স্বাদন করিয়া, লঙ্কা ত্যাগ করত জনস্থানের অভিমুখে অন্যের অলক্ষিতে একত্রে প্রস্থান করিল।

এইরূপে রাবণ সীতাকে পরম প্রহৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়া, রামের সহিত নিরতিশয় বৈরসংঘটন পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইল।

—০ঃ০—

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণের বুদ্ধিবৈপরীত্য উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য সে উগ্রপ্রকৃতি মহাবল আট জন রাক্ষসকে জনস্থানে নিয়োগ করিয়া, কৃতকৃত্য বোধ করিল। অনন্তর সে জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে, কামবাণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ত্বরাপূর্ব্বক রমণীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষসপতি রাবণ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, অবলোকন করিল, সীতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া, রাক্ষসীমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শোকভারে নিরতিশয় নিপীড়িত ও সাতিশয় ব্যাকুলভাবাপন্ন; তাঁহার বদনমণ্ডল অশ্রুসলিলে পরিপূর্ণ। দেখিলে বোধ হয়, নৌকা যেন বায়ুবেগে আক্রান্ত হইয়া, সাগরমধ্যে মগ্ন হইতেছে, অথবা, মৃগী যেন যূথভ্রষ্ট ও কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তিনি শোকবশে বিবশ ও ব্যাকুল হইয়া, অবনত মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। রাক্ষসপতি রাবণ সম্মুখীন হইয়া, সীতার ইচ্ছা না থাকিলেও, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই দেবগৃহসদৃশ দিব্য গৃহ দেখাইতে লাগিল। ঐ গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদপরম্পরায় পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র ললনায় অধিষ্ঠিত, এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গম ও নানাজাতীয় রত্নে অলঙ্কৃত। উহার স্তম্ভ সকল হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, স্ফটিক, রজত, ও বৈদূর্য্য এই সকলে নির্ম্মিত ও পরম চিত্রিত এবং দেখিতে অতি মনোহর। তত্রত্য ভূষণ সমস্ত তপ্তকাঞ্চনে সুগঠিত এবং তথায় দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে। রাবণ

সীতার সহিত ঐ গৃহের কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপানে আরোহণ করিল। তাহার গবাক্ষ সকল হস্তিদন্ত ও রৌপ্যে নির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর এবং স্বর্ণময় জালপরম্পরায় আবৃত। তথায় সুধা ও মণিসমূহে বিচিত্রভাবাপন্ন ভূমিভাগ এবং প্রাসাদশ্রেণী চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দশগ্রীব শোকপরায়ণা সীতাকে ঐ সকল এবং নানাজাতীয় পুষ্পসংকীর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত দর্শন করাইতে লাগিল।

এই রূপে পাপাত্মা রাবণ জানকীকে আপনার সেই সমস্ত দিব্য গৃহ প্রদর্শন করিয়া, পরে তাঁহার লোভ সমুৎপাদন কামনায় কহিতে লাগিল, জানকি! বালক ও বৃদ্ধদিগকে বর্জ্জন করিয়া, যে উগ্রকর্ম্মা দ্বাত্রিংশৎ কোটি রাক্ষস আছে, আমি তাহাদের সকলেরই প্রভু। তাহাদের মধ্যে আবার এক এক সহস্র রাক্ষস সর্ব্বদাই আমার কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়া আছে। এই রূপে আমার এই রাজ্যতন্ত্র তোমারই পরতন্ত্র। অয়ি বিশালাক্ষি! আমার প্রাণ পর্য্যন্তও তোমার অধীন। অধিক কি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী। মৈথিলি! আমার অন্তঃপুরে যে সকল উত্তমা স্ত্রী আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা আমার পত্নীপদে প্রতিষ্ঠিত, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া, তাহাদের সকলেরই উপর আধিপত্য কর। আমি যাহা বলিলাম, তোমার পক্ষে বিশেষ হিতজনক। তুমি ইহাতে সম্মত হও। অন্যমত করিলে, কোন ফলই হইবে না। আমি কামানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। প্রসন্ন হইয়া, আমাকে ভজনা কর। চতুর্দ্দিকে সাগরবেষ্টিত শতযোজনবিস্তৃত এই লঙ্কাপুরী, ইন্দ্রের সহিত সংমিলিত সুরাসুরগণেরও সাধ্য নাই, ইহাকে কোনরূপে পরাভূত করে। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি ঋষি, ইহাদের মধ্যে কাহাকেও এমন দেখি না, যে ব্যক্তি বীরত্বে আমার সমকক্ষ হইতে পারে। দীন, তপস্বী, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ রাম আমার কি করিবে? অতএব সীতে! আমিই

তোমার সদৃশ ভর্ত্তা, আমায় ভজনা কর। অয়ি ভীরু! যৌবনও চিরস্থায়ী নহে। অতএব আমার সহিত এই লঙ্কানগরে বিহার কর। বরাননে! রামকে দেখিবার জন্য আর মন করিও না। কি সাধ্য, সে মনেও করিতে পারে, এখানে আসিবে। দেখ, যে বায়ু মহাবেগে শূন্য পথে ধাবমান হইতেছে, কাহারই শক্তি নাই, তাহাকে বন্ধন করে। প্রজ্বলিত অগ্নির বিমল শিখাও ধারণ করা কাহার সাধ্য নহে। লঙ্কায় আগমন করাও সেইপ্রকার দুঃসাধ্য। অয়ি শোভনে! সমুদায় ভুবনেও এমন কাহাকে দেখি না, যে ব্যক্তি বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক আমার বাহুপরিপালিত তোমাকে লইয়া যাইতে পারে। অতএব, তুমি এই সুবিস্তৃত লঙ্কারাজ্য পালন কর। মদ্বিধ ব্যক্তিগণ সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হইবে। আর, আমাকেও যদি সেবক বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে, আমিও তোমার আজ্ঞার অধীন হইব। তাহাতে, সমুদায় দেবগণ, ফলতঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার, সকলেই তোমার আজ্ঞা বহন করিবে। অধুনা, তুমি অভিষেকসলিলে অভিষিক্ত হইয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে আমার চিত্তবিনোদন কর। পূর্ব্বজন্মের তোমার যাহা কিছু দুষ্কৃতি ছিল, বনে বাস করিয়া, তাহার ক্ষালন হইয়াছে। এক্ষণে লঙ্কায় থাকিয়া, স্বীয় পূর্ব্ব পুণ্যের ফল ভোগ কর। অয়ি মৈথিলি! এখানে যে সমস্ত দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ ও দিব্য ভূষণ আছে, সে সকল আমার সহবাসে উপভোগ কর। সুশ্রোণি! আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে সূর্য্যসঙ্কাশ পুষ্পক বিমান জয় করিয়াছি, তুমি সেই মনোবেগগামী, সুবিপুল, রমণীয় বিমানে আমার সহিত আরোহণ করিয়া, যথাসুখে বিহার কর। অয়ি বরারোহে! অয়ি বরাননে! তোমার এই মুখমণ্ডল, পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর ও সুবিমল কান্তিসম্পন্ন। কিন্তু শোকাকুল হওয়াতে, উহার আর সে শোভা নাই।

রাবণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চলে

স্বীয় ইন্দুনিভ বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া, রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তায় তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি নিতান্ত অস্বস্থার ন্যায়, ধ্যানমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে বীর্য্যশালী নিশাচর রাবণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, বৈদেহি! স্বীয় স্বামী ত্যাগ করিয়া, পরপুরুষ-পরিগ্রহে ধর্ম্মলোপ হইবে, ভাবিয়া, তোমার লজ্জা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। দেখ, তোমার প্রতি আমি ঋষিগণের উপদিষ্ট বিধিক্রমেই প্রণয়বন্ধনে উদ্যত হইয়াছি। এই, আমি মস্তকপরম্পরায় তোমার স্নিগ্ধ পদযুগল পরিপীড়ন করিলাম। আমার প্রতি প্রসাদবিতরণে আর বিলম্ব করিও না। আমি তোমার বশংবদ ভৃত্য। আমি কামে অভিভূত হইয়া, এই যে কথা বলিলাম, এ সকল যেন কোন অংশেই নিষ্ফল না হয়। রাবণ কখন এরূপে কোন স্ত্রীকেই মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না।

দশানন কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছিল। সেইজন্য, জনকনন্দিনী মৈথিলীকে এইপ্রকার কহিয়া, মনে করিল, ইনি আমারই হইয়াছেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

জানকী শোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, মনে মনে রাবণকে তৃণ জ্ঞান করত প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজা দশরথ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অচল সেতু ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া, সর্ব্বত্র বিখ্যাত। রাম তাঁহারই পুত্র। তিনিও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া, ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সেই দীর্ঘবাহু দীর্ঘলোচন রাম আমার স্বামী ও সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁহার স্কন্ধ সিংহসদৃশ এবং তেজের সীমা নাই। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, অবশ্যই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। যদি

তুমি তাঁহার সমক্ষে আমাকে বলপূর্ব্বক অবমাননা করিতে, তাহা হইলে, যুদ্ধে খরের ন্যায়, নিহত হইয়া, তোমাকেও শয়ন করিতে হইত। তুমি যে এই সকল ভয়ঙ্করস্বভাব মহাবল রাক্ষসের কথা বলিলে, ইহারা, গরুড়ের নিকট সর্পকুলের ন্যায়, রামের নিকট বিষশূন্য হইয়া থাকে। তরঙ্গ যেমন ভাগীরথীর তীরদেশ প্রতিহত করে, তেমনি তাঁহার জ্যামুক্ত সেই সকল কাঞ্চনলাঞ্ছিত শর, তোমার ও এই সকল রাক্ষসের শরীর কম্পিত করিবে। রাবণ! যদিও সুর বা অসুর কেহই তোমায় বধ করিতে পারে না, কিন্তু রামের সহিত দারুণ বৈরসংঘটন করিয়া, তুমি কখনই প্রাণে পরিহার পাইবে না। সেই বলবান্ রামই তোমার জীবিতশেষ নিঃশেষ করিবেন। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ পশুর ন্যায়, তোমার প্রাণ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। রাম রোষপ্রজ্বলিত লোচনে দর্শন করিলেই, তোমাকে তৎক্ষণাৎ মহাদেবের নেত্রানলে কামের ন্যায়, একবারেই দগ্ধ হইতে হইবে। যিনি চন্দ্রকেও আকাশ হইতে পাতিত বা বিনষ্ট করিতে পারেন, অথবা, সাগরকেও শোষণ করিতে যাঁহার ক্ষমতা আছে, তিনি সীতাকেও লঙ্কা হইতে অবশ্য উদ্ধার করিতে পারেন। তোমার আয়ু, শ্রী, বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয় সমুদায়, সকলেরই ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। তোমার জন্য লঙ্কানগরী নিশ্চয়ই বিধবা হইবে। তুমি যে পাপানুষ্ঠান করিলে, তাহাতে, ভবিষ্যতে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। দেখ, তোমার প্রতি আমার কিছুমাত্র প্রীতি বা অনুরাগ নাই। তথাপি, তুমি বলপূর্ব্বক আমাকে স্বামীর সহবাসে বঞ্চিতা করিলে। আমার সেই পরম তেজস্বী স্বামী দেবরের সহিত মিলিত হইয়া, বীর্য্যমাত্র আশ্রয় পূর্ব্বক, নির্ভয়ে নির্জ্জন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তিনি যুদ্ধে শরবৃষ্টি করিয়া, তোমার গাত্র হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও উৎসেক, সমুদায়ই অপনীত করিবেন। কালবশে যখন প্রাণিগণের বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন তাহারা কালের নিতান্ত আয়ত্ত হইয়া, পদে পদেই বিপরীত

পথে পদার্পণ করে। রে রাক্ষসাধম! আমাকে অবমাননা করিয়া, তোমারও সেই বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে তোমার নিজের, সমুদায় রাক্ষসের ও যাবতীয় অন্তঃপুরের, নিধনসংঘটন হইবে। চণ্ডাল যেমন দ্বিজাতিগণের মন্ত্রপূত স্রুক্‌ভাণ্ডাদি যজ্ঞোপকরণমণ্ডিত যজ্ঞমধ্যস্থ বেদি স্পর্শ করিতে পারে না, তুমিও তেমনি আমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। রে রাক্ষসাধম! তুমি জান না, আমি ধর্ম্মনিত্য রামের ধর্ম্মপত্নী, কায়মনে স্বামীর প্রতিই অনুরক্ত হইয়া আছি, কখনও ইহার অন্যথা করি না। তুমি অতি পাপাত্মা। যে হংসী পদ্মসমূহমধ্যে রাজহংসের সহিত নিত্য ক্রীড়া ক'রে, সে কিরূপে তৃণমধ্যস্থ মদ্গুর (কাকবিশেষ) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? রে রাক্ষস! এই দেহ স্বভাবতঃ জড়, ইহাকে বন্ধন বা আঘাত, যাহা ইচ্ছা কর। আমি কিন্তু ইহা কোন মতেই রক্ষা করিব না। প্রাণেও আমার আর মমতা নাই। বলিতে কি, সীতা অসতী হইয়াছে, নিজের এই অপযশ পৃথিবীতে কখনই রাখিতে পারিব না। বৈদেহী ক্রোধ-ভরে এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া; রাবণকে আর কোন উচ্চবাচ্যই করিলেন না।

সীতার এই রোমাঞ্চকর পরুষ কথা কর্ণগোচর করিয়া, দশানন বিভীষিকাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মৈথিলি! আমার কথা শুন। দ্বাদশ মাস অপেক্ষা করিব। অয়ি চারুহাসিনি! ঐ সময় মধ্যে যদি আমার বশে না আইস, তাহা হইলে, পাচকগণ তোমাকে প্রাতরাশ জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। শত্রু-রাবণ রাবণ এইপ্রকার কঠোর কথা নির্দ্দেশ করিয়া, পরে ক্রুদ্ধ হইয়া, রাক্ষসীদিগকে আজ্ঞা করিল, অয়ি বিকটরূপা বিকটদশনা রাক্ষসীগণ! তোমরা সকলেই মাংসশোণিত ভোজন করিয়া থাক। শীঘ্রই জানকীর সমুদায় গর্ব্ব খর্ব্ব কর। ঘোরদর্শনা ও ঘোরস্বরূপা নিশাচরীগণ রাবণের এই কথায় তৎক্ষণাৎ অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক যে আজ্ঞা, বলিয়া, সীতাকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে

রাবণ পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করিয়া, দুই তিন পদ গমন পূর্ব্বক সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসীদিগকে পুনরায় বিশেষরূপে আদেশ করিল, তোমরা জানকীকে অশোকবনে লইয়া যাও। এবং সকলে সর্ব্বদা ইহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক গূঢ়ভাবে রক্ষা কর। বন্য-হস্তিনীকে যে ভাবে বশীভূত করে, তোমরাও সেই ভাবে ঘোর-তর তর্জ্জনা অথবা মিষ্ট কথা বলিয়া, ইহাকে বশে আনয়ন কর। রাজা রাবণ এইপ্রকার আজ্ঞা করিলে, নিশাচরীরা জানকীকে লইয়া, অশোকবনে গমন করিল। নানাজাতীয় পুষ্পফল-শোভিত, সর্ব্বকামপ্রদ পাদপসমূহ এবং সকল সময়েই মদযুক্ত বিবিধ বিহঙ্গম, এই সকলে অশোকবন সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত। শোক-পরীতাঙ্গী জনকদুহিতা মৈথিলী তথায় ব্যাঘ্রীগণ মধ্যে হরিণীর ন্যায়, রাক্ষসীগণের বশতাপন্ন হইয়া রহিলেন। তাহাতে, পাশ-বদ্ধা ভীরুস্বভাবা মৃগীর ন্যায়, নিরতিশয় শোকে ও শঙ্কায় কোন-মতেই সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। বিরূপনেত্রা রাক্ষসী-গণ তাঁহাকে অত্যন্ত তর্জ্জনা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি পরমপ্রণয়ভাজন স্বামী ও দেবরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া, ভয় ও শোকে অভিভূত ও হতচেতন হইয়া, স্বস্তিলাভে সক্ষম হইলেন না।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম মৃগরূপধর কামরূপী নিশাচর মারীচকে সংহার করিয়া, শীঘ্রই পথিমধ্যে নিবৃত্ত হইলেন। এবং জানকীকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ত্বরা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে গোমায়ু তাঁহার পশ্চাৎ দিকে কঠোরস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি শৃগালের ঐ রোমাঞ্চকর দারুণ স্বর শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত ভীত হইয়া, মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগিলেন, গোমায়ু যেপ্রকার শব্দ করিতেছে, তাহাতে, কোন অশুভ ঘটিবে, বোধ

হইতেছে। এক্ষণে, রাক্ষসেরা ভক্ষণ না করিলে, সীতা কুশলে থাকেন, ইহাই প্রার্থনা। মৃগরূপী মারীচ আমার অপকার উদ্দেশে মদীয় স্বরধ্বনি করিয়া, যে চীৎকার করিয়াছে, লক্ষ্মণ যদি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সীতা অবশ্যই তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন। তিনিও সীতাকে ত্যাগ করিয়া, শীঘ্রই আমার নিকট সমাগত হইবেন। নিশ্চয়ই, রাক্ষসগণ একত্র মিলিয়া, জানকীকে বধ করিতে কামনা করিয়াছে। সেইজন্য নিশাচর মারীচ স্বর্ণমৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে ব্যপনয়ন ও দূরে আনয়ন করিয়া, অবশেষে শরে আহত হইয়া, হায়, লক্ষ্মণ! আমি হত হইলাম, বলিয়া, চীৎকার করিল। জনস্থান নিমিত্ত রাক্ষসগণের সহিত আমার শত্রুতা হইয়াছে। অতএব, আমা বিনা অরণ্যমধ্যে সীতা ও লক্ষ্মণের কি মঙ্গললাভ হইবে? এদিকে আবার ঘোর নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে। আত্মবান্ রাম গোমায়ু-শব্দ-শ্রবণানন্তর এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, নিবৃত্ত হইয়া, ত্বরিত পদে আশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ তাঁহাকে যে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়া তিনি অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল ও বাহ্যভাবও ম্লান হইয়া উঠিল। মৃগ ও পক্ষিগণ তৎকালে তাঁহাকে বামে রাখিয়া, কঠোরস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। রাম ঐ সকল ঘোরতর নিমিত্ত দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণ আসিতেছেন, অবলোকন করিলেন। তাঁহার শরীর বিবর্ণ। অনন্তর নিকটে রামের সহিত লক্ষ্মণের মিলন হইলে, উভয়েই বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে নিশাচরসেবিত বিজন বনে ত্যাগ করিয়া, আগমন করিয়াছেন, দেখিয়া, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিয়া, আর্ত্তের ন্যায়, আপাতকঠোর পরিণামমধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া যে এখানে আসিয়াছ, ইহা নিতান্ত নিন্দার বিষয় হইয়াছে। সৌম্য!

ইহাতে কি সীতার মঙ্গল হইবে! কখনই না। হে বীর! পদে পদেই যেরূপ অশুভ সকল সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে, বনচারী নিশাচরগণ সীতাকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এ বিষয়ে আমার কোন অংশেই সন্দেহ হইতেছে না। লক্ষ্মণ! জনক-দুহিতা সীতা নির্ব্বিঘ্নে বাঁচিয়া আছেন, ইহা কি আমরা দেখিতে পাইব! অয়ি মহাবল! এই সকল মৃগ, গোমায়ু ও পক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া, যেরূপ ভয়ঙ্কর রবে শব্দ করিতেছে, তাহাতে, রাজপুত্রী জানকীর কি আর মঙ্গল হইবে! এদিকে এই মৃগরূপী রাক্ষসও আমায় প্রলোভিত করিয়া, দূরে আনিয়া, অবশেষে অনেক পরিশ্রমে কোনরূপে নিহত হইয়া, মরিবার সময় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমার মনও নিতান্ত ব্যাকুল ও অপ্রহৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং বাম চক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! নিঃসন্দেহই সীতা নাই। হয়, তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, না হয়, তিনি পথিমধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছেন।

—০ঃ০—

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ নিতান্ত ব্যাকুল ও শূন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সীতা বিনা তদবস্থ আগমন করিতে দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা রাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলে, আমার যিনি অনুগমন করিয়াছেন এবং তুমি যাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়াছ, সেই সীতা কোথায়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে দণ্ডকারণ্যে ধাবমান হইলে, যিনি আমার দুঃখে সহায় হইয়াছিলেন, সেই তনুমধ্যমা সীতা কোথায়? যিনি বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণে উৎসাহী নহি, আমার প্রাণসহায়া সুরসুতাসদৃশী সেই জনকসুতা কোথায়? লক্ষ্মণ! আমি সেই স্বর্ণবর্ণা জনকাত্মজা ব্যতিরেকে দেবগণের প্রভুত্ব

অথবা পৃথিবীর আধিপত্যেও অভিলাষ করি না। হে বীর! জানকী আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। তিনি কি বাঁচিয়া আছেন! আমার এই বনবাসব্রত কি মিথ্যা হইবে না! লক্ষ্মণ! সীতার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিলে এবং তুমি অযোধ্যায় একাকী সমাগত হইলে, কৈকেয়ীর কামনা কি পূর্ণ ও সুখোৎপত্তি হইবে? কৈকেয়ী ঐরূপে পুত্রের রাজপদপ্রাপ্তিতে সিদ্ধকাম হইলে, আমার মৃতপুত্রা দীনা জননী কৌশল্যাকে কি বিনয়সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে? লক্ষ্মণ! সীতা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে, পুনরায় আশ্রমে গমন করিব। আর, সেই শুদ্ধচারিণী যদি পরলোকে গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, প্রাণত্যাগ করিব। আমি আশ্রমে গমন করিলে, সীতা যদি অগ্রেই হাস্য করিয়া, আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলেও, বিনষ্ট হইব। অতএব, লক্ষ্মণ! জানকী জীবিত আছেন কি না, অথবা তোমার অনবধানতাবশতঃ রাক্ষসে সেই দুঃখিনীকে ভক্ষণ করিয়াছে কি, না, আমাকে বল। তিনি সুকুমারী, বালিকা এবং কখন দুঃখভোগ করেন নাই। এক্ষণে আমার বিরহে নিশ্চয়ই ব্যাকুল চিত্তে শোক করিতেছেন। বুঝিলাম, অতিশয় দুরাত্মা ক্রূরস্বভাব নিশাচর মারীচ উচ্চৈঃস্বরে, লক্ষ্মণ, ইত্যাদি বাক্যে চীৎকার করিয়া, তোমারও ভয় জন্মাইয়া দিয়াছে। বুঝিলাম, মৎসদৃশ সেই স্বর জানকীরও শ্রবণগোচর হইয়াছে। তাহাতে, তিনি ত্রস্ত হইয়া, তোমাকে পাঠাইয়াছেন। তুমিও আমাকে দেখিবার জন্য শীঘ্র আগমন করিয়াছ। যাহা হউক, ভাই! তুমি সীতাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া আসিয়া, অতি কুৎসিত অনুষ্ঠান করিয়াছ। ইহাতে নির্দ্দয় রাক্ষসদিগকে আমাদের কৃত অপকারের প্রতিকার করিতে অবসর দেওয়া হইয়াছে। খরকে বিনাশ করাতে, মাংসাশী রাক্ষসগণ দুঃখিত হইয়াছে। সেই ভয়ঙ্করস্বভাব নিশাচরগণ নিঃসন্দেহই সীতাকে নিহত করিয়াছে। হায়, রিপুনাশন লক্ষ্মণ! সর্ব্বথা আমি

বিপদে মগ্ন হইলাম! স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, এইপ্রকার বিপদ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। অতএব, এখন আর কি করিব?

রাম বরারোহা সীতার জন্য এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে, লক্ষ্মণের সহিত ত্বরিত পদে জনস্থানে আগমন করিলেন। ক্ষুধা, শ্রম ও পিপাসায় তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত লক্ষ্মণকে ভৎ র্সনা করিতে করিতে, ঐরূপে আশ্রমে সমাগত হইয়া, দেখিলেন, উহা শূন্য রহিয়াছে, সীতা তথায় নাই। অনন্তর আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতাকে সেখানেও দেখিতে না পাইয়া, তিনি পরিশেষে ক্রীড়াস্থান সকল সন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে, আশ্রম-ভূমির সমুদায় ক্রীড়াপ্রদেশ তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া, যখন সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন, এই সেই ক্রীড়া-প্রদেশ, এইপ্রকার স্মরণ করিয়া, তিনি শোকে ব্যথিত ও রোমা-ঞ্চিত হইয়া উঠিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ সীতার কথায় আশ্রম হইতে স্বীয় সকাশে সমাগত হইলে, রাম দুঃখিত হইয়া, পথিমধ্যে যাইবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ভাই! আমি তোমারই বিশ্বাসে সীতাকে বনমধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তবে তুমি কিজন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলে? লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, দেখিয়াই, আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে, আমার মন যে মহান অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্যথিত হই-য়াছে, তাহা সত্যই ঘটিয়াছে। তোমাকে দূর হইতেই পথিমধ্যে সীতা বিনা একাকী দেখিয়া, আমার বামবাহু, বামনেত্র ও হৃদ-য়ের বামভাগ স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ এই কথায় পুনরায় দুঃখিত হইয়া, তদবস্থ

রামকে কহিলেন, আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতাকে ত্যাগ করিয়া, আসি নাই। তাঁহারই আদেশে ভবদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছি। আপনি আমার নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সুবিকট স্বরে পরিত্রাণ কর, বলিয়া যে চীৎকার করেন, ঐ কথা জানকীর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া, ভয়ে অবসন্ন হইয়া, আপনার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত রোদন করিতে করিতে, আমাকে, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও, বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বারংবার এইপ্রকার আদেশ করিতে লাগিলে, আমি তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বাসার্থ এই কথা কহিলাম, এমন কোন রাক্ষসই দেখি না, যে, রামের ভয়োৎপাদন করিতে পারে। অতএব, এ কাতরবাক্য রামের নহে, রাক্ষস বা অন্য কেহ উচ্চারণ করিয়া থাকিবে, আপনি ক্ষান্ত হউন। সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও ত্রাণ করিতে পারেন, সেই আর্য্য রাম, ত্রাণ কর, ইত্যাদি অতি জঘন্য নীচ কথা কিরূপে বলিতে পারেন? অতএব, কোন ব্যক্তি কোন কারণে রামের স্বর আশ্রয় করিয়া, লক্ষ্মণ! আমায় ত্রাণ কর, বলিয়া, ব্যাকুলস্বরে চীৎকার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। অয়ি শোভনে! কোন রাক্ষস ত্রাস বশতঃ ত্রাণ কর, এই কথা বলিয়াছে। অতএব, আপনি ইতর-স্ত্রী-সুলভ মনোবেদনা ত্যাগ করুন। বৃথা অবসন্ন বা ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, প্রকৃতিস্থ হউন এবং ঔৎসুক্য পরিহার করুন। ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান, কোন কালেই ত্রিভুবনে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে, রামকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও রামকে জয় করিতে অপারগ।

বৈদেহীর জ্ঞানচৈতন্য রহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য, তিনি আমার এই কথায় ক্রন্দন করিয়া দারুণ বাক্যে কহিলেন, আমার প্রতি তোমার পাপাভিসন্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ভ্রাতার মৃত্যুতে তুমি সেই অভিসন্ধি সিদ্ধি করিবে, মনে করিয়াছ। কিন্তু কোনমতেই তুমি আমায় প্রাপ্ত হইবে না। বুঝিলাম ভর-

তের সঙ্কেতানুসারেই তুমি রামের অনুগামী হইয়াছ। সেই জন্য, রাম চীৎকার করিতেছেন, জানিয়াও, তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না। অথবা, তুমি প্রচ্ছন্নচারী শত্রু, আমারই জন্য রামের আনুগত্য করিতেছ। এবং সর্ব্বদা তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর আছ। সেইজন্য, তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতেছ না।

বৈদেহী এইপ্রকার কহিলে, অতি ক্রোধে আমার নয়ন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং রোষভরে অধরোষ্ঠও প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তখন আমি আশ্রম হইতে একবারেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, রাম শোকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়াছ, যারপর নাই গর্হিত অনুষ্ঠান করিয়াছ। দেখ, রাক্ষসদিগের নিরাকরণে আমার বিলক্ষণ শক্তি আছে, ইহা জানিয়াও, তুমি জানকীর ঐ সামান্য রাগের কথায় আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিলে। জানকী একে স্ত্রী, তাহাতে আবার ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরুষ বাক্যে তুমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, এখানে আসিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইতে পারিলাম না। তুমি সীতার কথায় ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ, ইহাতে তোমার যার পর নাই অন্যায় করা হইয়াছে। ঐ দেখ, ঐ রাক্ষস, যে আমায় মৃগরূপে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছে, আমার শরে বিনষ্ট হইয়া, শয়ন করিয়া আছে। আমি শরাসন আকর্ষণ ও সায়ক সন্ধান পূর্ব্বক অনায়াসেই সেই শর নিক্ষেপ করিয়া, ইহাকে আঘাত করিয়াছি। তাহাতে, ঐ রাক্ষস মৃগতনু ত্যাগ করিয়া, কাতরস্বর-প্রয়োগপুরঃসর কেয়ূরধর নিশাচর-কলেবর ধারণ করিয়াছে। তৎকালে আমার শরে আহত হইয়া, দূর হইতে শ্রবণ করা যায় এইরূপে মদীয় স্বর

আশ্রয় করিয়া, এই নিশাচর আর্ত্তরবে তাদৃশ অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল; যে বাক্যে তুমি জানকীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ।

—০:০—

ষষ্টিতম সর্গ।

আশ্রমে আসিবার সময় রামের বামাক্ষির অধোভাগ অত্যন্ত স্পন্দিত, পদে পদেই পদদ্বয় স্খলিত ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বারংবার অশুভ নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, সীতা কুশলে আছেন কি না, এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সীতার দর্শনলালসা-বশংবদ হইয়া, ত্বরিত পদে গমন করিয়া দেখিলেন, আবসথ শূন্য রহিয়াছে। দর্শনে তাঁহার চিত্তে উদ্বেগ উপস্থিত হইল। তিনি সবেগে হস্তাদিবিক্ষেপ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক সমুদায় উটজস্থানের চারিদিক্ তন্নতন্ন দেখিতে লাগিলেন। পর্ণশালায় গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় সীতা নাই। তাহাতে হেমন্তের সমাগমে স্বাভাবিক-শোভা-হীন ও বিনষ্ট দশায় নিপতিত কমলিনীর ন্যায়, ঐ পর্ণশালার নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা আপতিত হইয়াছে। সমুদায় উটজস্থান বিধ্বস্ত ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। বনদেবতারা একবারেই তাহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তত্রত্য মৃগ, পক্ষী ও পুষ্পমাত্রেই ম্লান হইয়াছে। বৃক্ষ সকল যেন ক্রন্দন করিতেছে। অজিন ও কুশ সকল ইতস্ততঃ বিভ্রষ্ট এবং কুশাসন ছিন্ন ভিন্ন পতিত রহিয়াছে। সীতা তথায় নাই। তদবস্থ উটজস্থান দর্শন করিয়া, তিনি বারংবার এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, সীতাকে কেহ বধ করিয়াছে; অথবা, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা কোথায় অদৃশ্যা হইয়াছেন; অথবা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে; কিংবা সেই ভীরুস্বভাবা লুকাইয়া আছেন, না হয়, অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন; অথবা তিনি ফল পুষ্প চয়নার্থ গমন করিয়াছেন,

কিংবা পথিমধ্যে বাহির হইয়াছেন, অথবা নদীতে গমন করিয়াছেন! রাম এই রূপে যত্নসহকারে অম্বেষণ করিয়াও, বনমধ্যে প্রিয়াকে কোথাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন, শোকে তাঁহার লোচনযুগল অরুণবর্ণ হইয়া উঠিলে, তিনি উন্মত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এবং শোক-পঙ্কার্ণবে মগ্ন ও সবেগে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ধাবমান হইয়া, বিলাপ করিতে করিতে নদ, নদী ও পর্ব্বত সকল ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি উন্মত্তের ন্যায়, কদম্বাদি বৃক্ষ সকলকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অয়ি কদম্ব! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি কোথায় আছেন, দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে, সেই শুভাননা কোথায়, আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিল্ব! তাঁহার স্তন বিল্বসদৃশ বর্ত্তুলায়ত। এবং তাঁহার দেহকান্তি সুকোমল কিসলয় তুল্য। তিনি পীতবর্ণ কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া আছেন। যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল। অথবা, অর্জ্জুন! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। সেই ক্ষীণতনু জনকদুহিতা জীবিত আছেন কি না, বল। অথবা, সীতার উরুযুগল এই ককুভবৃক্ষের সদৃশ সুস্নিগ্ধ ও সুকোমল। এই বৃক্ষ নিশ্চয়ই অবগত আছে, জানকী কোথায়। কিংবা এই বনস্পতি লতা কুসুম ও পল্লব সমূহে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমরগণের সঙ্গীতরবে পরিপূর্ণ হইয়া, শোভা পাইতেছে। অয়ি বনস্পতি! তুমি সমুদায় বৃক্ষের প্রধান। জানকীও সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ! অতএব, তিনি কোথায়, বলিয়া দাও। অথবা, প্রিয়া তিলকপুষ্প অতিশয় ভাল বাসিতেন। অতএব, এই তিলক বৃক্ষ নিশ্চয়ই তাঁহার বিষয় বিদিত আছে। হে অশোক! তুমি শোকাপনোদন করিয়া থাক। আমি শোকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছি। অতএব প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া, আমাকে সত্বর শোকহীন কর। হে তাল! প্রিয়ার পয়োধরদ্বয় পক্ব-তাল-সদৃশ। যদি তুমি তাঁহাকে

দেখিয়া থাক এবং যদি আমার প্রতি তোমার দয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই বরারোহা কোথায়, বলিয়া দাও। হে জম্বু! জাম্বুনদ-প্রভাময়ী প্রিয়াকে যদি দেখিয়া থাক, বল, তোমার কোন শঙ্কা নাই। হে কর্ণিকার! কুসুমসমূহের সমাগমে আজি তোমার কি অতিমাত্র শোভাই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে! প্রিয়াও তোমায় অতিশয় স্নেহ করিতেন। যদি সেই সাধ্বীকে দেখিয়া থাক, বল। এই রূপে রাম চূত, নীপ, মহাসাল, পনস, কুরর, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বৃক্ষদিগকেও সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, উন্মত্তের ন্যায়, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি মৃগপ্রভৃতি পশুদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, অয়ি মৃগ! তোমার শাবক সদৃশ জানকীর চক্ষু। অতএব তুমি তাঁহার বিষয় বিদিত আছ। অথবা, সেই মৃগলোচনা, মৃগীগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন। হে গজ। তোমার ন্যায়, তাঁহার নাসা ও ঊরু। যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, বল। আমার বোধ হইতেছে, তুমি তাঁহার বিষয় জান। অতএব হে গজরাজ! আমাকে বলিয়া দাও, তিনি কোথায়? অয়ি ব্যাঘ্র! সেই চন্দ্রনিভাননা প্রিয়া মৈথিলীকে যদি দেখিয়া থাক, বিশ্বস্ত চিত্তে বল, তোমার ভয় নাই। অয়ি প্রিয়ে! অয়ি কমলেক্ষণে! তুমি আর কিজন্য ধাবমান হইতেছ? আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিয়াছি। তুমি কিনিমিত্ত ঐ বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া, আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না? অয়ি বরারোহে! আমি বারংবার বলিতেছি, তুমি অপেক্ষা কর, আর ধাবমান হইও না। আমার প্রতি তোমার কি দয়া নাই? তুমি ত কখন অত্যন্ত পরিহাস কর না। তবে কেন আমায় উপেক্ষা করিতেছ? অয়ি বরবর্ণিনি! আমি তোমার পীত কৌষেয় বসন দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং তুমি দৌড়িলেও, তোমায় দেখিয়াছি। অতএব,

আমার প্রতি যদি তোমার সৌহার্দ্দ থাকে, তাহা হইলে, ক্ষান্ত হও, আর ধাবমান হইও না। অথবা, অয়ি চারুহাসিনি! আমি যাহাকে দেখিলাম, সে. তুমি নহ। নিশ্চয়ই তোমায় বিনাশ করিয়াছে। তাহা না হইলে, দারুণ ক্লেশের সময়েও তুমি কি কখন আমায় উপেক্ষা করিতে পার? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মাংসাশী রাক্ষসগণ আমাবিনা অঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রিয়াকে ভক্ষণ করিয়াছে। আহা, তাঁহার মুখমণ্ডল সুন্দর দশন, সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর কুণ্ডলে অলঙ্কৃত এবং পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। রাক্ষসগণ গ্রাস করাতে, নিশ্চয়ই তাহা প্রভাশূন্য হইয়াছে! তাঁহার গ্রীবা কোমল ও গ্রীবা-ভূষণে অলঙ্কৃত এবং তাঁহার বর্ণের দীপ্তি চন্দনবৎ সুস্নিগ্ধ ও সুবিশদ। রাক্ষসগণ তাদৃশ সুন্দর গ্রীবাও ভক্ষণ করিয়াছে। ভক্ষণসময়ে প্রিয়া কতই বিলাপ করিয়াছেন! তাঁহার বাহুযুগল পল্লবসদৃশ কোমল, এবং হস্তাভরণ অঙ্গদে সুশোভিত। নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া, তাহাও ভক্ষণ করিয়াছে। তৎকালে ঐ বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ নিশ্চয়ই কম্পিত হইয়াছিল। আহা, আমি কি রাক্ষসগণের ভক্ষণজন্যই তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছিলাম! সেইজন্য, তিনি বহু বান্ধবসত্ত্বেও, সার্থ-হীনার ন্যায়, রাক্ষসগণের উদরস্থা হইলেন! হা লক্ষ্মণ! হা মহাবাহো! তুমি কি প্রিয়ার কোথাও দেখা পাইয়াছ? হা প্রিয়ে! হা ভদ্রে! হা সীতে! তুমি কোথায় গেলে! এই রূপে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে, রাম কখন বনে বনে সবেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন, কখন উদ্‌ভ্রমণ ও কখন বা বাত্যার ন্যায় দিগ্‌বিদিক্ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কখন উন্মত্তের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; কখন প্রিয়ার অন্বেষণতৎপর হইয়া, বেগভরে নদী, পর্ব্বত, প্রস্রবণ ও কানন সকল বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎকালে সুবিস্তৃত মহারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার চতু-

দ্দিকে জানকীর তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়াও, তাঁহার আশানিবৃত্তি হইল না; পুনরায় তিনি প্রিয়ার অন্বেষণে নিরতিশয় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

—•:•—

একষষ্টিতম সর্গ।

আশ্রমপদ ও পর্ণশালা শূন্য এবং আসন সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দর্শন করিয়া, এবং চতুর্দ্দিক্ সবিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সীতাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, দশরথাত্মজ রাম স্বীয় সুন্দর ভুজযুগল উৎক্ষেপ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া, কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! জানকী কোথায়? এখান হইতেই বা তিনি কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন? হে সৌমিত্রে! কোন্ ব্যক্তি প্রিয়াকে হরণ অথবা ভক্ষণ করিয়াছে? অয়ি জানকি! যদি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া, আমাকে পরিহাস করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যথেষ্ট হইয়াছে। দেখ, আমি যারপর নাই দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। এ সময় আসিয়া আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। সৌম্যে! তুমি যে ঐ সকল বিশ্বস্ত মৃগ-পোতকের সহিত ক্রীড়া করিতে, ইহারা তোমার বিরহে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিরহে কখনই প্রাণ ধারণ করিব না। তদীয় হরণ জন্য ঘোরতর শোকে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। পিতৃদেব মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই পরলোকে আমায় অবলোকন করিবেন। এবং নিশ্চয়ই আমার এই কথা বলিবেন, রাম! আমি যে তোমায় প্রতিজ্ঞা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তুমি সেই কাল পূর্ণ না হইতেই কিরূপে এখানে আমার নিকটে আসিলে? তোমায় ধিক্! পরলোকে এই কথা বলিয়া, তিনি স্বেচ্ছাচারী ও মিথ্যাবাদী অনার্য্য আমায় অবশ্যই অনুযোগ করিবেন।

অয়ি বরারোহে জানকি! আমি শোকে সন্তপ্ত ও নিরতি-

শয় ব্যাকুল এবং একান্ত অবসন্ন ও ভগ্নমনোরথ হইয়াছি। অয়ি সুমধ্যমে! কীর্ত্তি যেমন কুটিল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া, কোথায় যাইতেছ? আমি তোমার বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। রাম সীতার দর্শনলালসায় নিরতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া, এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাহাতে, তিনি সীতাশোকে অভিভূত হইয়া, সুবিপুলপঙ্কপতিত মহাগজের ন্যায়, একান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ হিতকামনা-বশংবদ হইয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আপনি সাতিশয় বুদ্ধিমান্। অতএব বিষণ্ণ হইবেন না। আমার সহিত যত্ন করুন, অবশ্য সীতার দর্শন পাইবেন। হে বীর! বহু-কন্দর-শোভিত এই গিরি-কানন। জানকী কাননে বিচরণ করিতে অতিশয় ভাল বাসেন এবং তজ্জন্য নিরতিশয় আহ্লাদে মত্ত হইয়া থাকেন। অতএব তিনি ঐ বনমধ্যে প্রবেশ কিংবা সুন্দর-কুসুমশালিনী পুষ্করিণীতে গমন করিয়াছেন; অথবা, বেতসলতা ও মৎস্যগণে সমাকীর্ণ নদীতে সমাগত হইয়াছেন; কিংবা আমাদিগকে ভয় দেখাইবার মানসে অরণ্যের কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন। হে পুরুষসিংহ! আমি বা আপনি, কেমন তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারি, ইহাই জানিবার জন্য তিনি ঐ রূপে লুক্কায়িত হইয়াছেন। হে শ্রীমন্! শীঘ্রই তাঁহার অন্বেষণে যত্ন করি, চলুন। হে কাকুৎস্থ! আপনার যদি বোধ হয়, তিনি এই অরণ্যে আছেন, তাহা হইলে, আমরা ইহার সকল অংশই অন্বেষণ করিব। শোকে আর মন করিবেন না।

লক্ষ্মণ সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত এইপ্রকার কহিলে, রাম সমাহিত হইয়া, তাঁহার সহিত সীতার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু গিরি, বন, সরিৎ, সরোবর, সানু, শিলা ও শিখর সমুদায় তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাইলেন না।

তৎকালে সমুদায় পর্ব্বতে সন্ধান করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভাই! এই পর্ব্বতে প্রিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলাম না। লক্ষ্মণ সমুদায় দণ্ডকারণ্য বিচরণ করত সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। পরমতেজস্বী ভ্রাতা রামকে কহিতে লাগিলেন, মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করিয়া, এই পৃথিবী লাভ করেন, আপনি তেমনি জনক-দুহিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। বীর লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, দুঃখে হতচেতন রাম ব্যাকুল বচনে কহিলেন, অয়ি মহাপ্রাজ্ঞ! সমুদায় বন, সমুদায় প্রফুল্লপঙ্কজ পুষ্করিণী, এবং এই বহু কন্দর ও বহু নির্ঝর সুশোভিত পর্ব্বত, সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিলাম। তথাপি, প্রাণ অপেক্ষা গরীয়সী জানকীর দর্শন পাইলাম না। সীতাহরণ-কর্শিত রাম শোকে আচ্ছন্ন ও ব্যাকুল হইয়া, এইপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বিলুপ্ত, চেতনা বিভ্রষ্ট ও সর্ব্বশরীর বিহ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অতিশয় ব্যাকুল ও আতুরভাবাপন্ন হইয়া, দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করত বিষাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন রাম বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, হা প্রিয়ে! বলিয়া, বাষ্পগদ্গদ বচনে বারংবার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় প্রিয়ভ্রাতা বিনয়োপেত লক্ষ্মণ শোকে অভিভূত হইয়া, কৃতাঞ্জলি করে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাঁহার ওষ্ঠপুটবিনির্গত সে কথায় উপেক্ষা করিয়া, প্রিয়তমা সীতার অদর্শনে বারংবার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

——

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা কমললোচন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, শোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে দর্শন না করিলেও, যেন দেখিলেন, এই ভাবে কামাতুর হইয়া, বিলাপপূর্ব্বক গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! তুমি পুষ্প অতিশয় ভাল বাস। অশোকশাখায় স্বীয় শরীর আবৃত করিয়া, আমার শোক সাতিশয় বর্দ্ধিত করিতেছ। দেবি! তোমার উরুযুগল কদলীকাণ্ডসদৃশ। তুমি কদলীতে উহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছ; আমি দেখিতে পাইয়াছি। অতএব তুমি আর উহা গোপন করিতে পারিতেছ না। ভদ্রে! তুমি হাসিতে হাসিতে কর্ণিকার বনে প্রবেশ করিতেছ। কিন্তু আর আমারে পীড়ন করিয়া, পরিহাস করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষে, আশ্রমস্থানে পরিহাস করা প্রশস্ত নহে। অয়ি প্রিয়ে! তুমি স্বভাবতই পরিহাস করিতে ভাল বাস, ইহা আমি অবগত আছি। কিন্তু অয়ি বিশালাক্ষী! তোমার উটজ শূন্য রহিয়াছে; অতএব আগমন কর। অথবা, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, রাক্ষসেরা সীতাকে, হয় ভক্ষণ, না হয়, হরণ করিয়াছে। সেই জন্য, তিনি আমাকে বিলাপ করিতে দেখিয়াও, নিকটস্থ হইতেছেন না। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, এই সকল মৃগযূথ ক্রন্দন করিতে করিতে যেন বলিতেছে, রাক্ষসগণ সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হা সাধ্বি! হা বরবর্ণিনি! হা আর্য্যে! তুমি কোথায় গিয়াছ! হায়! আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; অধুনা, সীতা বিনা দেশে গমন করিতে হইবে। এতদিনে কৈকেয়ীর কামনা পূর্ণ হইল! আমি কিরূপে সীতাশূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব! লোকে আমাকে নির্দ্দয় ও নির্ব্বীর্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে। সীতার বিনাশে নিশ্চয়ই আমার ভীরুতা প্রকাশ হইবে। আমি যখন বনবাস

হইতে দেশে প্রত্যাগত হইব, তখন রাজা জনক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, কিরূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইব? তিনিও আমাকে সীতাহীন দেখিলে, নিশ্চয়ই দুহিতৃবিয়োগশোকে সন্তপ্ত ও মোহের বশীভূত হইবেন। পিতা দশরথই ধন্য! যেহেতু, তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। অথবা, আমি আর ভরতের পালিত অযোধ্যায় গমন করিব না। অযোধ্যার কথা কি, সীতাবিরহে স্বর্গও আমার শূন্য বলিয়া মনে হয়। অতএব, তুমি আমায় এই অরণ্যমধ্যে ত্যাগ করিয়া, অযোধ্যায় গমন কর। আমি সীতা ব্যতিরেকে কোন মতেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার কথানুসারে ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিবে, রাম অনুমতি দিয়াছেন, তুমিই এই বসুন্ধরা পালন কর। হে বিভো! জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা, ইঁহাদের প্রত্যেককে আমার আজ্ঞানুসারে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া, সর্ব্বদা সদ্‌বাক্য-প্রয়োগপূর্ব্বক যত্নাতিশয়-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। হে অরাতিনাশন! জননীকে বিস্তারপূর্ব্বক সীতাবিনাশঘটনা নিবেদন করিবে।

রাম সুকেশী সীতার বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, এই-প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, ভয়ে লক্ষ্মণের মুখ বিবর্ণ ও মন ব্যথিত হইল এবং তিনি যার পর নাই আতুর হইয়া পড়িলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাজপুত্র রাম প্রিয়াবিরহে শোক মোহে অভিভূত ও আর্ত্ত-রূপ হইয়া, লক্ষ্মণের বিষাদ উৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় স্বয়ং নিরতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়া, শোকভরে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, রোদন করিতে করিতে শোকবশাভিপন্ন লক্ষ্মণকে উপস্থিত বিপদের অনুরূপ বাক্যে

বলিতে লাগিলেন, বোধ হয়, আমার ন্যায় দুষ্কৃতকর্ম্মকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই! দেখ, উপর্য্যুপরি অবিশ্রামে শোক সংঘটিত হইয়া, আমার মন ও হৃদয় ভেদ করিতেছে। পূর্ব্ব-জন্মে নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বারংবার অনেক পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য তাহারই পরিণাম সংঘটিত হইল। সেই জন্য, দুঃখের উপর দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। রাজ্যনাশ, পিতৃ-বিয়োগ, মাতৃবিয়োগ ও আত্মীয়বিচ্ছেদ, এই সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া, আমার শোকবেগ পরিপূর্ণ করিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ! বনে আসিয়া, সীতার সহবাসে সমুদায় দুঃখই নিবৃত্তি পাইয়াছিল, শারীরিক ক্লেশমাত্র অনুভূত হইত। অদ্য সীতার বিয়োগে, কাষ্ঠসংযোগে সহসা প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায়, তৎসমস্ত পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস সেই ভীরু-স্বভাবা আর্য্যা সীতাকে আকাশপথে হরণ করিয়া লইয়াছে। আহা, তৎকালে সেই মধুরভাষিণী ভয়বশতঃ বিকৃত স্বরে বারং-বার ক্রন্দন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। প্রিয়ার সেই বর্ত্তুলায়ত স্তনযুগল সর্ব্বদাই পরম সুন্দর ও উৎকৃষ্ট রক্তচন্দন ভোগ করিবার উপযুক্ত। নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিবার সময়ে, তাহা শোণিতপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে। আর, আমি এই শরীরে তাহা আশ্লেষ করিতে পাইব না। তাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কেশ-কলাপে অলঙ্কৃত এবং সুন্দর সুমধুর, সুকোমল ও সুস্পষ্ট বাগ্-বিন্যাসে সুশোভিত। তিনি রাক্ষসের বশীভূত হইলে, রাহু-মুখ-নিপতিত চন্দ্রের ন্যায়, নিশ্চয়ই সেই মুখের সমুদায় শোভা তিরোহিত হইয়াছে। প্রিয়ার সেই সুন্দর গ্রীবা সর্ব্বদাই হার-গুচ্ছে অলঙ্কৃত। রক্তাশী রাক্ষসেরা শূন্যে পাইয়া, নিশ্চয়ই তাহা ভেদ করিয়া, রক্ত পান করিয়াছে। আমি না থাকাতে, নির্জ্জন বনে রাক্ষসেরা চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই রুচিরায়তলোচনা নিশ্চয়ই ব্যাকুল হইয়া, কুররীর ন্যায়, চীৎকার করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ! সেই চারুশীলা ও চারুস্মিতা পূর্ব্বে আমার সহিত এই শিলাতলে তোমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, হাসিতে হাসিতে তোমায় কত কথাই বলিতেন। এই সরিদ্বরা গোদাবরী; প্রিয়া ইহার প্রতি সর্ব্বদাই আসক্ত। আমার মনে হইতেছে, হয় ত তিনি ঐ নদীতে গমন করিয়াছেন। অথবা, তিনি কখন একাকিনী তথায় গমন করেন না। তবে কি সেই পদ্মপলাশ-লোচনা পদ্মমুখী জানকী পদ্ম সকল চয়ন করিতে গমন করিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তিনি কখন আমা বিনা পদ্ম আনিতে যান না। অথবা, তিনি এই কুসুমিত-পাদপরাজিবিরাজিত নানা-জাতীয়-বিহঙ্গমপূর্ণ অরণ্য মধ্যে যদৃচ্ছাবশতঃ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন; ইহাও কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, তিনি ভীরুস্বভাবা, একাকিনী অরণ্যে প্রবেশ করিতে সাতিশয় শঙ্কিতা হয়েন।

অয়ি ভগবন্ আদিত্য! আপনি সকলের কৃতাকৃত অবগত এবং সত্য মিথ্যা সমুদায় কার্য্যেরই সাক্ষী। অতএব, আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, কিম্বা, কেহ তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, সমুদায় আমাকে বলুন; শোকে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে বায়ু! সমুদায় লোকে এমন কিছুই নাই, যাহা নিত্যই আপনার জ্ঞানপথে উদিত না হয়। অতএব আমার সেই কুল-পালিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কি অপহৃত হইয়াছেন, অথবা পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বলুন।

রাম এইরূপে শোকভারাচ্ছন্ন কলেবরে অচেতন অবস্থায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, ন্যায়পথানুবর্ত্তী অদীনসত্ত্ব সৌমিত্রি তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! শোক ত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। এবং উৎসাহসহকারে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। উৎসাহশালী পুরুষগণ সংসারে অতি দুষ্কর কার্য্য সকলেও অবসন্ন হয়েন না।

প্রবল-পুরুষকার-বিশিষ্ট সুমিত্রানন্দন নিরতিশয় ব্যাকুল

হইয়া, এইপ্রকার কহিলে, রঘুবংশসত্তম রাম তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গণনা করিলেন না। একবারেই ধৈর্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় নিরতিশয় দুঃখে মগ্ন হইলেন।

—০:০—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, ব্যাকুল বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! সীতা হয়ত পদ্ম আনিতে গোদাবরীতে গমন করিয়াছেন। অতএব শীঘ্র তথায় গিয়া জানিয়া আইস। লক্ষ্মণ রামের এই বাক্যে পুনরায় দ্রুতপদসঞ্চারে গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। এবং সেই সুপ্রশস্ত-তীর্থশালিনী গোদাবরীর চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়া, রামকে আসিয়া কহিলেন, আমি সকল ঘাটই অন্বেষণ করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এবং উচ্চ স্বরে চীৎকার করিলেও, কাহারও তাহা শ্রুতিগোচর হইল না। আর্য্য! তনুমধ্যমা ক্লেশহারিণী বৈদেহী কোন্ স্থানে গিয়াছেন, তাহা জানি না।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, রাম আরও ব্যাকুল ও সন্তাপমোহিত হইয়া, স্বয়ং গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া, সীতা কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু রাবণের সংহার করা কর্ত্তব্য হইয়াছিল। এইজন্য গোদাবরী নদী অথবা তত্রত্য ভূতগণ কেহই তাঁহাকে বলিল না যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। অনন্তর ভূতগণ রামকে সীতার কথা বলিতে বলিলে, এবং রামও স্বয়ং শোকভরে জিজ্ঞাসা করিলে, গোদাবরী দুরাত্মা রাবণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর কার্য্য স্মরণ করিয়া, ভয়বশতঃ সীতার কথা কহিলেন না। এইরূপে গোদাবরী সীতাদর্শনে নিরাশ করিলে, রাম সীতাবিরহে কর্শিত হইয়া, লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, সৌম্য! এই গোদাবরী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছে না। কিন্তু আমি সীতা বিনা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া,

রাজা জনক ও তদীয় সহধর্ম্মিণীকে কি বলিব? আমি রাজ্য-ভ্রষ্ট ও বনবাসী হইয়া, বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবনধারণে প্রবৃত্ত হইলে, যিনি আমার শোক সংহরণ করিয়াছিলেন, সেই বৈদেহী কোথায় গেলেন! আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইয়াছি, এক্ষণে আবার জানকীও অদৃশ্য হইলেন। অতএব বোধ হইতেছে, অতঃপর জাগরণ করিয়া, রাত্রি সকল আমার পক্ষে দীর্ঘ হইবে, সহজে প্রভাত হইবে না। যদি সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তদনুরোধে আমি এই প্রস্রবণ গিরি, জনস্থান ও মন্দাকিনী, সর্ব্বত্রই বিচরণ করিব। হে বীর! ঐ দেখ, মহা-মৃগ সকল আমাকে বারংবার দর্শন করিতেছে। ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, যেন কিছু বলিতে উৎসুক হইয়াছে। অনন্তর, নর-ব্যাঘ্র রাম তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, সবিশেষ পর্য্যালোচনা করত বাষ্পগদ্গদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সীতা কোথায়? মৃগগণ রামের এই কথায় তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া, আকাশপানে চাহিয়া রহিল। সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া ঐ দিকেই গমন করিয়াছেন। মৃগগণ এই দক্ষিণ দিক্ মার্গে গমন করিতে করিতে রামকে দেখিতে লাগিল। ঐ সময়ে লক্ষ্মণ লক্ষ্য করিলেন যে, মৃগগণ একবার আকাশমার্গ, আরবার ভূপৃষ্ঠ নিরীক্ষণ এবং পুনরায় শব্দ করিতে করিতে গমন করিতেছে। ইহাতে তিনি ইঙ্গিতে তাহাদের সমুদায় কথাই বুঝিয়া লইলেন। অনন্তর ধীমান্ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, আপনি, সীতা কোথায়, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, এই সকল মৃগ সহসা উত্থিত হইয়া, ভূমি ও দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। অতএব দেব! আমরা এই দক্ষিণ দিকে গমন করি, চলুন। ইহাই প্রশস্ত কল্প। ইহাতে হয় ত তাঁহাকে, না হয়, তাঁহার কোনরূপ সন্ধান, পাইতে পারিব। শ্রীমান্ রাম এই কথায় সম্মত হইয়া, ভূমি দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন।

এই রূপে দুই ভ্রাতা পরস্পর কথোপকথন করত যাইবার সময় অবলোকন করিলেন, কোন স্থানে পথিমধ্যে পুষ্পরাশি পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রাম দুঃখিত হইয়া, দুঃখিত বাক্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সেই সকল কাননকুসুম, আমি চিনিতে পারিয়াছি। ঐ সকল আমি বৈদেহীকে দিয়াছিলাম। তিনি কেশপাশে বন্ধন করিয়াছিলেন। বোধ হইতেছে, সূর্য্য, বায়ু ও যশস্বিনী পৃথিবী, ইহাঁরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কামনায় ঐ সকল পুষ্প রক্ষা করিতেছেন। সেইজন্য, ইহারা ম্লান ও স্থানান্তরিত হয় নাই।

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষসিংহ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রস্রবণাকীর্ণ সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, গিরিনাথ! তুমি কি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রামাকে আমাবিরহে রমণীয় বনবিভাগে অবলোকন করিয়াছ? অনন্তর তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে, সেইরূপ, পর্ব্বতকে কহিলেন, তোমার সানু সকল ধ্বংস না করিতে করিতে, সেই হেমবর্ণা ও হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দাও। তিনি মৈথিলীর উদ্দেশে এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে, গিরিরাজ যেন সীতাকে দেখাইয়াও দেখাইলেন না। তখন রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার বাণানলে নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া, ভস্মীভূত হইবে। তোমার তৃণ ও দ্রুমপল্লব সকলও এককালেই বিনষ্ট হইবে। তখন আর কেহই তোমার আশ্রয় লইবে না। লক্ষ্মণ! চন্দ্রনিভাননা সীতার কথা না বলিলে, এই নদীকেও আজি আমি শোষণ করিব। রাম এই রূপে নিরতিশয় রোষাবিষ্ট ও দৃষ্টিপাতে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে রাক্ষসের অত্যায়ত পদ-বিক্ষেপ-চিহ্ন অবলোকন করিলেন, এবং রাক্ষস অনুসরণ করাতে, জানকী ভীত হইয়া, রামদর্শনবাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমানা হইয়াছিলেন, তাঁহারও পদপংক্তি দেখিতে পাইলেন।

এই রূপে জানকী ও রাক্ষসের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ এবং ভগ্ন

ধনু, ছিন্ন তূণীর ও বহুধাবিকীর্ণ রথ, ইত্যাদি দর্শন করিয়া রাম সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, জানকীর ভূষণস্থ কনকবিন্দু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সৌমিত্রে! বিবিধ মাল্যও পতিত রহিয়াছে। এদিকে আবার অবলোকন কর, স্বর্ণবিন্দুসদৃশ বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে ভূপৃষ্ঠ আবৃত হইয়াছে। বোধ হয়, কামরূপী নিশাচরগণ জানকীকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন কিংবা ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। সৌমিত্রে! সীতার জন্য এই স্থানে দুই জন নিশাচর বিবাদ করিতে করিতে তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সৌম্য! কাহার এই মুক্তামণি-খচিত, রমণীয়, বিভূষিত ধনু ভূপৃষ্ঠে ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে? বৎস! এই ধনু, হয়, দেবগণের, না হয়, রাক্ষসগণের। ঐ দেখ, কাহার এই তরুণাদিত্যসন্নিভ বৈদূর্য্যমণিলাঞ্ছিত কাঞ্চন-কবচ বিশীর্ণাবস্থায় ভূপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছে। সৌম্য! এই শত-শলাকা-সুশোভিত দিব্যমাল্য-বিভূষিত ছত্রই বা কাহার, ভূমিতে নিপাতিত রহিয়াছে? ইহার দণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই কাঞ্চনময় উরশ্ছদ-সম্পন্ন, পিশাচ-সদৃশ-বদনবিশিষ্ট, মহাকায়, ভীমরূপ গর্দ্দভগণই বা কাহার, সংগ্রামে নিহত হইয়াছে? এই প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম দ্যুতি-মান্, সমর-ধ্বজ সাংগ্রামিক রথই বা কাহার, ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত পতিত রহিয়াছে? এই স্বর্ণ-সমলঙ্কৃত, ঘোরদর্শন, চতুঃশতাঙ্গুলি-দীর্ঘ, ফলকবিহীন বাণ সকলই বা কাহার, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও নিহিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, ঐ শরপূর্ণ তূণীর-দ্বয় একবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাহারই বা ঐ সারথি প্রতোদ ও অভীষু হস্তে নিহত হইয়াছে? কোন্ রাক্ষসেরই বা এই পদসঞ্চারমার্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে? সৌম্য! এই কারণে অতীব কঠিনহৃদয় কামরূপ নিশাচরগণের সহিত আমার পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৈর সংঘটিত হইল; ইহাতে তাহাদের জীব-নান্ত উপস্থিত হইবে, দেখিও।

যাহা হউক, রাক্ষসেরা সীতাকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে; না হয়, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহারণ্যে হরণ করিবার সময় ধর্ম্ম সীতাকে পরিত্রাণ করিলেন না! লক্ষ্মণ! এই রূপে জানকীকে হরণ কিংবা ভক্ষণ করিলে, ধর্ম্মও যদি তাঁহাকে পরিত্রাণ না করিলেন, তাহা হইলে, সংসারে ঐশীশক্তিবিশিষ্ট আর কোন্ ব্যক্তিগণ আমার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ হইবেন? যিনি লোক সকলের কর্ত্তা ও সমধিক শৌর্য্যবিশিষ্ট, এবং যিনি করুণাপূর্ব্বক সকলেরই শুভাশুভ অবগত হইয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরও যদি এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, ভূতমাত্রেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে। আমার স্বভাব সাতিশয় কোমল ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রবৃত্তি-পরিশূন্য এবং সর্ব্বদাই আমি লোক সকলের হিতানুষ্ঠান ও করুণা পূর্ব্বক তাহাদের শুভাশুভ পরিজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু আমি সীতার পরিত্রাণ করিলাম না। অতএব, ইন্দ্রাদি ত্রিদশেশ্বরগণ নিশ্চয়ই আমায় নির্বীর্য্য জ্ঞান করিবেন। লক্ষ্মণ! ভাবিয়া দেখ, আমায় প্রাপ্ত হইয়া, মার্দ্দবাদিগুণ সকলও দোষরূপে পরিণত হইল। অতএব, প্রলয়কালে চন্দ্রের জ্যোৎস্না সংহার করিয়া, সর্ব্বভূতসংতাপন সূর্য্য যেমন সমুদিত হয়েন, অদ্য সমুদায় গুণ সংহরণ পূর্ব্বক মদীয় তেজও তেমনি প্রকাশিত হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মনুষ্য কেহই সুখলাভে সমর্থ হইবে না। অদ্য আমার অস্ত্রজালে সমুদায় আকাশ ব্যাপ্ত হইবে, দেখ। অদ্য আমি ত্রিভুবনবাসী ব্যক্তিমাত্রেরই ক্রিয়ালোপ করিব। অদ্য আমি ত্রিলোকী কালকবলে নিক্ষেপ করিব। তাহাতে, গ্রহগণের গতি রুদ্ধ, নিশাকর অন্তর্হিত, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দ্যুতিসমূহের বিনাশবশতঃ গাঢ় অন্ধকারে সমুদায় আবৃত, শৈলশিখর সমস্ত বিনির্ম্মথিত, সাগর সকল শুষ্ক, দ্রুম লতা ও গুল্ম সমুদায় বিনষ্ট, এবং কানন সকল এক কালেই বিনিপাতিত হইবে। হে সৌমিত্রে! ইন্দ্রাদি

ঈশ্বরগণ যদি কুশলে থাকিতে থাকিতে, সীতাকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে মদীয় বিক্রম অবলোকন করিবেন। আর কেহই আকাশে উৎপতিত হইতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! দেখ, অদ্য আমার চাপমুখ-বিনির্ম্মুক্ত শরজালে নিরন্তর মর্দ্দিত হইয়া, সমস্ত জগৎ নিরতিশয় ব্যাকুল ও মর্য্যাদাশূন্য এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল সর্ব্বতোভাবে ভ্রান্ত ও বিনষ্ট হইবে। অদ্য আমি সীতার নিমিত্ত আকর্ণপূর্ণ বাণপরম্পরায় বিশ্বসংসার রাক্ষস ও পিশাচশূন্য করিব। জীবলোকে আমার ঐ শর নিবারণ করিতে পারিবে না। অদ্য দেবগণ অবলোকন করিবেন, রাশি রাশি শর মৎকর্ত্তৃক রোষ ও অমর্ষভরে প্রযুক্ত ও বিমুক্ত হইয়া, দূরে গমন করিতেছে। আমার ক্রোধে ত্রিলোক বিনষ্ট হইলে, দেব, দানব, পিশাচ ও রাক্ষস, কেহই রক্ষা পাইবে না। ফলতঃ, সুর, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষস-লোক সমুদায় আমার শরপরম্পরায় খণ্ড খণ্ড হইয়া, নিপতিত হইবে। অদ্য আমি সায়কসমূহ প্রয়োগ করিয়া, এই সমস্ত লোক মর্য্যাদাশূন্য করিব। প্রিয়া বৈদেহী মরিয়াই যান, বা অপহৃতাই হউন, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ তাঁহাকে তদবস্থায় প্রদান না করিলে, আমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ বিনাশ করিব। এবং তাঁহাকে যাবৎ দেখিতে না পাইব, তাবৎ সায়কসমূহে চরাচর সন্তাপিত করিব। এই বলিয়া ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি বল্কল, অজিন ও জটাজূট বন্ধন করিলেন। তৎকালে ধীমান্ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলে, পূর্ব্বে ত্রিপুরবধোদ্যত মহাদেবের ন্যায়, তদীয় তনু প্রতিভাত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে কার্ম্মুক গ্রহণ ও দৃঢ় করে ধারণ করিয়া, আশীবিষসদৃশ ঘোর প্রদীপ্ত সায়ক তাহাতে সন্ধান করিলেন এবং প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায়, ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি এই সকল যেমন প্রাণিমাত্রেই কোন

কালে প্রতিহত হইবার নহে, সেইরূপ, আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, নিঃসন্দেহই কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে তাঁহার প্রকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত না হইলে, অদ্য আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও পর্ব্বত সহিত সমুদায় জগৎ পরিমর্দ্দিত করিব।

—•:•—

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

সীতাহরণকর্শিত রাম সন্তপ্ত হইয়া, সংবর্ত্তক অনলের ন্যায় লোকবিনাশে উদ্যত হইলে এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষী মহাদেবের ন্যায়, বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, জ্যাযুক্ত শরাসনে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধ দর্শন করিয়া, শুষ্ক মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আপনি পূর্ব্বে মৃদু, দান্ত ও সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। এক্ষণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া, স্বীয় স্বভাব ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। চন্দ্রে শ্রী, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি, পৃথিবীতে ক্ষমা এবং আপনাতে উৎকৃষ্ট যশ, নিত্য সিদ্ধ। এক জনের অপরাধে সমুদায় লোক সংহার করা আপনার উচিত হয় না। নিশ্চয়ই আমার প্রতীতি হইতেছে, এই যে সাংগ্রামিক রথ ভগ্ন হইয়াছে, ইহা এক ব্যক্তিরই অধিকৃত, বহুজনের নহে। কিন্তু এই যুগযুক্ত ও পরিচ্ছদ সহিত রথ কাহার, কিজন্যই বা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। ঐ দেখুন, এই স্থান খুরনেমি-ক্ষত ও রুধিরবিন্দুতে অভিষিক্ত এবং তজ্জন্য অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছে। নিশ্চয়ই এখানে সংগ্রাম ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে ইহাও বোধ হইতেছে, এক জন রথির সহিত অন্য কাহারও যুদ্ধ হইয়াছে, দুই জন রথিতে যুদ্ধ করে নাই। সুবিপুল সৈন্যের পদচিহ্নও এখানে লক্ষিত হইতেছে না। অতএব একজনের অপরাধে সমুদায় লোক সংহার করা আপনার

উচিত হয় না। নরপতিগণ সচরাচর অতিশয় শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়া থাকেন এবং অপরাধানুসারেই দণ্ডবিধান করেন। আপনি সর্ব্বদা সকল ভূতের শরণ্য ও পরম আশ্রয়। হে রঘুনন্দন! সংসারে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার স্ত্রীবিনাশ সর্ব্বথা কল্পনা করিতে পারে? আর, সাধুগণ যেরূপ দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় অনুষ্ঠানে সমর্থ নহেন, সেইরূপ, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সরিৎ, সাগর ও শৈল, কেহই আপনার অনিষ্ট করিতে পারে না। রাজন্! যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে, আমার ও পরমর্ষিগণের সহায়ে, ধনুষ্পাণি হইয়া, সেই ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব আমরা সমুদায় সমুদ্র, বন ও পর্ব্বত, সমুদায় ঘোর গুহা ও পুষ্করিণী এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণেরও লোকসমুদায় সাবধানে অন্বেষণ করিব। যতক্ষণ না আপনার ভার্য্যাপহারির দর্শন পাইব, তাবৎ এইরূপে শান্তভাবে অন্বেষণ করিলেও, ইন্দ্রাদি অমরেশ্বরগণ যদি আপনার পত্নীকে না দেন, তাহা হইলে, হে কোশলেন্দ্র! আপনি পশ্চাৎ দণ্ড অবলম্বন করিবেন। হে নরেন্দ্র! শীল, সাম, বিনয় ও নয় অবলম্বন করিয়াও যদি সীতাকে না পান, তাহা হইলে, মহেন্দ্রের বজ্র সদৃশ, সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে সমুদায় সংসার সমুৎসাদিত করিবেন।

—:o:—

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

রাম ঐরূপে শোকে সন্তপ্ত, নিরতিশয় মোহে আচ্ছন্ন, অভিভূত ও হতচেতন হইয়া, অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তদীয় চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া, প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজা দশরথ অনেক তপস্যা ও বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক, দেবগণের অমৃতের ন্যায়, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরতের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে, রাজা দশরথ আপনারই গুণে বদ্ধ হইয়া,

আপনারই বিয়োগে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যদি এই উপস্থিত দুঃখ সহ্য না করিবেন, তাহা হইলে. আর কোন্ স্বল্পসত্ত্ব ক্ষুদ্রপ্রকৃতি পুরুষ ইহা সহ্য করিবে? অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ! আশ্বস্ত হউন। দেখুন, সংসারে কোন্ ব্যক্তিকে আপদপরম্পরা, অগ্নির ন্যায়, স্পর্শ করিয়া, ক্ষণমধ্যেই বিলীন না হয়? লোকের স্বভাবই এই। দেখুন, নহুষনন্দন যযাতি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও, দুর্নীতিদোষে দুঃখগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যিনি আমাদের পিতৃদেবের পুরোহিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ শতপুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু এক দিনেই সকলে নিহত হয়েন। হে কোশলরাজ! যিনি সকলের মাতা ও সকল লোকেই যাঁহাকে নমস্কার করে, সেই এই বসুমতীরও কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। যে সূর্য্য ও চন্দ্র জগতের নেত্র ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ এবং যাহাতে সমুদায় সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাবল চন্দ্র সূর্য্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই রূপে অতি মহৎ ভূত ও দেবগণও যখন দৈবের বশীভূত, তখন সামান্য শরীরী প্রাণীগণের কথা আর কি বলিব? অধিক কি, ইন্দ্রাদি দেবগণেও নয়ানয়ের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব হে নরসিংহ! আপনার আর ব্যথিত হওয়া উচিত হয় না। হে রঘুনন্দন! জানকী মৃতা বা নিরুদ্দিষ্টা, যাহাই হউন, তজ্জন্য প্রাকৃত পুরুষের ন্যায়, শোক করাও আপনার বিধেয় নহে। হে বীর! আপনার ন্যায় সর্ব্বদর্শী ও হিতদর্শী পুরুষগণ সচরাচর সুমহৎ কৃচ্ছ্রেও শোক করেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক তত্ত্বানুসারে যুক্তিযুক্ত চিন্তা করুন। আপনার ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণ বুদ্ধিযুক্ত হইয়াই, শুভাশুভ বিশেষ রূপে বিদিত হয়েন। যাহাদের গুণ দোষ আপাততঃ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, তাদৃশ অধ্রুব কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কখন ইষ্টফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। হে বীর! আপনিই পুর্ব্বে আমাকে অনেকবার এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছেন। স্বয়ং

বৃহস্পতিও আপনাকে অনুশাসন করিতে সমর্থ নহেন; অন্যের কথা কি বলিব? হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার জ্ঞানের পরিচ্ছেদ করিতে পারেন না। অধুনা আপনার সেই জ্ঞান শোকে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে, আমিও তাহার উদ্বোধন করিতেছি। হে ইক্ষ্বাকুসিংহ! এক্ষণে নিজের মানুষ ও অমানুষ পরাক্রম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক শত্রুসংহারে সমুদ্যত হউন। হে পুরুষপ্রবর! সমুদায় সংহার করিয়া আপনার ইষ্টাপত্তি কি? যে ব্যক্তি শত্রু, তাহাকেই বিশেষ নির্ণয় করিয়া, বিনাশ করা আপনার সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ এইরূপে নিরতিশয় সারগর্ভ সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিলে, সারগ্রাহী মহাবাহু রাম তাহা পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সংবর্দ্ধিত রোষ নিগৃহীত এবং বিচিত্র ধনু অবষ্টব্ধ করিয়া, লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! আমরা এখন কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব; এই সকল চিন্তা কর। লক্ষ্মণ নিরতিশয় পরিতপ্ত রামকে কহিলেন, এই জনস্থানই অন্বেষণ করা আপনার উচিত হইতেছে। বহুসংখ্য রাক্ষস ও বিবিধ লতাবৃক্ষে আচ্ছন্ন এই জনস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, কন্দর, খণ্ডপাষাণ, নানাজাতীয় মৃগপূর্ণ ভয়ঙ্কর গুহা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস ও ভবন সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। আমার সহিত সাবধানে ঐ সকল অন্বেষণ করাই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। আপনার ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট মহানুভাব নরশ্রেষ্ঠগণ আপৎকালে, বায়ুবেগে অচলরাজির ন্যায়, কখন বিচলিত হয়েন না।

রাম এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুতে ক্ষুরধার ভয়ঙ্কর শর সন্ধানপুরঃসর লক্ষ্মণের সহিত উল্লিখিত বনভূমির সমুদায় স্থলে

বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নতাকৃতি, মহাভাগ, বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে রুধিরাক্ত কলেবরে ভূপতিত নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, এই গৃধ্ররূপী কাননচর নিশাচরই জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রাক্ষস সেই বিশালাক্ষীকে ভক্ষণ করিয়া সুখে শয়ন করিয়া আছে। অতএব আমি অজিহ্মগামী, দীপ্তাগ্র, ভয়ঙ্কর শরসমূহে ইহাকে বধ করিব। রাম এই বলিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া, সমুদ্রান্তা পৃথিবীকে যেন কম্পিত করিয়া, শরাসনে ক্ষুরাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঐ গৃধ্রকে দেখিবার জন্য তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তদ্দর্শনে জটায়ু সফেন রুধির বমন করত নিরতিশয় ব্যাকুল বচনে দশরথাত্মজ রামকে কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি সঞ্জীবনী ওষধির ন্যায়, যাঁহাকে এই মহাবনে অন্বেষণ করিতেছ, সেই দেবী জানকী ও আমার প্রাণ, উভয়ই রাবণ হরণ করিয়াছে। অয়ি রঘুনন্দন! মহাবল দশানন, আপনার ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে দেবী জানকীকে হরণ করিয়াছে, আমি দেখিয়াছি। তৎকালে আমি সীতার পরিত্রাণার্থ সম্মুখে সমাগত হইয়া, যুদ্ধে রথ ও ছত্র বিনষ্ট করিলে, রাবণ ধরাতলে পতিত হইল। এই তাহার ধনু ভগ্ন রহিয়াছে, এই তাহার শর সকল পড়িয়া আছে, এই তাহার সাংগ্রামিক রথ যুদ্ধে ভগ্ন হইয়াছে এবং এই তাহার সারথি মদীয় পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। অনন্তর আমি পরিশ্রান্ত হইলে, রাবণ খড়্গাঘাতে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশে উৎপতিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাক্ষস আমায় নিহত করিয়াছে। অতএব আর আমায় বধ করা আপনার উচিত হয় না।

রাম তদীয় মুখে সীতাসম্বন্ধিনী প্রিয় বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মহাধনু ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শোকে অবশ ও ধরাতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত রোদন

করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় ধীর হইলেও, দ্বিগুণীকৃত সন্তাপে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। জটায়ু তৎকালে ঊর্দ্ধশ্বাসকৃচ্ছ্রে পতিত হইয়া, অসহায় অবস্থায় বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন, দেখিয়া, রাম দুঃখিত হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, রাজ্যনাশ, বনবাস, সীতার নিরুদ্দেশ এবং জটায়ুর মৃত্যু হইল; এইরূপে আমার দুষ্কর্ম্মজনিত অলক্ষ্মী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে, মদীয় সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব! আমি এই দুঃখসন্তাপ শান্তির জন্য পরম পরিপূর্ণ মহাসাগরেও যদি অবগাহন করি, তাহা হইলে, সেই সরিৎপতিও নিশ্চয়ই এই অলক্ষ্মীর প্রভাবে একবারেই শুষ্ক হইয়া যায়। এই স্থাবরজঙ্গমপূর্ণ সংসারে আমা অপেক্ষা সাতিশয় অভাগ্য আর কেহই নাই। দেখ, এই সুবিশাল বিপদ্‌-বাগুরা আমাকে আক্রমণ করিল। এই মহাবল গৃধ্ররাজ আমার পিতৃদেবের বয়স্য। ইনিও আমার ভাগ্যবিপর্য্যয় বশতঃ বিনিহত হইয়া, ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন।

রঘুনন্দন রাম এবংবিধ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত পিতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন। জটায়ুর পক্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন ও কলেবর রুধিরপ্রবাহে অভিষিক্ত। রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, প্রাণসমা মৈথিলী কোথায় গেলে, বলিয়া, ধরাতলে পতিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রৌদ্রপ্রকৃতি রাক্ষস কর্ত্তৃক ভূপাতিত জটায়ুকে দর্শন করিয়া, রাম মৈত্রীসম্পন্ন সৌমিত্রিকে কহিলেন, নিশ্চয়ই এই পক্ষী আমার অর্থে যত্ন করিয়া, আমারই জন্য যুদ্ধে রাক্ষস হস্তে নিহত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতেছেন। লক্ষ্মণ! ইঁহার স্বর হীন ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এবং প্রাণও অতিমাত্র খিন্ন হইয়া, কথঞ্চিৎ ইঁহার দেহে অবস্থিতি করিতেছে।

অয়ি জটায়ো ! যদি পুনর্ব্বার বাক্যনিঃসরণে ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, সীতা কোথায় এবং আপনিও কি রূপে নিহত হইলেন, বলুন। আপনার মঙ্গল হউক। রাবণই বা কিনিমিত্ত আর্য্যা সীতাকে হরণ করিল ? আমিই বা তাহার কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে, সে প্রিয়াকে হরণ করিল ? হে বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ ! হরণসময়ে সীতার সেই চন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখমণ্ডল কিরূপ হইয়াছিল ? তিনি তৎকালে কি বলিয়াছিলেন ? সেই রাক্ষস রাবণের বীর্য্য, রূপ ও কর্ম্মই বা কিরূপ ? তাত ! তাহার নিবাসই বা কোথায় ? জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। এই বলিয়া রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপের আর শেষ হইল না।

তদ্দর্শনে ধর্ম্মাত্মা জটায়ু স্খলিত বচনে রামকে এই কথা বলিলেন, রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ বায়ু ও দুর্দ্দিন সঙ্কুল বিপুল মায়া আশ্রয় করিয়া, সীতাকে হরণ করিয়াছে। তাত ! আমি সবিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, নিশাচর আমার দুই পক্ষ ছেদন ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিল। অয়ি রঘুনন্দন ! আমার প্রাণরোধ ও দৃষ্টিভ্রম হইতেছে। এবং আমি উশীরময়-কেশপাশ-বিশিষ্ট সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছি। রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে ধনস্বামী আপনার বহুদিনের নষ্ট (হারান) ধনও তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ (অর্থাৎ ঐ মুহূর্ত্তে কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে, তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়, রাবণ ইহা অবগত নহে। অতএব বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় আশু তাহার বিনাশ হইবে। তুমিও আর জানকীর প্রাপ্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। রাবণকে যুদ্ধে সংহার করিয়া, শীঘ্রই সীতার সহিত বিহার করিতে সমর্থ হইবে।

মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, কিছুমাত্র বিহ্বল না হইয়া, জটায়ু উল্লিখিতরূপ বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার বদন হইতে

সামিষ রুধির বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন তিনি, রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা, এইমাত্র বলিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, বলুন, বলুন, এইপ্রকার কহিতে লাগিলেন। তাঁহার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ জটায়ুর প্রাণ কলেবর পরিহার করিয়া, আকাশে প্রস্থান করিল। তখন গৃধ্ররাজ চরণযুগল প্রসারিত ও স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করিয়া, ভূমিন্যস্ত মস্তকে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। রাম অচলসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি তাম্রাক্ষ গৃধ্রকে গতাসু দর্শন করিয়া, নিরতিশয় দুঃখে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, সৌমিত্রিকে কহিলেন, জটায়ু এই রাক্ষস-নিবাস দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাস করিয়া, সম্প্রতি কলেবর পরিহার করিলেন। এই রূপে যিনি অনেক বর্ষ জীবিত ও চিরকাল সমুত্থিত ছিলেন, তিনি আজি নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। বুঝিলাম, কালকে অতিক্রম করা সহজ নহে। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, এই গৃধ্র আমাদের উপকারী, সীতার পরিত্রাণার্থ সমুদ্যত হইয়া, মহাবল রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছেন, এবং আমারই জন্য পিতৃপৈতামহিক সুবিপুল গৃধ্ররাজ্য ত্যাগ করিয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বুঝিলাম, সকল জাতিতেই শূর, শরণ্য ও ধর্ম্মাচারসম্পন্ন সাধুগণ লক্ষিত হইয়া থাকেন; তির্য্যগ্‌জাতিতেও এ বিষয়ের পরিহার নাই। সৌম্য! আমারই জন্য এই গৃধ্র প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং ইহাঁর মৃত্যুতে সীতার হরণ অপেক্ষাও আমার অধিক দুঃখ হইয়াছে। পরম যশস্বী শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজ্য ও মাননীয়, এই গৃধ্রও সেইরূপ। অতএব, লক্ষ্মণ! তুমি কাষ্ঠ সকল আহরণ কর, আমি অগ্নি উদ্ভাবন করিব, এবং আমার জন্য নিধনগত এই গৃধ্ররাজের সংকার করিব। সৌমিত্রে! এই জটায়ু পক্ষিগণের নাথ এবং রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি ইহাঁকে চিতায় আরূঢ় করিয়া, দাহ করিব। যজ্ঞশীল ও আহিতাগ্নিগণের যে গতি এবং সমরে অপরাঙ্মুখ ও ভূমি-

দাতা ব্যক্তিবর্গের যে গতি, মহাবল গৃধ্ররাজ! তুমি মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সমনুজ্ঞাত হইয়া, সেই সকল উৎকৃষ্ট গতি লাভ কর। ধর্ম্মাত্মা রাম এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, দুঃখিত হইয়া, স্বীয় বন্ধুর ন্যায়, পতগেশ্বর জটায়ুকে প্রজ্বলিত চিতায় আরোপিত করিয়া, দাহ করিলেন। অনন্তর সেই বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন ও স্থূলকায় মৃগ সকল হত্যাপূর্ব্বক তাহাদের মাংস গ্রহণানন্তর প্রত্যাগত হইয়া, জটায়ুর উদ্দেশে পিণ্ডদানার্থ তৃণ বিস্তৃত করিলেন। এবং তৎসমস্ত মাংস খণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও পিণ্ড করিয়া, রমণীয় হরিতশাদ্বলে জটায়ুকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ মৃত ব্যক্তির স্বর্গসাধনসমুদ্দেশে যে সকল মন্ত্র বলিয়া থাকেন, রাম জটায়ুর শীঘ্র স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তৎসমস্ত জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরবরনন্দন রাম ও সৌমিত্রি উভয়ে গোদাবরী নদীতে গমন করিয়া, জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া, শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ঐরূপে জটায়ুকে জলদানপূর্ব্বক উদকক্রিয়া সমাধান করিলেন।

গৃধ্ররাজ জটায়ু সুদুষ্কর যশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যুদ্ধে নিপাতিত ও মহর্ষিসদৃশ রামকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া, পরম পবিত্র শুভগতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে উদকক্রিয়াসমাধানান্তে পক্ষিসত্তম জটায়ুর প্রতি পিতৃবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সীতার অন্বেষণে মনঃসন্নিধান পূর্ব্বক সুরেন্দ্র বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায়, অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

—:০:—

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

জটায়ুর জলক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাম লক্ষ্মণ উভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, অরণ্যমধ্যে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে নৈঋত দিকে গমন করিলেন। এবং শর, চাপ ও অসি হস্তে সেই দিকে গমন করিয়া, এক জরাজীর্ণ পথে উপনীত হইলেন। ঐ পথ গুল্ম, বৃক্ষ ও লতাবিতানে পরিবেষ্টিত ও সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন এবং অতিশয় দুর্গম, গহন ও দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাঁহারা দক্ষিণ দিক ধরিয়া, বেগভরে চলিয়া, মহারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিলেন। তাঁহারা দুই জনেই মহাবল, এবং দুই জনেই পরম তেজস্বী। ক্রমে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ গমন করিয়া, ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্য অতি দুর্গম, দেখিতে রাশীকৃত মেঘের ন্যায় অতীব নিবিড়, নানা বর্ণের সুন্দর পুষ্পের সন্নিধান বশতঃ যেন সর্ব্বতোভাবে হর্ষবিশিষ্ট এবং মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে পরিবৃত। তাঁহারা সীতার হরণজন্য দুঃখিত হইয়া, তদীয়দর্শনকামনায় সেই বন অন্বেষণ করিতে করিতে, শ্রান্তিবশতঃ স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ গমন করিয়া, ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক মাতঙ্গাশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম-কানন সাতিশয় ভীষণ ও ভীষণ-প্রকৃতি নানাজাতীয় মৃগ ও পক্ষিতে পরিপূর্ণ, এবং অনেকপ্রকার বৃক্ষে আচ্ছন্ন ও গহনপাদপে সমাকীর্ণ। অনন্তর তাঁহারা সেই বনমধ্যে পাতালসম গম্ভীর গিরিগুহা অবলোকন করিলেন। ঐ গুহা নিত্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া, তা[illegible] নিকটে প্রকাণ্ডাকৃতি ও বিকৃতাননা এক রাক্ষসী নয়নগোচর করিলেন। ঐ রাক্ষসী দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। উহাকে দর্শন করিলে, স্বল্পপ্রাণ ব্যক্তিগণের ভয় জন্মিয়া থাকে এবং স্বভাবতই জুগুপ্সার উদয় হয়। উহার উদর লম্বিত, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ, ত্বক অতি কর্কশ, স্বভাব

ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড, এবং কেশপাশ আলুলায়িত। তাঁহারা দেখিলেন, রাক্ষসী ভয়ঙ্কর মৃগসকল ভক্ষণ করিতেছে।

অনন্তর নিশাচরী সেই বীরযুগলের সান্নিধ্যে সমাগত হইয়া, আইস, আমরা বিহার করিব, এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাস পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিল। লক্ষ্মণ রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিল, আমার নাম অয়োমুখী। অদ্য তুমি নিধিবৎ আমাকে লাভ করিলে। এবং তুমিই আমার ভর্ত্তা। নাথ! আইস, আমার সহিত চিরজীবন নদীপুলিন ও গিরিদুর্গসমূহে বিহার করিবে। শত্রুনিসূদন সৌমিত্রি এই কথায় কুপিত হইয়া, অসি উত্তোলন করিয়া, রাক্ষসীর নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দিলেন। কর্ণ ও নাসিকা ছিন্ন হইলে, ঘোরদর্শনা নিশাচরী বিকৃত স্বরে শব্দ করিয়া, যেস্থান হইতে আসিয়াছিল, তথায় বেগে ধাবমান হইল। সে প্রস্থান করিলে, পরমতেজস্বী শত্রুঘ্ন রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে গহনবনমধ্যে উপনীত হইলেন।

অনন্তর সত্যবান্, শীলবান্, শৌচবান্ ও পরমতেজীয়ান্ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া, দীপ্ততেজা রামকে কহিলেন, আমার বাম বাহু ঘন ঘন স্পন্দিত ও মন যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে, এবং প্রায়ই দুর্নিমিত্ত সকলও লক্ষিত হইতেছে। অতএব আর্য্য! আপনি সজ্জীভূত হইয়া, যাহা বলিতেছি, করুন। এই মুহূর্ত্তেই যে ভয় উপস্থিত হইবে, নিমিত্ত সকল তাহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিতেছে। রাম! ঐ পরম দারুণ বঞ্জুলপক্ষী আমাদের যুদ্ধবিজয় যেন ঘোষণা করিয়া শব্দ করিতেছে।

এই রূপে তাঁহারা নিরতিশয় তেজঃ সহায়ে সমস্ত বন অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই অরণ্যানী যেন এক বারেই ভগ্ন করিয়া, তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এবং সমীরণ যেন সমস্ত কানন একবারেই ব্যাপ্ত করিলেন। সমুদায় বন যেন পূর্ণ করিয়া, উল্লিখিত বনমধ্যেই, ঐ শব্দ সমুত্থিত হইল। খড়্গাধারী সহানুজ

রাম, ঐ শব্দ কোথা হইতে উত্থিত হইল, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া, অতি প্রকাণ্ডাকৃতি এক রাক্ষসকে সহসা দর্শন করিলেন। তাহার উরোদেশ সাতিশয় বিস্তৃত এবং তাহার নাম কবন্ধ। সে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তাহার মস্তক ও গ্রীবা অদৃশ্য, শরীর সাতিশয় বর্দ্ধিত, মুখ উদরমধ্যে সন্নিহিত, রোম সকল নিশিত ও তীক্ষ্ণ, আকার মহাগিরির ন্যায় উন্নত, স্বর মেঘের গর্জ্জন সদৃশ, দৃশ্য নীলাম্বুদসন্নিভ, স্বভাব ও আকৃতি অতি প্রচণ্ড, এবং তাহার এক নেত্র ললাটে সন্নিবদ্ধ। ঐ নেত্র অগ্নিশিখার ন্যায়, দীপ্যমান, সুদীর্ঘ পক্ষ্মপংক্তিতে আচ্ছন্ন, পিঙ্গল-বর্ণ, বিপুল ও আয়ত। এবং তাহার অন্য নেত্র উরস্থলে সন্নিহিত। ঐ নেত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। তাহার মুখও সাতিশয় প্রকাণ্ড ও প্রকাণ্ড দশনপংক্তিতে পরিবৃত। সে, সেই মুখ বারংবার লেহন, মহাঘোর ভল্লুক সিংহ মৃগ ও বিহঙ্গমদিগকে ভক্ষণ, যোজনবিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর ভুজযুগল বিক্ষেপ এবং করযুগল সহায়ে নানাজাতীয় মৃগ বিহঙ্গম ভল্লুক ও মৃগযূথদিগকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতে করিতে, নিকটে সমাগত রাম লক্ষ্মণের গমনপথ আবরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল। তাঁহারা ইহা অবগত হইয়া, তাহার ভুজবেষ্টন অতিক্রম পূর্ব্বক দূরে অবস্থান করিয়া, সেই অতীব ঘোরদর্শন, দারুণ, ভয়ঙ্কর, ক্রোশপরিমিত, মহাকায় কবন্ধকে দেখিতে লাগিলেন। সে ভুজদ্বয়সহায়ে জন্তুদিগকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া থাকে এবং তাহার শরীরের গঠন-ভঙ্গি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাকে প্রকৃত কবন্ধ বলিয়া বোধ হয়।

অনন্তর মহাবাহু কবন্ধ সুবিশাল ভুজযুগল নিরতিশয় প্রসারিত ও রাম লক্ষ্মণকে সবলে নিপীড়িত করিয়া, একত্রে গ্রহণ করিল। তাঁহারা দুই জনে খড়্গ ও দৃঢ় শরাসন ধারণ করিয়াছিলেন এবং দুই জনেই পরমতেজস্বী, মহাবল ও মহাবাহু। তথাপি দুই জনেই অবশ হইয়া পড়িলেন। রাক্ষস তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। রাম স্বভাবতঃ ধৈর্য্যশীল ও শৌর্য্যসম্পন্ন,

সুতরাং ব্যথিত হইলেন না। কিন্তু লক্ষ্মণ বালক ও অধীর বলিয়া একবারেই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। এবং বিষণ্ণ হইয়া রামকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন, আমি রাক্ষসের বশ ও অবশ হইয়া পড়িয়াছি। অতএব আপনি একমাত্র আমাকে দিয়াই রাক্ষসের বল অতিক্রম পূর্ব্বক আত্মাকে মোচন এবং এই মহাভূতাকার নিশাচরের হস্তে আমাকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়া, যথাসুখে পলায়ন করুন। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আপনি অচিরেই বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন। এবং পিতৃপৈতামহিক রাজ্যও সত্বর লাভ করিবেন। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব্বদাই আমাকে স্মরণ করিবেন। লক্ষ্মণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন, বীর! বৃথা ভীত হইও না। তোমার ন্যায় ব্যক্তি কখন বিষণ্ণ হয় না।

উভয় ভ্রাতায় এইপ্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ক্রূরস্বভাব মহাবাহু দানবোত্তম কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল, তোমাদের স্কন্ধ বৃষবৎ বিশাল এবং হস্তে সুবৃহৎ খড়্গ ও শরাসন। তোমরা কে, দৈববলে আমার দৃষ্টিপথে পতিত ও এই ভয়ঙ্কর স্থানে উপস্থিত হইয়াছ? তোমাদের এখানে কি কার্য্য আছে এবং কি জন্যই বা তোমরা এখানে আসিয়াছ, বল। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, এখানে অবস্থিতি করিতেছি। তোমরা ধনু শর খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভযুগলের ন্যায়, এখানে আমার নিকট উপস্থিত হইলে। তোমাদের বাঁচিয়া থাকা দুর্লভ হইবে।

দুরাত্মা কবন্ধের এই কথা শুনিয়া, রামের মুখ একবারেই শুকাইয়া গেল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, অয়ি সত্যবিক্রম! প্রিয়া সীতাকে না পাইয়া যে বিষম বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে, নিশ্চয়ই প্রাণসংশয় সম্ভাবনা। তাহার উপর আবার পুনঃ পুনঃ দারুণ কৃচ্ছ্র সংঘটিত হইতেছে। বুঝিলাম, কাল ভূতমাত্রের উপরি অনিবার্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া

থাকে। অয়ি নরব্যাঘ্র! আমরা দুইজনেই উপর্য্যুপরি বিপদ-ঘটনায় মোহিত হইয়াছি, দেখ। অথবা, ভূতমাত্রের বিষয়ে কালের কোন অংশেই অতিভার নাই। কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, বল ও শৌর্য্যবিশিষ্ট কৃতাস্ত্র পুরুষগণও, বালুকানির্ম্মিত সেতুর ন্যায়, সমরাঙ্গণে অবসন্ন হইয়া থাকে। উৎকট-পরাক্রম দৃঢ়-সত্য-বিক্রম প্রতাপশালী পরমযশস্বী দশরথনন্দন ধীমান্ রাম সৌমিত্রিকে লক্ষ্য করিয়া, এইপ্রকার বলিতে বলিতে আত্মবলে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চিত্ত স্থির করিলেন।

— —

সপ্ততিতম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া, তথায় দণ্ডায়-মান হইলেন, দেখিয়া, কবন্ধ তাঁহাদিগকে কহিল, বিধাতা তোমাদিগকে চেতনাহীন করিয়া আমার আহারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। অতএব আমাকে দেখিয়া তোমরা কিজন্য আর অপেক্ষা করিতেছ?

লক্ষ্মণ সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া, বিক্রমপ্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, তৎকালোচিত বাক্যে রামকে বলিলেন, এই রাক্ষসাধম আমাদের দুই জনকেই গ্রহণ করিবে। অতএব আমরা শীঘ্রই অসিযুগল দ্বারা ইহার অতি-ভার বাহুদ্বয় ছেদন করিব। এই মহাকায় ভীষণ রাক্ষস এক-মাত্র বাহুর সাহায্যেই বিক্রম প্রকাশ করিয়া, লোকসকল সর্ব্বতো ভাবে জয় করিয়াছে। এক্ষণে, আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু রাজন্! যজ্ঞমধ্যে উপনীত পশুগণের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া, নিহত হওয়া, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।

তাঁহাদের এইপ্রকার জল্পনা শ্রবণ করিয়া, নিশাচর কবন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষণ বদন ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে

উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে দেশকালবিশারদ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই খড়্গ গ্রহণ করিয়া, পরম প্রহৃষ্ট চিত্তে তাহার বাহুদ্বয় অংস পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে পরম শক্তিসম্পন্ন রাম তাহার দক্ষিণ বাহু এবং বীর্য্যশালী সৌমিত্রি তাহার বাম হস্ত ছেদন করিলেন। বাহু ছিন্ন হইলে, মহাবাহু কবন্ধ মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিয়া, গগনমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত পতিত হইল।

অনন্তর বাহুদ্বয় ছিন্ন হইল দেখিয়া, দানব কবন্ধ রুধিররাশি-পরিপ্লুত হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? সে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহাবল শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, ইনি দশরথের পুত্র, রামনামে লোকমধ্যে বিখ্যাত। আর, আমি ইহাঁর অনুজ, জানিও। আমার নাম লক্ষ্মণ। জননী রাজ্যপ্রাপ্তির ব্যাঘাত করাতে, রাম সর্ব্বত্যাগী হইয়া, বনবাসী হইয়াছেন, এবং আমার ও পত্নীর সহিত মহাবনে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইনি দেবতার সদৃশ শক্তিসম্পন্ন। বিজনবনে বাস করিবার সময় রাক্ষস কর্ত্তৃক ইহাঁর পত্নী অপহৃতা হইয়াছেন। তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে করিতে আমরা এখানে আসিয়াছি। তুমিই বা কে, কবন্ধের ন্যায়, অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছ? তোমার জঙ্ঘা ভগ্ন এবং বদনমণ্ডল অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট ও বক্ষস্থলে সন্নিহিত।

লক্ষ্মণ এইপ্রকার উত্তরবাক্য প্রয়োগ করিলে, ইন্দ্রের বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, কবন্ধ প্রীত বাক্যে কহিল, আপনারা উভয়েই পুরুষমধ্যে অগ্রগণ্য! আপনাদের স্বাগত? অদ্য নিরতিশয় সৌভাগ্যযোগবশেই আপনাদিগকে নয়নগোচর করিলাম। আর, আপনারা যে আমার বাহুবন্ধন ছেদন করিলেন, ইহাও আমার সাতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত যেরূপে এইরূপ বিরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অয়ি মহাবাহু রাম! পূর্ব্বে আমার রূপ সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্রের শরীর সদৃশ মহাবলপরাক্রান্ত, তিন লোকেই বিশেষ বিখ্যাত এবং সকলেরই দুর্ব্বিভাব্য ছিল। আমি অসামান্য শক্তি বিশেষ সহায়ে তাদৃশ দেহ ঈদৃশ সর্ব্বলোকভয়াবহ অতি প্রকাণ্ড রাক্ষসরূপে পরিণত করিয়া, বনবাসী ঋষিদিগকে যখন তখন বিত্রাসিত করিতাম। অনন্তর কোন সময়ে মহর্ষি স্থূলশিরা অরণ্যজাত দ্রব্যজাত আহরণ করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৃশ্যমান রাক্ষসরূপ আবির্ভূত করিয়া, অবমাননা পূর্ব্বক তদীয় রোষ উৎপাদন করিলে, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ঙ্কর শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমাকে এইরূপ অতি গর্হিত ও অতীব নির্দ্দয় রাক্ষস-রূপই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অনন্তর আমি ক্রুদ্ধ ঋষির নিকটে এই শাপমুক্তি প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, রাম যে সময়ে ভুজযুগল ছেদন করিয়া, বিজন অরণ্যে তোমায় দগ্ধ করিবেন, সেই সময়েই তুমি আপনার নিরতিশয় শুভ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! জানিবেন, আমি দনুর শ্রীমান্ পুত্র। সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের শাপ প্রযুক্ত ঈদৃশ কবন্ধরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কঠোর তপস্যা দ্বারা পিতামহকে তুষ্ট করিলে, তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। তাহাতে আমি গর্ব্বিত হইয়া বিবেচনা করিলাম, ইন্দ্র আমার কি করিবেন, আমি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। এইপ্রকার বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে ইন্দ্রকে ধর্ষিত করিলাম। তাহাতে, তদীয় ভুজপ্রযোজিত শতপর্ব্ব বজ্রের আঘাতে আমার সক্থি ও শির শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। অনন্তর আমি মৃত্যু প্রার্থনা করিলেও, তিনি আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন না। এইমাত্র বলিলেন, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য হউক। আমি কহিলাম, আপনার বজ্রপ্রহারে আমার শির, সক্থি ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে।

আমি কিরূপে অনাহারে দীর্ঘকাল জীবন ধারণে সমর্থ হইব? এই কথায় ইন্দ্র আমার বাহুদ্বয় যোজনবিস্তৃত, এবং আমার মুখ সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রাসম্পন্ন ও কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট, করিয়া দিলেন। তদবধি আমি দীর্ঘ বাহুযুগল সহায়ে চতুর্দ্দিক হইতে এই বনচর সিংহ, ব্যাঘ্র, দ্বীপী ও মৃগদিগকে সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। ইন্দ্র আমায় বলিয়াছেন, রাম লক্ষ্মণের সহিত তোমার বাহুযুগল ছেদন করিলে, তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। অয়ি রাজসত্তম! তদবধি এই বনমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাই, তাহাকেই এই শরীরে সর্ব্বথা রুচিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি; এবিষয়ে আমার ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। কেননা, ঋষি ও ইন্দ্রের কথায় বিশ্বাস বশতঃ আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে যে, রাম অবশ্যই আমার হস্তমধ্যে আসিবেন। এবং আমার দেহবিনাশে কৃতযত্ন হইবেন। এইপ্রকার বুদ্ধি-পুরঃসর আমি সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এক্ষণে আপনি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক। অয়ি রঘুনন্দন! মহর্ষি যথার্থই বলিয়াছেন, রাম ব্যতিরেকে আর কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে আপনারা আমার অগ্নিসংস্কার করিলে, যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি আপনাদিগের বুদ্ধিসাহায্য বিধান করিব এবং যাহার সহিত বন্ধুতা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও উপদেশ করিব।

কবন্ধ এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন, রাবণ আমার যশস্বিনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি তৎকালে ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে সচ্ছন্দ চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, রাবণের নামমাত্র আমার জানা আছে। কিন্তু তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব কিছুই অবগত নহি। আমরা সর্ব্বদাই পরের উপকার করিয়া জীবন যাপন করি। এক্ষণে শোকাকুল ও অনাথ হইয়া, এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছি। অতএব এই সময়ের সমুচিত কারুণ্য-

প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে বীর! হস্তিতে ভগ্ন করাতে যে সকল কাষ্ঠ কালসহকারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তৎসমস্ত আহরণ করিয়া, সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তোমাকে আমরা দগ্ধ করিব। যে ব্যক্তি বা যেখানে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সমস্ত আমাদিগকে বল। যদি যথার্থই ইহা অবগত থাক, তাহা হইলে, আমাদের নিরতিশয় কল্যাণ সমাহিত কর।

রাম এইপ্রকার অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে, সুনিপুণ বক্তা কবন্ধ সেই বক্তা রঘুনন্দনকে বলিতে লাগিল, আমার দিব্য জ্ঞান নাই। সুতরাং জানকী কোথায়, জানি না। যে ব্যক্তি বলিতে পারিবে, তাহার কথা বলিব। আপনারা আমায় দগ্ধ করুন। পরে আমি স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া, যে ব্যক্তি রাবণকে জানেন, তাহার কথা বর্ণন করিব। হে প্রভো! যে মহাবীর্য্য রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, দগ্ধ না হইলে, আমি কোন অংশেই তাহাকে জানিতে সমর্থ হইব না। অয়ি রঘুনন্দন! শাপ দোষে আমার মহাবিজ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আমি নিজ কর্ম্মদোষে ঈদৃশ লোকবিগর্হিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম! বাহন সকল শ্রান্ত হইয়া উঠিলে, সূর্য্য যাবৎ অস্ত না যান, তাবৎ আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যথাবিধানে দগ্ধ করুন। হে মহাবীর রঘুনন্দন! আপনি ন্যায়ানুসারে আমাকে গর্ত্তমধ্যে দগ্ধ করিলে, যে ব্যক্তি রাবণকে অবগত আছে, তাহার কথা বলিব। হে রাঘব! আপনি সেই ন্যায়বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবেন এবং তিনিও আপনার সাহায্য করিবেন। হে লঘুবিক্রম! ত্রিভুবনে ঐ ব্যক্তির কিছুই অবিদিত নাই। তিনি পূর্ব্বে কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ এইপ্রকার কহিলে, নরবর বীর রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে গিরিগহ্বরে লইয়া গিয়া, অগ্নি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহোল্কা-সমূহ প্রজ্বলিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলে, উহা সর্ব্বতোভাবে জ্বলিয়া উঠিল। তখন কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডসদৃশ মেদপূর্ণ সুবিশাল শরীর মন্দ মন্দ দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবল কবন্ধ তৎক্ষণাৎ চিতা বিধূনিত করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায়, উত্থিত হইল। এবং দিব্যকান্তিবিশিষ্ট কলেবরে বেগভরে প্রফুল্ল অন্তরে তৎক্ষণাৎ আকাশে আরোহণ করিল। তাহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত। অনন্তর সে অতিশয় উজ্জ্বল হংসযুক্ত যশস্কর বিমানে অবস্থান ও স্বীয় শরীরপ্রভায় দশ দিক্ বিরাজমান করিয়া আকাশে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, হে রঘুনন্দন! যেরূপ উপায়ে সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় এই যে ছয়টী যুক্তি বা উপায় আছে, রাজারা ইহাদের সহায়ে সমুদায় বিষয় হস্তগত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুর্দ্দশা সময়ে সমাশ্রয়নামক যে উপায় অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া উপদিষ্ট হয়, দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইলে, লোকে তাহা আশ্রয় করিয়া থাকে। আপনার এখন তাহাই কর্ত্তব্য হইয়াছে। কেননা, আপনি লক্ষ্মণের সহিত তাদৃশ দুর্দ্দশায় পতিত ও রাজ্যাদি ভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য আপনার স্ত্রীহরণরূপ নিরতিশয় দুঃখও উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে সুহৃৎপ্রবর! আপনাকে সবান্ধবে অন্যের সহিত অবশ্যই সৌহার্দ্দস্থাপন করিতে হইবে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে, আপনার সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। রাম! শ্রবণ করুন, বলিতেছি, সুগ্রীব নামে বানর, স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রপুত্র বালী

কর্ত্তৃক ক্রোধভরে তাড়িত হইয়া, বানরচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে গিরিবর ঋষ্যমূকে বাস করিতেছেন। ঐ ঋষ্যমূক পম্পানদীর পর্য্যন্তপ্রদেশে অবস্থিত। মহাত্মা বালী রাজ্য নিমিত্ত সুগ্রীবকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

সুগ্রীব অতিশয় জিতচিত্ত, বীর, বানরগণের প্রধান, নিরতিশয় বীর্য্য ও তেজসম্পন্ন, এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, অনন্যসাধারণ কান্তি; বিনয়, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, মহত্ত্ব, কার্য্যনৈপুণ্য, প্রগল্‌ভতা, দ্যুতি, সাতিশয় বল ও পরাক্রম ইত্যাদিগুণে অলঙ্কৃত। তিনি নিশ্চয়ই সীতার অন্বেষণে আপনার সহায় ও মিত্র হইবেন। আপনি আর শোকে চিত্ত সন্নিবেশ করিবেন না। কোন ব্যক্তিই ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে না। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! কালেরও অতিক্রম করা অনায়াসসাধ্য নহে। অতএব বীর! শীঘ্রই এস্থান হইতে মহাবল সুগ্রীবের নিকট প্রস্থান করিয়া, সত্বর তাঁহার সহিত বন্ধুতা করুন। হে রঘুনন্দন! অদ্যই আপনি গমন করুন। পরস্পর বিদ্রোহ না ঘটে, এইজন্য প্রজ্বলিত অগ্নির সমক্ষে তাঁহার সহিত প্রণয়বন্ধন করিবেন। বানররাজ সুগ্রীবকে কোনমতেই অবজ্ঞা করিবেন না। কেননা, তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও বীর্য্যবান্; বিশেষতঃ নিজেও সহায়ার্থী হইয়াছেন। আপনারাও তাহাতে অভিলষিত সাধন করিতে পারিবেন। ফলতঃ, কার্য্যার্থী সুগ্রীব কৃতকার্য্য হইলে আপনাদের কার্য্য সাধন করিবেন। তিনি ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বালির সহিত শত্রুতা করিয়া, সর্ব্বদা শঙ্কিতভাবে পম্পাতটে বিচরণ করিয়া থাকেন। আপনি সত্বর অগ্নিসান্নিধ্যে আয়ুধস্থাপন পূর্ব্বক সেই ঋষ্যমূকবাসী বনচারী কপির সহিত সত্যপ্রমাণ সখিতা বন্ধন করুন। কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতিশয় কার্য্যদক্ষ। তিনি সংসারে মনুষ্যমাংসাশী রাক্ষসগণের সমুদায় স্থান সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন। অয়ি পরন্তপ রঘুনন্দন! সহস্রাংশু সূর্য্য যে পর্য্যন্ত তাপ দান করেন,

সে পর্য্যন্ত ইহলোকে তাঁহার অবিদিত কিছু নাই। তিনি সুবিশাল শৈল, গিরিদুর্গ, কন্দর ও নদী সমুদায় বানরগণসহায়ে অন্বেষণ করিয়া, আপনার ভার্য্যার সংবাদ আহরণ করিবেন। এবং আপনার বিয়োগযোগ বশতঃ সতত শোকপরায়ণা সীতার সন্ধানসঙ্ঘটনমানসে মহাকায় বানরদিগকে দিকে দিকে প্রেরণ করিবেন। অধিক কি, তিনি রাবণগৃহেও বরারোহা মৈথিলীর অন্বেষণ করিবেন। অথবা, অনিন্দিতা সীতা মেরুশৃঙ্গশীর্ষে গমন, কিংবা পাতালতলে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিলেও, তিনি তাঁহার সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। অথবা, তিনি রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া, আপনার পত্নীকে আনিয়া দিবেন।

—:*০*:—

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

অর্থবিৎ কবন্ধ এই রূপে রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় অন্বর্থ বাক্যে কহিল, রাম! এই যে পিয়াল, পনস, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, চূত ধব, নাগ, তিলক, নক্তমাল, নীলাশোক, কদম্ব, করবী, অরুষ্কর, রক্তচন্দন, পারিভদ্র ও অন্যান্য মনোরম কুসুমিত পাদপ সকল প্রতীচী দিক্ আশ্রয় করিয়া, যে পথে শোভা পাইতেছে, এই পথেই নির্ব্বিঘ্নে ঋষ্যমূকে গমন করা যায়। আপনারা ঐ সকল বৃক্ষে আরোহণ অথবা উহাদিগকে বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, অমৃতায়মান ফল সকল ভক্ষণ পূর্ব্বক গমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ! এই রূপে কুসুমিতপাদপপূর্ণ এই বন অতিক্রম করিয়া, পরে কাননান্তরে প্রবেশ করিবেন। সেই কানন সাক্ষাৎ উত্তরকুরু ও নন্দনের ন্যায়, এবং তথায় চৈত্ররথ বনের ন্যায়, পাদপ সকল সকল কালেই ফল প্রসব ও মধুক্ষরণ করিয়া থাকে। সকল ঋতুই এককালে বিরাজমান হয় এবং মেঘ ও পর্ব্বতাকৃতি, সুবৃহৎ বিটপশালী, ফলভারনত বৃক্ষ সকল সর্ব্বতোভাবে শোভা

বিস্তার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ ঐ সকল তরুতে আরোহণ অথবা অনায়াসে উহাদিগকে ভূপাতিত করিয়া, অমৃতায়মান ফল সকল আপনাকে প্রদান করিবেন। আপনারা উভয়ে বন হইতে বন, পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট শৈল-সমূহে বিচরণ করিতে করিতে, পরে পম্পানামক পুষ্করিণীতে গমন করিবেন। ঐ পুষ্করিণী শর্করা, শৈবাল ও পিচ্ছিলভূমি-বিরহিত, সমতল ঘাটসমূহে অলঙ্কৃত, এবং কমল, উৎপল ও বালুকারাশিতে সুশোভিত। তথায় হংস, মণ্ডূক, ক্রৌঞ্চ ও কুরর সকল সলিলে বিচরণ পূর্ব্বক মধুরস্বরে শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে কেহ কখন তাহাদিগকে বধ করে নাই। সুতরাং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাহেতু, মনুষ্য দেখিলে তাহাদের উদ্বেগসঞ্চার হয় না। হে রঘুনন্দন! আপনারা স্থূলকায় ও ঘৃতপিণ্ডসদৃশ ঐ সকল পক্ষী এবং রোহিত, চক্রতুণ্ড ও নলজাতীয় মৎস্য-দিগকে ভক্ষণ করিবেন। রাম! যাহাদের পক্ষদেশ ত্বক্‌শূন্য, এবং কলেবর স্থূল ও বহুকণ্টকবিশিষ্ট, তাদৃশ উৎকৃষ্ট মৎস্য সকলও শরপ্রয়োগে বিনষ্ট ও শূলপক্ক করিয়া, আপনারা তথায় ভক্ষণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন, লক্ষ্মণ আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ, তত্রত্য পদ্মাদি কুসুমকাননে বিচরমাণ আপনাকে উল্লিখিত মৎস্যসমূহ সম্প্রদান করিবেন। পম্পার জল পদ্মগন্ধি, রোগ-শূন্য, স্বাস্থ্যকর, সুখশীতল, রৌপ্য ও স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল এবং পান করিলে, কোন ক্লেশই উপস্থিত হয় না। তৎকালে লক্ষ্মণ পদ্মপত্রে ঐ বারি উদ্ধৃত করিয়া, আপনাকে পান করাই-বেন। এবং সায়াহ্নে বিচরণ সময়ে গিরিগুহাশায়ী স্থূলকায় বনচর বানরদিগকে দর্শন করাইবেন। হে নরোত্তম! আপনিও সন্ধ্যাসময়ে বিচরণ করিতে করিতে, জললোভে নদীতীরে সমা-গত, বৃষের ন্যায় গর্জ্জনশীল উল্লিখিত স্থূলকায় বানরদিগকে অবলোকন করিবেন। এবং তত্রত্য কুসুমিত পাদপপুঞ্জ ও সুশী-তল সলিল সন্দর্শনপূর্ব্বক আপনার শোকভার বিগলিত হইয়

যাইবে। হে রঘুনন্দন! তত্রস্থ পুষ্পভারাবনত তিলক, নক্ত-মালক এবং প্রফুল্ল পঙ্কজ ও উৎপল সকলও আপনার শোক নির্হরণ করিবে। তথায় এমন কেহ মনুষ্য নাই যে, ঐ সকল কুসুমের মাল্য করিয়া, পরিধান করে। হে রঘুকুমার! মতঙ্গ-শিষ্য ঋষি সকল পরম সমাহিত হইয়া, তথায় বাস করিয়া-ছিলেন। তজ্জন্য, তত্রত্য কুসুমগ্রথিত মাল্যদাম কখন ম্লান বা শীর্ণ হয় না। ঐ সকল শিষ্ট ঋষি গুরুর জন্য বন্যভার আহরণ সময়ে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের কলেবর হইতে যে স্বেদবিন্দুধারা বিনির্গলিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহারাই তৎকালে তাঁহাদের তপোবলে, মাল্যদামরূপে পরিণত হইয়াছিল। হে রাঘব! ঋষিগণের স্বেদবিন্দু হইতে সমুত্থিত বলিয়া, উল্লিখিত মাল্য সকল অবিনশ্বর হইয়াছে। ঋষিগণ যদিও তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদের পরিচারিণী শ্রমণীনাম্নী চিরজীবিনী শবরী তথায় দৃশ্য হইয়া থাকেন। রাম! আপনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, সকল লোকের নমস্কৃত। নিত্যধর্ম্মনিরতা শ্রমণী আপনাকে দর্শন করিয়া, স্বর্গে গমন করিবেন। হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি পম্পার পশ্চিমতীর আশ্রয় করিলেই, মহর্ষি মতঙ্গের গুহ্য আশ্রম দেখিতে পাইবেন। পৃথিবীতে ঐ আশ্রমের তুলনা নাই। মতঙ্গ মুনির প্রভাবে নাগগণ ঐ আশ্রমকানন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য উহা মতঙ্গকানন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। রাম! আপনি নানাজাতীয়বিহঙ্গমপূর্ণ, নন্দনাদি-দেবারণ্যসদৃশ উল্লিখিত আশ্রমে বিচরণ করিলে, সর্ব্বথা সুখী ও পরম আহ্লাদিত হইবেন।

পম্পার সম্মুখেই কুসুমিত পাদপসমূহে অলঙ্কৃত ও অতিশয় দুরারোহ ঋষ্যমূক পর্ব্বত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প সকল ঐ পর্ব্বত রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন ঐ পর্ব্বতশিখরে যে ব্যক্তি শয়ন করিয়া, স্বপ্নে

ধনলাভ করে, সে জাগরিত হইয়া, তাহা প্রাপ্ত হয়। বিষমাচার-বিশিষ্ট পাপকর্ম্মা পুরুষ উহাতে আরোহণ করিলে, রাক্ষসগণ, নিদ্রা যাইবার সময় তাহাকে গ্রহণ করিয়া, সেই খানেই প্রহার করিয়া থাকে। রাম! অনন্তর আপনি মতঙ্গাশ্রম-নিবাসী পম্পাবিহারী শিশু নাগগণের তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর করিবেন। এতদ্‌ভিন্ন, তথায় ঈষদ্‌রক্তবর্ণ মদধারায় পরিপ্লুত, জলদসবর্ণ, বেগবান্‌ মত্ত মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল বনচর মহাগজ পম্পার অত্যন্ত সুখস্পর্শ, সর্ব্বগন্ধ-সমন্বিত, সুন্দর, শোভন, সুনির্ম্মল সলিল পান করিয়া, পুনরায় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। আপনি তথায় ঋক্ষ, দ্বীপী এবং নীলমণি সদৃশ কোমলকান্তিসম্পন্ন রুরু মৃগদিগকে দর্শন করিয়া, বীতশোক হইবেন। ঐ সকল মৃগ সাতিশয় নির্ব্বিরুদ্ধ এবং মনুষ্য দেখিলে, কখন পলায়ন করে না। রাম! ঐ শৈলের গুহা অতি প্রকাণ্ড ও শোভমান এবং উহার নাম শিলা-পিধানা। উহাতে প্রবেশ করা অতীব কষ্টজনক। ঐ গুহার পূর্ব্বদ্বারে সুশীতলসলিলপূর্ণ সুবিস্তৃত হ্রদ নানাজাতীয় তরুতে পরিব্যাপ্ত এবং বহুবিধ ফল মূলে রমণীয়। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরগণের সহিত ঐ গুহায় বাস করেন। তিনি কখন কখন পর্ব্বতশিখরেও বাস করিয়া থাকেন। বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম লক্ষ্মণ উভয়কে এইপ্রকার অনুশাসন করিয়া, মালাদামভূষিত ভাস্করসবর্ণ কলেবরে আকাশমণ্ডলে বিদ্যোতিত হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবেগ কবন্ধ স্বর্গারোহণে সমুদ্যত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে কহিলেন, আমরা এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট চলিলাম, তুমিও স্বর্গে গমন কর। কবন্ধও তাঁহাদিগকে কহিল, আপনারা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত প্রস্থান করুন। রাম লক্ষ্মণ নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন কবন্ধ তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান ও স্বর্গে আরোহণ করিল। তৎকালে

পূর্ব্বস্বরূপপ্রাপ্তি নিবন্ধন তাহার সর্ব্বশরীর নিরতিশয় শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বর্গারোহণ সময়ে প্রথমে পথাদির উপদেশ বিধানপূর্ব্বক পরে কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া, রামের প্রতি দৃষ্টিপাতপুরঃসর বলিতে লাগিল, আপনি সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করুন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পম্পাসরোবর লক্ষ্য করিয়া, পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন। সুগ্রীবকে দর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। যাইবার সময় পর্ব্বত সকলে মধুতুল্য সুস্বাদ ফল ও পুষ্পবিশিষ্ট ভুরি ভুরি বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা শৈলপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপনীত হইলে, শবরীর রমণীয় আশ্রমপদ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল! তাঁহারা বৃক্ষরাজিরাজিত তদীয় আশ্রমপদে পদার্পণ পূর্ব্বক তাহা দর্শন করিতে করিতে শবরীর সমীপে সমাগত হইলেন। সিদ্ধা শবরী তাঁহাদের দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থান করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই পদ গ্রহণ এবং যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় সমুদায় প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাম ধর্ম্মচারিণী শ্রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি চারুভাষিণি তপোধনে! তোমার বিঘ্ন সমুদায় নিরাকৃত, তপোবৃদ্ধি সমাগত, কোপ ও আহার সংযত, নিয়ম সকল রক্ষিত, হৃদয় নির্বৃত এবং গুরুশুশ্রূষার ফল সমুদ্ভূত হইয়াছে?

রাম এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সিদ্ধগণের বহুমানাস্পদ তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা তাপসী শবরী সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, অদ্য আপনার সাক্ষাৎকারে আমার তপঃসিদ্ধি লাভ হইল, জন্ম সফল হইল, গুরুগণের পূজা

সম্পন্ন হইল ও তপস্যাও সার্থক হইল। হে পুরুষোত্তম! আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। এক্ষণে আপনার পূজা করিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে। হে সৌম্য! হে মানদ! হে অরিন্দম! আপনি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমি তদ্দ্বারা পবিত্র হইয়া, ভবদীয় অনুগ্রহে অক্ষয় লোক সকলও প্রাপ্ত হইব। আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, তাঁহারা আপনার চিত্রকূট পর্ব্বতে পদার্পণমাত্রেই অসদৃশ প্রভাশালী বিমানপরম্পরায় আরোহণ করিয়া, এই আশ্রম হইতে স্বর্গে অধিরূঢ় হইয়াছেন। সেই সকল মহাভাগ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি আমায় বলিয়া গিয়াছেন, রাম তোমার এই পরম পবিত্র আশ্রমপদে পদার্পণ করিবেন। তুমি লক্ষ্মণের সহিত সেই অতিথিকে সবিশেষ পূজাদি করিও। তাঁহার দর্শনমাত্রেই তোমার অত্যুৎকৃষ্ট অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্তি হইবে। হে পুরুষোত্তম! তৎকালে মহাভাগ মহর্ষিগণ আমাকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন। হে পুরুষাগ্রগণ্য! তদবধি আমি আপনার পরিচর্য্যাদিজন্য পম্পাতীরসমুদ্ভূত নানাজাতীয় আরণ্য দ্রব্যজাত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।

নিত্যবিজ্ঞানাধিকারিণী শবরী এইপ্রকার কহিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম তদ্দত্ত আহারাদি প্রতিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আমি কবন্ধের নিকট ত্বদীয় মহানুভাব আচার্য্যগণের মাহাত্ম্য যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি উপযুক্ত বোধ কর, তাহা হইলে, উহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি।

রামমুখবিনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শবরী তাঁহাদের উভয়কেই সেই মহাবন প্রদর্শন করিলেন। এবং কহিলেন, হে রঘুনন্দন! মৃগ ও পক্ষিগণে সমাচ্ছন্ন, মেঘের ন্যায় নিবিড়াকৃতি এই বন অবলোকন করুন। এই অরণ্যানী মতঙ্গবন বলিয়া বিখ্যাত। অয়ি মহাদ্যুতে! আমার সেই ভাবিতাত্মা গুরুগণ গায়ত্র্যাদি জপ পুর্ব্বক পূজা করিয়া, এই বনে মন্ত্রবৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সেই প্রত্যক্স্থলীনাম্নী নদী,

যে নদীতে অধিষ্ঠান করিয়া, মদীয় পরম পূজ্য আচার্য্যগণ শ্রম বশতঃ প্রকম্পিত হস্তে দেবতাদিগকে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন। হে রঘুবর! অবলোকন করুন, এই অতুলপ্রভাশালিনী বেদী তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে আজিও স্বীয় প্রভায় সমুদায় দিক্ সমুদ্ভাসিত করিতেছে। তাঁহারা উপবাসপরিশ্রমে অলস হইয়া, গমন করিতে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাদের চিন্তামাত্রেই এই সপ্তসাগর এখানে সমবেত হইয়াছে, দর্শন করুন। তাঁহারা স্নানান্তে এই প্রদেশে বৃক্ষোপরি যে বল্কল ন্যস্ত করিয়াছিলেন, আজিও তাহা শুষ্ক হয় নাই। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা দেবকার্য্য সাধনার্থ সমুদ্যত হইয়া, কুবলয় সহিত এই যে সকল কুসুম দেবোদ্দেশে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজিও ইহারা ম্লান হয় নাই। আপনি সমুদায় বন সাক্ষাতে দর্শন ও যাহা শুনিবার তাহাও শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন; এই দেহ ত্যাগ করিব; ইচ্ছা করিয়াছি। যাহাঁদের এই আশ্রম ও আমি যাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতাম, সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের সমীপগমনে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

রাম লক্ষ্মণের সহিত শবরীর এই নিরতিশয় ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং কহিলেন, ইহা অতীব বিস্ময়জনক। অনন্তর তিনি সেই সংশিতব্রতা শবরীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার অর্চ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে যথাসুখে ও ইচ্ছানুসারে গমন কর।

রাম এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, জটা, চীর ও কৃষ্ণাজিনধারিণী শ্রমণী হুতাশনে আত্মাকে আহুত করিয়া, প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম কলেবরে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে দিব্য মাল্য, দিব্য অনুলেপন, দিব্য আভরণ ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করাতে, তিনি দেখিতে যারপরনাই মনোহারিণী হইলেন, এবং নিরতিশয় দ্যুতিশালিনী সৌদামিনীর ন্যায়, সেই প্রদেশ আলোকময় করিতে লাগিলেন। তদীয় গুরু পরম-

পুণ্যাত্মা সেই পরমর্ষিগণ যে স্থানে বিহার করিতেছেন; শবরী আত্মসমাধিপ্রভাবে পরম পবিত্র সেই প্রদেশে গমন করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী স্বকীয় সুকৃতি সহায়ে স্বর্গে গমন করিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত উল্লিখিত মহাত্মা মহর্ষিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হিতকারী ও একাগ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌম্য! আমরা পুণ্যাত্মা মহর্ষি-গণের বহ্বাশ্চর্য্যময় এই আশ্রম দর্শন করিলাম। এখানে মৃগ ও ব্যাঘ্রগণ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গম বাস করিতেছে। লক্ষ্মণ! তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত এই সপ্ত সাগর-তীর্থেও আমরা যথাবিধানে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করি-লাম। ইহাতে, আমাদের যে অশুভ নাশ ও কল্যাণ সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমার মন সম্প্রতি সাতিশয় হর্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, সূর্য্যতনয় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালির ভয়ে বানরচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে যাহাতে বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূক গিরি নাতিদূরে যে স্থানে বিরাজমান আছে, বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত সন্দর্শনার্থ সেই স্থানে যাইবার জন্য আমি ত্বরাপর হইয়াছি। কেননা, সীতার অন্বেষণব্যাপার একমাত্র সুগ্রীবের আয়ত্ত। রাম এইপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলে, সৌমিত্রি তাঁহাকে কহিলেন, আমারও মন ত্বরাপর হইয়াছে। অতএব আমরা শীঘ্রই তথায় গমন করিব।

অনন্তর পরমপ্রভাব নরপতি রাম মতঙ্গাশ্রম হইতে বিনির্গত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পম্পাসরোবরে প্রস্থান করিলেন। গমন-সময়ে কোযষ্টি, অর্জ্জুন, শতপত্র, কীচক ও অন্যান্য বিহঙ্গমগণে প্রতিনাদিত এবং সর্ব্বত্র বিপুল দ্রুম ও পুষ্পে আচ্ছন্ন উল্লিখিত মহাবন এবং বিবিধ বৃক্ষ ও সরোবর তাঁহার নয়নপথে পতিত

হইতে লাগিল। তিনি তদ্দর্শনে কামাবির্ভাববশে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, পম্পার অন্তর্গত উৎকৃষ্ট হ্রদে সমাগত হইলেন। ঐ হ্রদের জল অতিমধুর, শীতল ও নির্ম্মল। এবং উহা মতঙ্গসর নামে বিখ্যাত। তাঁহারা উভয়ে অব্যগ্র ও সমাহিত হইয়া, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দশরথাত্মজ রাম শোকসমাবিষ্ট হইয়া পদ্মসমাচ্ছন্ন পরমমনোহর পম্পাসরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সরোবর তিলক অশোক পুন্নাগ বকুল ও উদ্দালক সমূহে সুশোভিত, রমণীয় উপবনসকলে পরিব্যাপ্ত, স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ ও পদ্মসমাচ্ছন্ন সলিলরাশিতে পরিপূর্ণ, মৃদুস্পর্শ বালুকাস্তূপে আচ্ছাদিত, রাশি রাশি মৎস্য কচ্ছপ ও তীরজাত পাদপরাজিতে বিরাজিত, সখীর ন্যায় লতা সকলে সংবেষ্টিত ও আলিঙ্গিত, কিন্নর উরগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণে নিষেবিত, নানাজাতীয় দ্রুম ও লতাজালে আচ্ছন্ন, সুশীতল সলিলে পরিপূর্ণ, নিরতিশয় সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব সম্পন্ন, পদ্ম-সৌগন্ধিক, কুমুদ ও কুবলয়গুলের অধিষ্ঠান বশতঃ যথাক্রমে তাম্র শুক্ল ও নীল বর্ণে অলঙ্কৃত এবং তজ্জন্য বহুবর্ণবিচিত্রিত গজাচ্ছাদন চিত্র-কম্বলের ন্যায় বিরাজমান। দশরথনন্দন তেজস্বী রাম অরবিন্দ, উৎপল, পুষ্পিত আম্রকানন এবং ময়ূরগণের কেকারব এই সকলে অলঙ্কৃত উল্লিখিত পম্পা নয়নগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় অবলোকন করিলেন, তিলক, বীজপূরক, বট, শুক্লদ্রুম, করবীর, পুন্নাগ, মালতী, কুন্দ, গুল্ম, ভাণ্ডীর, নিচুল, অশোক, সপ্তপর্ণ, কেতক, অতিমুক্তক এবং অন্যান্য নানাজাতীয় কুসুমিত পাদপসমূহের সান্নিধ্য বশতঃ প্রমদার ন্যায় পম্পার নিরতিশয় শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহারই তীরে পূর্ব্বকথিত ঋষ্যমূক নামে বিখ্যাত ধাতুমণ্ডিত পর্ব্বত কুসুমিত পাদপপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। মহাত্মা ঋক্ষরজার পুত্র মহাবীর সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে বাস করেন।

সত্যবিক্রম রাম তদ্দর্শনে পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি এক্ষণে বানররাজ সুগ্রীবের নিকট গমন কর। আমি সীতাবিরহে কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইব? তিনি নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়া, সীতাগত চিত্তে লক্ষ্মণকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, নিরতিশয়শোকপ্রকাশপুরঃসর মনোহর পম্পা সরোবরে প্রস্থান করিলেন। এবং চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বনরাজি দর্শন করিতে করিতে, ক্রমে গমন করিয়া, সুদৃশ্যকাননরাজিত উল্লিখিত সরোবর নেত্রগোচর করিলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সহিত বহুবিধ ও বহুসংখ্য পক্ষিসঙ্কুল পম্পায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।